৪র্থ সপ্তাহ, নভেম্বর ২০২৬।

সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

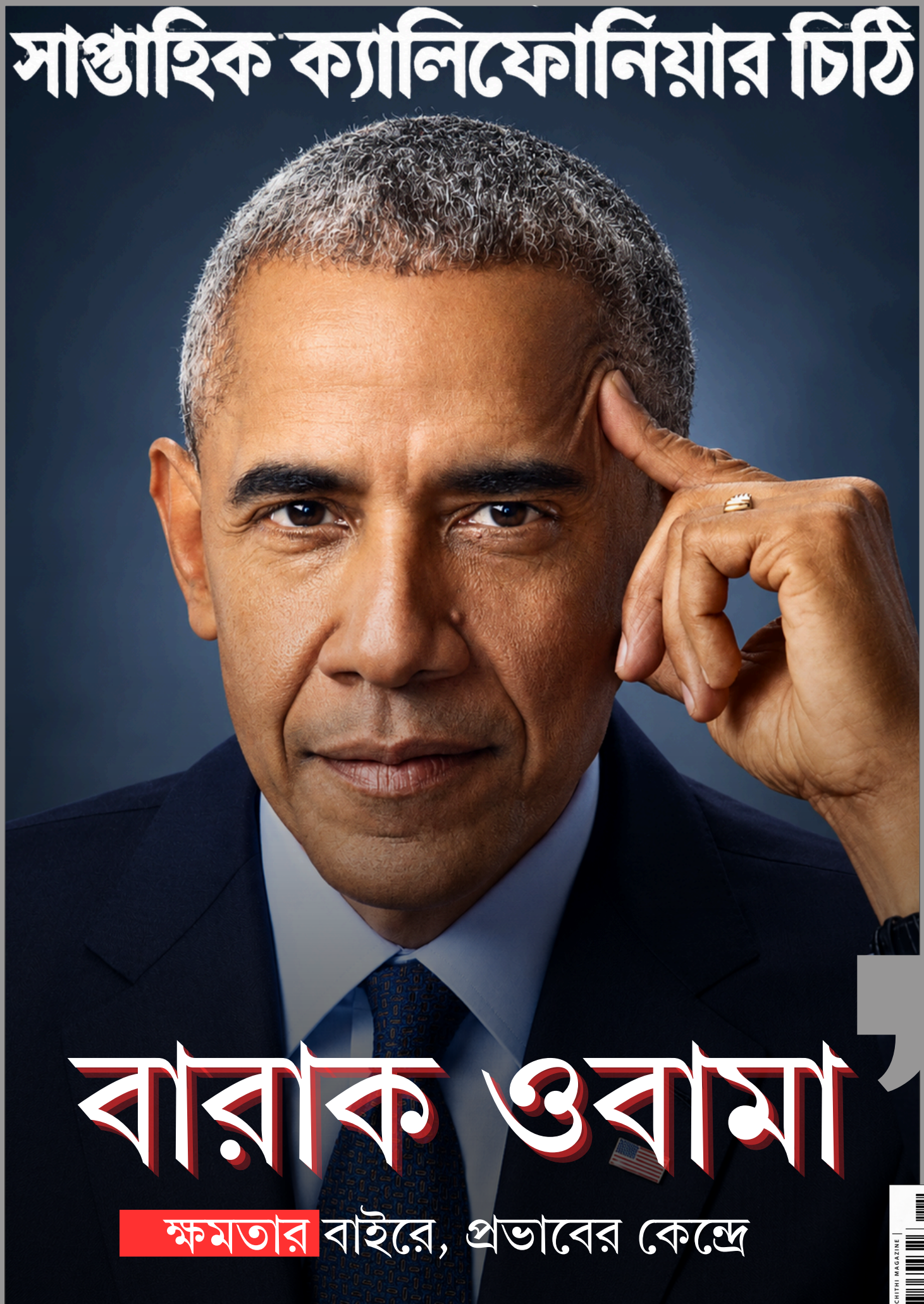

# বারাক ওবামা

## ক্ষমতার বাইরে, প্রভাবের কেন্দ্রে

CALIFORNIA'R CHITHI MAGAZINE | PRINTED EDITION | 9 789998 765432


ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

EAGLESBOOST.COM

# EAGLES BOOST



Let’s build the future of digital services together.

বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
WEEKLY DIGITAL
# সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
সংবাদপত্র আমেরিকার হৃদয় থেকে



মোবাইল অ্যাপস

অ্যাপ স্টোরে পাবেন | গুগল প্লে স্টোরে পাবেন


**সম্পাদক ও প্রকাশক**
মাহবুব আহমেদ

**নিবন্ধিত**
যুক্তরাষ্ট্রের বাংলা ভাষার সংবাদপত্র
ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত।

**প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ও কারিগরি ব্যবস্থাপনায়**
ইগলস বুস্ট এন্ড হোস্ট ট্রাইবিউন কোম্পানি

**পরিচালিত হয়**
Amazon Web Services (AWS)

**প্রকাশিত ও নিয়ন্ত্রিত**
The Time Innovations LLC.



**সম্পাদকীয় যোগাযোগ**
editor@californierchithi.com
californierchithi@gmail.com
(818) 334-7704


ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত
এবং বিশ্বব্যাপী পাঠকদের জন্য।

## আমাদের লক্ষ্য

আমরা সব ধরনের সংবাদ, ফটোগ্রাফ, গ্রাফিক্স, ভিডিও ও অন্যান্য প্রকাশিত সামগ্রী কপিরাইট আইনের আওতায় সুরক্ষিত রাখি। অনুমতি ছাড়া কোনো প্রকার পুনরুৎপাদন, বিতরণ, প্রকাশনা বা কোনো কনটেন্টের প্রচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

সম্পাদকীয় বিষয়ক অনুসন্ধান, সংবাদ টিপস, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সুযোগ এবং পাঠকের মতামত পেতে আমাদের সম্পাদকীয় টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।

## আপনার বিশ্বাসযোগ্য বিশ্বসংবাদ এর উৎস।

ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অনলাইন সংবাদপত্র। স্থানীয় কণ্ঠস্বর, বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিকতা— আমাদের অঙ্গীকার।

© ২০২৬ সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি সংবাদপত্র। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।




বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
WEEKLY DIGITAL
# সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
সংবাদপত্র আমেরিকার হৃদয় থেকে



MOBILE APPS

Coming Soon on the App Store | Coming Soon on Google Play


**EDITOR & PUBLISHER**
Mahbub Ahmed

**REGISTERED**
The Bangla Voice of The USA Page Newspaper.
California, United States of America.

**IT MANAGEMENT & TECHNICAL OPERATIONS**
Eagles Boost & Host tribune Company

**POWERED BY**
Amazon Web Services (AWS)

**PUBLISHED, MANAGED & CONTROLLED BY**
The Time Innovations LLC.



**EDITORIAL CONTACT**
editor@californierchithi.com
californierchithi@gmail.com
(818) 334-7704


Published from California, USA. Serving Readers Worldwide.

## Our Mission

All articles, photographs, graphics, videos, and other published materials are protected under applicable copyright laws. Unauthorized reproduction, distribution, republication, or transmission of any content without prior written permission is strictly prohibited.

For editorial inquiries, news tips, advertising opportunities, partnerships, or feedback, please contact our editorial team.

## Your Trusted Source for Global News.

CALIFORNIA-BASED INTERNATIONAL ONLINE NEWSPAPER DELIVERING GLOBAL NEWS, LOCAL VOICES, AND TRUSTED JOURNALISM.

© 2026 WEEKLY CALIFORNIER CHITHI NEWSPAPER. ALL RIGHTS RESERVED.



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
সাপ্তাহিক

- ২০২৬ সালের মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে মুসলিম প্রার্থীদের সাফল্য ও ভবিষ্যৎ
- যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইরানের হুমকি  উপসাগরীয় ঘাঁটিতে হামলা, মার্কিন ভূখণ্ডে হামলার দাবি এখনো অযাচাইকৃত
- বাংলাদেশের বুয়েট থেকে হ্যানয়ের মঞ্চে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলে এআই শেখানোর নতুন ভাবনা
- ১৪ বছরেই AI উদ্যোগ জয়নাম জৈনের গল্পে সম্ভাবনা, প্রচার ও অনিশ্চয়তা
- এনভিডিয়া বিতর্কে ভারতের ডেটা সেন্টারের সুযোগ আম্বানি ও আদানি কতটা প্রস্তুত?
- ১৯০৪ সালের নোবেল সাহিত্য পুরস্কার
- নুরুল ইসলাম নাহিদের পরিবারের দাবি ঘিরে প্রশ্ন— আইনের অভিযান, নাকি নিরাপত্তার ব্যর্থতা?
- ‘রইদ’  এ অভিনয়ের জন্য লস অ্যাঞ্জেলেসে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেন নাজিফা তুষি
- চীনে ৯ বিলিয়ন ডলারের ডেটা সেন্টার পরিকল্পনা জেনসেন হুয়াং বিতর্কের আড়ালে কী জানা যাচ্ছে
- ডিগ্রির সঙ্গে দক্ষতা, দক্ষতার সঙ্গে ক্যারিয়ার— আবুবকর হানিপের শিক্ষা-উদ্যোগ

## এই সপ্তাহের অভিমত

## শেষের পাতা

সম্পাদকঃ মাহবুব আহমেদ
বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা | লেখক | সম্পাদক ও নাগরিক অধিকারকর্মী।

সম্পাদকীয়



# এ সপ্তাহের বিশ্ব: শীর্ষ বৈঠকের আলো, যুদ্ধের আগুন, ঘরের ভেতর অস্থিরতা

# সম্পাদকীয়



মাহবুব আহমেদ | বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা | লেখক | মানবাধিকার ও পরিবেশবাদী আন্দোলন কর্মী। সম্পাদক, সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি।

এই সপ্তাহের পৃথিবী যেন একই সঙ্গে দুই বিপরীত দৃশ্য দেখেছে। নেতারা এক শহর থেকে আরেক শহরে উড়ে গেছেন, সম্মেলনের টেবিলে বাণিজ্য, নিরাপত্তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কথা বলেছেন। অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্যে হামলা-পাল্টা হামলা চলেছে; বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা ও সড়ক অবরোধে মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়েছে। সম্মেলনের ছবি তাই শান্তির নিশ্চয়তা নয়—বরং সংকটের মধ্যে সংলাপের চেষ্টা।

## মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের বিস্তার, আলোচনার পথও খোলা

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সংঘাত থামানোর কূটনৈতিক চেষ্টা চললেও সপ্তাহের শুরুতে দুই পক্ষের গোলাগুলি ও হামলার খবর এসেছে। রয়টার্স জানিয়েছে, ১৭ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্র ইরানের একটি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণস্থলে হামলা চালায়; এর আগে ইরান বাহরাইনে মার্কিন সামরিক রাডার লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছিল। ওমান ও কাতারের মধ্যস্থতার উদ্যোগও তখন চলছিল।

২১ নভেম্বর বাহরাইনের একটি বেসামরিক শিল্পস্থাপনায় হামলায় আগুন লাগে, যদিও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। একই দিনে বাহরাইনের প্রতিরক্ষা বাহিনী কয়েকটি ইরানি আকাশপথের হামলা প্রতিহত করার কথা জানায়। ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী মার্কিন অবস্থানে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার দাবি করলেও যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড সে দাবির বিষয়ে তাৎক্ষণিক মন্তব্য করেনি। সৌদি আরবও রিয়াদের দিকে ছোড়া হুথি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার কথা জানিয়েছে; ইয়েমেনে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের হামলার পর সংঘাতের পরিধি আরও বিস্তারের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এসব ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্য শুধু সামরিক পাল্টাপাল্টিতে সীমাবদ্ধ নয়। উপসাগরীয় অঞ্চলের জ্বালানি প্রবাহ, সমুদ্রপথের নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের জীবন—সবই যুদ্ধের প্রভাবে নড়বড়ে। আলোচনার দরজা খোলা থাকলেও, হামলা চলতে থাকলে সেই আলোচনার বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখা কঠিন।

## শেনজেনে তিন পরাশক্তি: বড় ছবি, সীমিত অগ্রগতি

১৮–১৯ নভেম্বর চীনের শেনজেনে এপেকের ২১ সদস্য অর্থনীতির নেতারা মিলিত হন। সম্মেলনের ঘোষণায় ডিজিটাল বাণিজ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের সহযোগিতার কথা এসেছে। তবে শিরোনাম কেড়েছে এপেকের ফাঁকে ডোনাল্ড ট্রাম্প, শি জিনপিং ও ভ্লাদিমির পুতিনের নজিরবিহীন ত্রিপক্ষীয় বৈঠক। তাঁদের যৌথ ঘোষণায় পারমাণবিক ঝুঁকি কমানো ও সংলাপের কথা থাকলেও ইউক্রেন ও ইরানের যুদ্ধের উল্লেখ ছিল না।

বৈঠকের দৃশ্য ছিল ঐতিহাসিক, কিন্তু দৃশ্যমান ফল ছিল সীমিত। রয়টার্সের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, চীন-যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিরতি, বিরল খনিজ, চিপ নিয়ন্ত্রণ এবং আটক মার্কিন নাগরিকদের প্রশ্নে বড় কোনো প্রকাশ্য সমাধান আসেনি। শীর্ষ বৈঠক কূটনীতির জন্য মঞ্চ তৈরি করতে পারে; কিন্তু বিরোধ মেটাতে দরকার নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি, সময়সীমা ও তার বাস্তবায়ন।

## আসিয়ানে চেয়ার বদল, পুরোনো সংকট রয়ে গেল

ম্যানিলায় ১৫–১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ৪৯তম আসিয়ান সম্মেলনের শেষে ফিলিপাইন ২০২৭ সালের জন্য সংস্থার চেয়ারপরিচালনার দায়িত্ব সিঙ্গাপুরের কাছে হস্তান্তর করে; সিঙ্গাপুর ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেবে। মিয়ানমারের সংকটে অগ্রগতি না হওয়ায় জান্তা সরকারের প্রতিনিধিত্ব সীমিত রাখার নীতি বহাল রয়েছে। দক্ষিণ চীন সাগরে আচরণবিধি নিয়ে আলোচনা এগোলেও চূড়ান্ত চুক্তি এখনো হয়নি। ফলে সম্মেলনটি আঞ্চলিক সংলাপ বজায় রাখলেও, সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলোর সমাধান পরের বছরের জন্যই থেকে গেল।

## বাংলাদেশে অবরোধ ও সহিংসতা: স্বাভাবিক জীবনের ওপর চাপ

বাংলাদেশে এই সপ্তাহের সবচেয়ে উদ্বেগজনক ঘটনাগুলোর একটি গোপালগঞ্জকে ঘিরে। নিষিদ্ধ কার্যক্রমের আওতায় থাকা আওয়ামী লীগের ডাকা দেশব্যাপী ‘লকডাউন’ কর্মসূচির সময় সড়ক অবরোধ, অগ্নিসংযোগ, বিস্ফোরণ ও সংঘর্ষের খবর আসে। গোপালগঞ্জে সড়ক যোগাযোগ প্রায় ৩৬ ঘণ্টা ব্যাহত হয়; বাস চলাচল আংশিকভাবে ফিরলেও ট্রেন চলাচল স্থগিত ছিল এবং স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়। পুলিশ ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে থানা, জনপ্রতিনিধিদের বাড়ি, যানবাহন এবং অন্যান্য স্থাপনায় হামলার কথা এসেছে। কয়েকটি হত্যার ঘটনায় রাজনৈতিক পক্ষগুলোর পাল্টাপাল্টি অভিযোগ রয়েছে; দায় নির্ধারণে তদন্তের ফল জরুরি।

২১ নভেম্বরের মধ্যে গোপালগঞ্জে নতুন সহিংসতার খবর কমে আসে এবং বাস চলাচল ফিরতে শুরু করে, তবে নিরাপত্তা জোরদার ছিল। দেশের আরও কয়েকটি জেলায় হামলা, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের খবর পাওয়া গেছে। ফলে “রাজনৈতিক প্রশান্তি”র ধারণা বাস্তবতার সঙ্গে মেলানো কঠিন: সরকার বদলালেই আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক আস্থা আপনা-আপনি স্থিতিশীল হয় না। নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে সাধারণ মানুষকে অবরুদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করা—এগুলোই এখন সরকারের কঠিন পরীক্ষা।

## জলবায়ু সম্মেলন: চুক্তির অপেক্ষা, অর্থায়নের প্রশ্ন

আন্তালিয়ায় কপ৩১-এর আলোচনা নির্ধারিত সময় পেরিয়ে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত গড়িয়েছে। সম্মেলনের সভাপতির ভাষ্য অনুযায়ী, নতুন খসড়ায় জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে উদ্বেগ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজন অর্থায়নের প্রশ্নে সমঝোতার চেষ্টা করা হয়েছে; চূড়ান্ত অনুমোদন তখনও বাকি ছিল। তাই এ পর্যায়ে একে সম্পন্ন চুক্তি বলা যাবে না। জলবায়ু সম্মেলনের আসল পরীক্ষা শেষ অধিবেশনের ভাষায় নয়—ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো বাস্তবে কত অর্থ পায়, আর নিঃসরণ কমানোর অঙ্গীকার কত দ্রুত কাজে রূপ নেয়, তাতে।

# সম্পাদকীয়



## এআইয়ের দৌড়: নতুন সরঞ্জামের সঙ্গে নতুন দায়

সান ফ্রান্সিসকোর মাইক্রোসফট ইগনাইটে এজেন্টভিত্তিক এআই, নতুন মডেল ও ক্লাউড অবকাঠামোর ঘোষণা এসেছে। মাইক্রোসফটের ভাষায়, এআই-এজেন্ট এখন শুধু প্রশ্নের উত্তর দেবে না, কাজও করতে পারবে। এ কারণেই নির্ভরযোগ্যতা, নজরদারি, সাইবার নিরাপত্তা এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নগুলো প্রযুক্তির প্রচারের পাশাপাশি গুরুত্ব পাচ্ছে। শেনজেনেও এপেক নেতারা এআই ও ডিজিটাল বাণিজ্যকে আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধির অংশ করেছেন। প্রযুক্তি সম্মেলনের বড় প্রশ্ন তাই শুধু "এআই কী করতে পারে" নয় —"তার সিদ্ধান্তের জবাবদিহি কার কাছে থাকবে?"

## শীর্ষ বৈঠকের বাইরেও কূটনীতি

২০ নভেম্বর ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যের দ্বিতীয় শীর্ষ বৈঠক হয়েছে। দুই পক্ষ নিরাপত্তা, বাণিজ্য, জ্বালানি ও তরুণদের সুযোগ নিয়ে একটি সমঝোতা ঘোষণা করেছে। যুক্তরাজ্য সরকার এর সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সুফল বছরে ১৭ বিলিয়ন পাউন্ড পর্যন্ত হতে পারে বলে দাবি করেছে—এটি সরকারের হিসাব, স্বাধীনভাবে নিশ্চিত হওয়া ফল নয়। একই সময়ে কানাডার হ্যালিফ্যাক্সে ২০–২২ নভেম্বর আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ফোরাম চলেছে; প্রতিরক্ষা, গণতন্ত্র ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা ছিল আলোচনার কেন্দ্রে।

## উৎসবের পর্দা, সিনেমার নতুন সপ্তাহ

স্টকহোম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২২ নভেম্বর শেষ হচ্ছে; কায়রো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি ২০ নভেম্বর। হলিউডের ২০ নভেম্বরের মুক্তি-তালিকায় I Play Rocky ও Paper Tiger রয়েছে; দক্ষিণ কোরিয়ার The Host–এর পুনর্মুক্তিও তালিকাভুক্ত। মুক্তির সূচি পরিবর্তনশীল, তাই এগুলোকে ঘোষিত সূচি হিসেবেই দেখা উচিত। ভারতীয় সিনেমার তালিকায় একই দিনে তামিল, তেলুগু ও হিন্দি ছবির মুক্তির কথা থাকায় আঞ্চলিক চলচ্চিত্র বাজারের বহুমাত্রিকতাও চোখে পড়ছে।

## জন্মদিন ও মৃত্যুবার্ষিকী: ইতিহাসের সঙ্গে আলাপ

১৭ নভেম্বর পরিচালক মার্টিন স্করসেজির ৮৪তম জন্মদিন; ১৮ নভেম্বর লেখক মার্গারেট অ্যাটউড ৮৭ বছরে পা দিয়েছেন। ১৯ নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধীর ১০৯তম জন্মবার্ষিকী —ভারতের রাজনীতিতে তাঁর উত্তরাধিকার যেমন গভীর, তেমনি জরুরি অবস্থা ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংকোচনের বিতর্কও তাঁর শাসনকালকে মূল্যায়নের অংশ। একই দিনে জোডি ফস্টার ও মেগ রায়ানের জন্মদিন। ২০ নভেম্বর জো বাইডেন ৮৪ বছরে পা দিয়েছেন; রবার্ট এফ. কেনেডি বেঁচে থাকলে ১০১ বছর বয়সী হতেন।

২১ নভেম্বর ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারের জন্মের ৩৩২ বছর পূর্ণ হলো। ২২ নভেম্বর জন এফ. কেনেডি, সি. এস. লুইস ও অ্যালডাস হাক্সলির মৃত্যুবার্ষিকী—তিনজনই ১৯৬৩ সালের এই দিনে মারা যান। একই দিন ফরাসি রাষ্ট্রনায়ক শার্ল দ্য গলের জন্মবার্ষিকী। সপ্তাহের অন্য স্মরণীয় তারিখগুলোর মধ্যে আছে ১৬ নভেম্বর ক্লার্ক গেবলের মৃত্যুবার্ষিকী, ১৮ নভেম্বর মার্সেল প্রুস্তের এবং ১৯ নভেম্বর সুরকার ফ্রান্ৎস শুবার্টের মৃত্যুবার্ষিকী।

## এই সপ্তাহের বড় ছবি

এ সপ্তাহে কূটনীতি ছিল দৃশ্যমান, কিন্তু শান্তি ছিল অনিশ্চিত। এপেকের মঞ্চে তিন পরাশক্তির নেতারা একসঙ্গে বসেছেন; মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ থামেনি। জলবায়ু আলোচনায় চুক্তির খসড়া এসেছে, কিন্তু অর্থায়ন ও বাস্তবায়নের উত্তর এখনো অপেক্ষায়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক কর্মসূচির অভিঘাত পড়েছে যাতায়াত, শিক্ষা, ব্যবসা ও নিরাপত্তার ওপর। আর এআইয়ের নতুন ক্ষমতা যত দ্রুত বাড়ছে, তার জবাবদিহি নিয়ে প্রশ্নও তত জরুরি হচ্ছে।

ইতিহাসের জন্মদিন ও মৃত্যুবার্ষিকী আমাদের স্মরণ করায় —ক্ষমতা, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্বের উত্তরাধিকার কখনো একরঙা নয়। এই সপ্তাহের ঘটনাগুলোরও বিচার হবে শুধু শীর্ষ বৈঠকের ছবিতে নয়; যুদ্ধ থামে কি না, মানুষ নিরাপদে চলাচল করতে পারে কি না, আর প্রতিশ্রুতি বাস্তব জীবনে কতটা বদল আনে—সেই ফলেই।



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

# ক্ষমতার বাইরে থেকেও

## যে কণ্ঠের ওজন কমেনি

সংগ্রাম, সাফল্য, পরিবার ও এক অসমাপ্ত উত্তরাধিকারের গল্প এ সংখ্যার কভার স্টোরি লিখেছেন মাহবুব আহমেদ।



**যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট** হওয়া একসময় তাঁর কাছে ছিল কল্পনারও বাইরে। অথচ ২০০৮ সালের ৪ নভেম্বর সেই দেশই বারাক হুসেইন ওবামাকে নির্বাচিত করল—যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসেবে। সেই রাতে শিকাগোর গ্রান্ট পার্কে উল্লাসের ঢেউ উঠেছিল। অনেকে দেখেছিলেন ইতিহাসের এক নতুন দরজা খুলে যাওয়া। কিন্তু ওবামার গল্প শুধু সেই নির্বাচনী রাতের গল্প নয়। এটি বিচ্ছিন্নতা ও পরিচয়ের সন্ধান, কমিউনিটি সংগঠকের কাজ, উচ্চশিক্ষা, রাজনৈতিক দক্ষতা, রাষ্ট্রক্ষমতার সীমা এবং ক্ষমতা ছেড়ে যাওয়ার পরও জনজীবনে প্রভাব রাখার গল্প।

আজ, ২০২৬ সালের নভেম্বরে, ওবামাকে নতুন করে দেখার একটি কারণ আছে: তাঁর নামে গড়া প্রেসিডেনশিয়াল সেন্টার শিকাগোর সাউথ সাইডে খুলেছে, আর তিনি নিজেই চাইছেন মানুষ তাঁর প্রেসিডেন্সিকে বৃহত্তর মার্কিন ইতিহাসের ভেতর রেখে বিচার করুক। “আমি চাই তারা আমার প্রেসিডেন্সিকে প্রেক্ষাপটে রাখুক”—সেন্টার নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন। তাঁর ভাষায়, প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হওয়ার ঘটনাটি তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্বমাত্র নয়; এর পেছনে ছিল দেশের দীর্ঘ, অসমাপ্ত সামাজিক যাত্রা।

## পরিচয়ের ভেতর দিয়ে বড় হওয়া

বারাক ওবামার জন্ম ১৯৬১ সালের ৪ আগস্ট, হাওয়াইয়ের হনলুলুতে। তাঁর বাবা, কেনিয়ায় জন্ম নেওয়া বারাক ওবামা সিনিয়র, আর মা অ্যান ডানহ্যাম—কানসাসের এক শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান—দুজনের জীবনপথ ছিল আলাদা। তাঁদের বিচ্ছেদের পর ছোট বারাক মায়ের ও মাতামহ-মাতামহীর সান্নিধ্যে বড় হন। শৈশবের এক পর্যায়ে তিনি ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় ছিলেন; পরে হাওয়াইয়ে ফিরে স্কুলে পড়েন। তাঁর জীবনের শুরুতেই তাই “আমি কে, কোথায় আমার ঘর”—এই প্রশ্নটি ছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অংশ।

লস অ্যাঞ্জেলেসের অক্সিডেন্টাল কলেজে পড়ার পর তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং ১৯৮৩ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক হন। নিউইয়র্কে কিছুদিন কাজ করে ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি শিকাগোর সাউথ সাইডে কমিউনিটি সংগঠক হিসেবে কাজ শুরু করেন। সেখানে ইস্পাতকল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, আবাসনের সমস্যা এবং কর্মসংস্থানের অভাব ছিল নিত্যদিনের বাস্তবতা। তরুণ ওবামা গির্জা ও স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গে কাজ করে আবাসন উন্নয়ন, চাকরির প্রশিক্ষণ এবং নাগরিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর চেষ্টা করেন। সেই কাজ তাঁকে শিখিয়েছিল—মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে কেবল ভালো বক্তৃতা যথেষ্ট নয়; দরকার সংগঠন, ধৈর্য এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আস্থা তৈরি।

পরে হার্ভার্ড ল’ স্কুলে পড়েন। ১৯৯০ সালে তিনি Harvard Law Review-এর প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন—জাতীয় পরিচিতির পথে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। শিকাগোয় ফিরে নাগরিক অধিকার-আইনজীবী হিসেবে কাজ করেন, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবিধানিক আইন পড়ান, এবং ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের সিনেটে নির্বাচিত হন। ২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে যাওয়ার পর ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে তাঁর বক্তৃতা তাঁকে দেশজুড়ে পরিচিত করে তোলে। এরপর ২০০৭ সালে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থিতা ঘোষণা—আর মাত্র এক বছরের মধ্যে হোয়াইট হাউসে পৌঁছানো।

## হোয়াইট হাউসে: সংকট সামলানো ও বড় প্রতিশ্রুতির পরীক্ষা

ওবামা ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেন, এমন এক সময়ে যখন যুক্তরাষ্ট্র গভীর আর্থিক সংকটে। তাঁর প্রশাসনের প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ ছিল অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান পুনরুদ্ধার। প্রেসিডেন্সির সবচেয়ে স্থায়ী অভ্যন্তরীণ নীতিগত উত্তরাধিকার হিসেবে দাঁড়ায় Affordable Care Act—যা “ওবামাকেয়ার” নামেও পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবিমা ব্যবস্থায় এই আইনের বিস্তারের ফলে ২০১৬ সালের শুরুর দিকে আনুমানিক দুই কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ স্বাস্থ্যবিমার আওতায় এসেছিলেন বলে স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের বিশ্লেষণে বলা হয়। পূর্ব-বিদ্যমান রোগের কারণে বিমা থেকে বঞ্চিত করা বা বেশি দাম ধার্য করার ওপরও আইনটি নিষেধাজ্ঞা আনে। তবে আইনটি নিয়ে রাজনৈতিক বিরোধ, ব্যয় ও বাস্তবায়ন নিয়ে বিতর্কও তীব্র ছিল।

ওবামার পররাষ্ট্রনীতিতে ছিল কূটনীতির ওপর জোর দেওয়ার চেষ্টা, কিন্তু তার সঙ্গে সামরিক শক্তির ব্যবহারও পাশাপাশি চলেছে। তাঁর প্রশাসন ২০১৫ সালে ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তিতে পৌঁছায়; কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া শুরু করে; এবং ২০১৬ সালে তিনি কিউবা সফর করে প্রায় ৯০ বছরে সেখানে যাওয়া প্রথম ক্ষমতাসীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হন। একই সময়ে, তাঁর নির্দেশে ২০১১ সালে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে অভিযানে আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন নিহত হন। তাঁর প্রেসিডেন্সি তাই একদিকে কূটনৈতিক সমঝোতার ছবি, অন্যদিকে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের কঠিন বাস্তবতা—দুটিই বহন করে।

২০০৯ সালে, দায়িত্ব নেওয়ার আট মাসেরও কম সময়ের মধ্যে, ওবামাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। নোবেল কমিটি তাঁর আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতা জোরদারের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছিল। তবে এত অল্প সময়ের প্রেসিডেন্সির পর পুরস্কার দেওয়ায় তখন থেকেই প্রশ্ন ওঠে—এটি কি অর্জনের স্বীকৃতি, নাকি তাঁর ঘোষিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আগাম আস্থা? নোবেল কমিটির এই সিদ্ধান্ত ও পরবর্তী বিতর্ক ওবামার ভাবমূর্তির একটি বৈশিষ্ট্য সামনে আনে: তাঁর প্রতিশ্রুতি প্রায়ই তাঁর বাস্তব ফলাফলের আগেই বিশ্বজুড়ে প্রত্যাশা তৈরি করত।

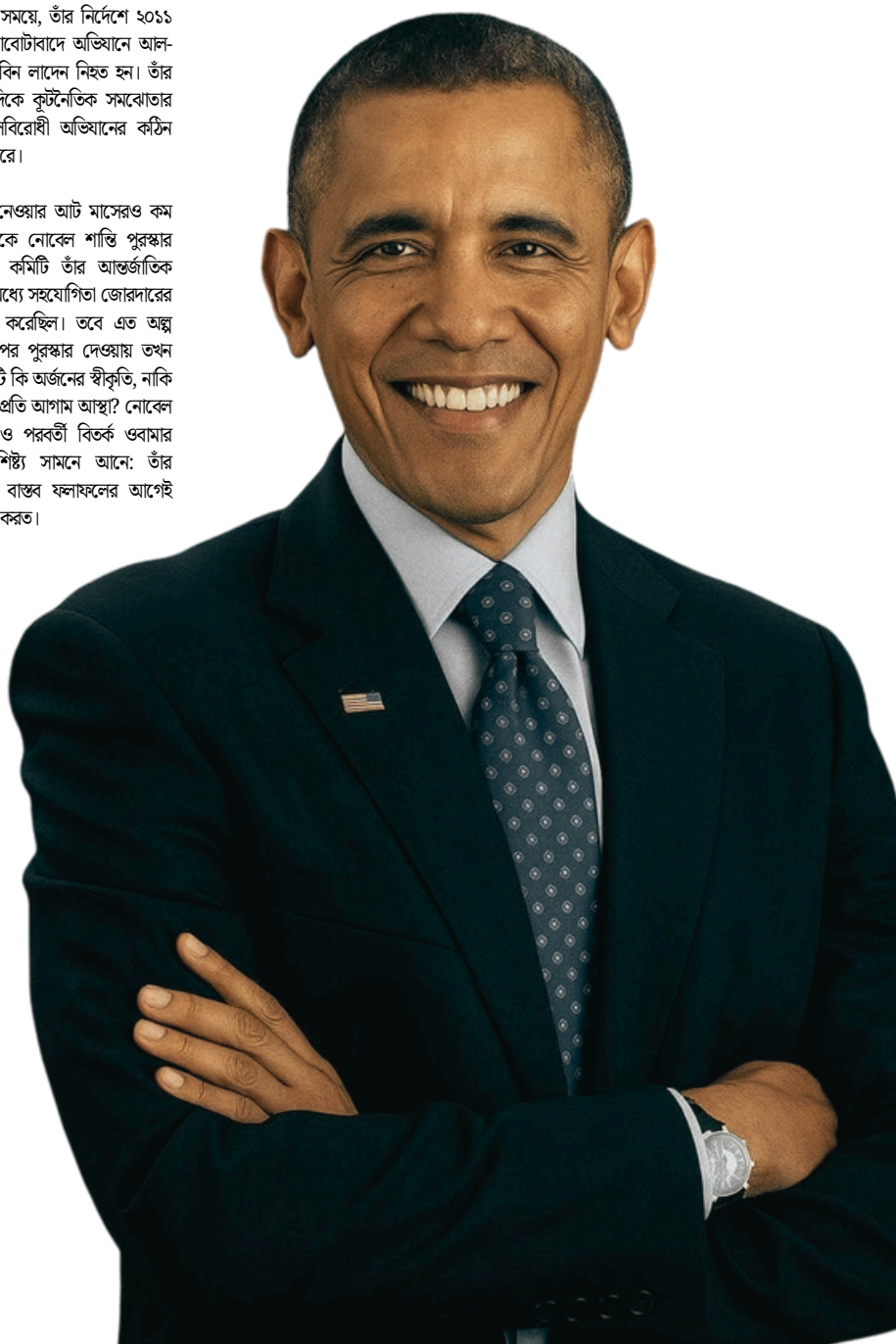



### পরিবারের ব্যক্তিগত পরিসর

রাজনীতির মঞ্চে ওবামার পরিচয়ের সঙ্গে মিশে আছে তাঁর পরিবার। ১৯৯২ সালে শিকাগোয় আইনজীবী মিশেল রবিনসনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের দুই মেয়ে—মালিয়া ও সাশা—হোয়াইট হাউসে বড় হয়েছে, কিন্তু পরিবারটি তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে যতটা সম্ভব জনদৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করেছে। মিশেল ওবামা নিজে শুধু "প্রেসিডেন্টের স্ত্রী" পরিচয়ে সীমাবদ্ধ থাকেননি: Let's Move! কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিয়ে কাজ করেছেন, সামরিক পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন, এবং মেয়েদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের পক্ষে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে যুক্ত হয়েছেন। তাঁর স্মৃতিকথা Becoming এবং পরবর্তী জনসম্পৃক্ততা তাঁকে নিজস্ব জনপ্রিয়তা ও প্রভাব দিয়েছে।

পরিবারের এই পরিচিতি ছিল রাজনৈতিক শক্তিও, আবার চাপও। প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত জীবন, সন্তানদের বেড়ে ওঠা, মিশেলের পোশাক থেকে বক্তৃতা—সবই সংবাদ ও সমালোচনার বিষয় হয়েছে। ওবামা দম্পতি তাঁদের পরিবারকে জনজীবনের কেন্দ্রে রাখলেও, দুই মেয়ের নিজস্ব পরিচয় গড়ে ওঠার জায়গা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

### ক্ষমতা ছাড়ার পরও রাজনীতিতে সক্রিয়

প্রেসিডেন্টের পদ ছাড়ার পর ২০১৭ সালে ওবামা আনুষ্ঠানিকভাবে "প্রাইভেট সিটিজেন" জীবনে ফেরেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক উপস্থিতি মুছে যায়নি। তিনি নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়েছেন, ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের পক্ষে তহবিল সংগ্রহ করেছেন, বিজ্ঞাপন ও ভিডিও বার্তা দিয়েছেন এবং তরুণ ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে সামাজিক মাধ্যম ও অনলাইন নির্মাতাদের সঙ্গে কথোপকথন করেছেন। ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে তিনি ডেমোক্র্যাটদের জন্য প্রচার ও তহবিল সংগ্রহে আরও সক্রিয় হয়েছেন বলে এবিসি নিউজ জানিয়েছে। তাঁর প্রভাবের নতুন রূপটি শুধু জনসভায় বক্তৃতা নয়; বিভিন্ন মাধ্যমের দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর কৌশলও।

২০২৬ সালে শিকাগোর জ্যাকসন পার্কে উদ্বোধন হওয়া Obama Presidential Center তাঁর প্রেসিডেন্সি-পরবর্তী কাজের সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রকল্প। ওবামা ফাউন্ডেশনের ভাষায়, কেন্দ্রটির লক্ষ্য নতুন প্রজন্মের নেতাদের অনুপ্রাণিত ও সংযুক্ত করা। কিন্তু ওবামা নিজে চান না এটি কেবল তাঁর আট বছরের শাসনামলের স্মৃতিসৌধ হয়ে থাকুক। তাঁর বক্তব্যে, কেন্দ্রটি যেন নাগরিক অংশগ্রহণ, সামাজিক পরিবর্তন এবং আমেরিকার দীর্ঘ ইতিহাস নিয়ে ভাবনার জায়গা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর কেন্দ্রটি জনসাধারণের জন্য খুলেছে।

জনজীবনের বাইরেও তাঁর প্রভাব সংস্কৃতির পরিসরে বিস্তৃত। স্ত্রী মিশেলের সঙ্গে তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান Higher Ground চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র ও টেলিভিশন কনটেন্ট তৈরি করেছে। আর ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে Audible-এ শুরু হওয়া A Great Book with Barack Obama পডকাস্টে তিনি লেখক, শিল্পী ও চিন্তাবিদদের সঙ্গে বই নিয়ে আলোচনা করছেন। তাঁর নির্বাচিত বইগুলোর মধ্যে আছে জেমস বল্ডউইনের The Fire Next Time এবং টনি মরিসনের Song of Solomon। ওবামার কাছে সাহিত্য কেবল বিনোদন নয়—নিজের পরিচয়, বিশ্বাস এবং সমাজকে বোঝার একটি মাধ্যম।

### প্রশংসার পাশে যে সমালোচনাগুলোও থাকে

ওবামার উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা করলে তাঁর অর্জনের পাশাপাশি সমালোচনাকেও জায়গা দিতে হয়। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাঁর প্রশাসনের ড্রোন হামলা, গুয়ানতানামো বে কারাগার বন্ধ করতে ব্যর্থতা, নজরদারি কর্মসূচি এবং অভিবাসী বহিষ্কারের নীতির সমালোচনা করেছে। সংস্থাটির মতে, মানবাধিকারের ভাষা ব্যবহার করলেও তাঁর প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রে নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে; ড্রোন হামলার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ছিল অপর্যাপ্ত। এসব সমালোচনা তাঁর নীতির মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অভিবাসনেও তাঁর রেকর্ড দ্ব্যর্থহীন নয়। তিনি একদিকে "ড্রিমার" নামে পরিচিত তরুণ অভিবাসীদের সাময়িক সুরক্ষার জন্য DACA চালু করেন; অন্যদিকে তাঁর প্রশাসনের সময় বিপুল সংখ্যক অভিবাসীকে বহিষ্কার করা হয়। সমর্থকেরা বলেন, তিনি কংগ্রেসের অচলাবস্থার মধ্যে সীমিত নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করে তরুণদের রক্ষা করেছেন। সমালোচকেরা মনে করিয়ে দেন, একই প্রশাসন কঠোর বহিষ্কারনীতিও অনুসরণ করেছে। এই দ্বৈততা দেখায়, সহানুভূতির রাজনৈতিক ভাষা এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের বাস্তব সিদ্ধান্ত সব সময় এক পথে চলে না।

জাতিগত ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রেও প্রত্যাশা ও বাস্তবতার ফারাক নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর নির্বাচন ছিল ঐতিহাসিক, কিন্তু তা নিজে থেকেই বর্ণবৈষম্য দূর করেনি। Black Lives Matter আন্দোলনের উত্থান তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে ঘটেছে; পুলিশি সহিংসতা, ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা এবং জাতিগত বৈষম্য নিয়ে ক্ষোভও তখন স্পষ্ট হয়। ওবামা বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, আবার সামাজিক বিভাজন কমাতে সংযত ভাষা ও ধীর সংস্কারের পথ নিয়েছেন—কেউ একে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব বলেছেন, কেউ বলেছেন প্রয়োজনের তুলনায় সতর্কতা বেশি ছিল।

তাঁর নিজের ২০১৩ সালের ভাষণেও ড্রোন হামলা ও নাগরিক স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্কের অস্তিত্ব স্পষ্ট। তিনি বলেন, মার্কিন নাগরিককে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া লক্ষ্য করে হত্যা করা উচিত নয়; একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের যুক্তিও তুলে ধরেন।

### তাঁর নিজের কথায়, পরিবর্তনের অর্থ

ওবামার সবচেয়ে পরিচিত রাজনৈতিক ধারণাগুলোর একটি—পরিবর্তন কোনো এক নেতার একক কাজ নয়। ২০১৭ সালে তিনি বলেছিলেন, "সাধারণ মানুষ যুক্ত হয়, একসঙ্গে দাবি তোলে—তখনই পরিবর্তন ঘটে।" এই বক্তব্য তাঁর কমিউনিটি সংগঠকের অতীত ও প্রেসিডেন্সি-পরবর্তী কাজকে একই সুতোয় বাঁধে। তাঁর আরেকটি ভাবনা আরও ব্যক্তিগত: মানুষকে শুধু তাঁকে "প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট" হিসেবে মনে রাখতে হবে—এমন দাবি তিনি করেন না; বরং যে দীর্ঘ ঐতিহাসিক যাত্রা তাঁকে সেই অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে, সেটি বোঝার আহ্বান জানান।

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



# একজন মানুষ, নাকি একটি যুগের প্রতীক?

বারাক ওবামাকে এক বাক্যে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। তিনি একজন কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান, যাঁর নির্বাচনে দেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যুক্ত হয়েছে; একজন সংগঠক, যিনি স্থানীয় মানুষের সমস্যা থেকে জাতীয় রাজনীতিতে এসেছেন; একজন লেখক ও বক্তা, যিনি আশা ও ঐক্যের ভাষায় বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন; আবার এমন এক প্রেসিডেন্ট, যাঁর প্রশাসন যুদ্ধ, নজরদারি, অভিবাসন ও বর্ণবৈষম্য নিয়ে কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

তাঁর সাফল্যের সবচেয়ে বড় মাপকাঠি হয়তো শুধু তিনি কী আইন করেছেন, তা নয়। তাঁর প্রতীকী গুরুত্ব কত দূর বাস্তব পরিবর্তনে রূপ নিয়েছে—সে প্রশ্নও জরুরি। একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন দরজা খুলতে পারে; কিন্তু দরজার ওপারে সমান সুযোগ, ন্যায়বিচার ও আস্থা তৈরি করা আরও দীর্ঘ কাজ। ওবামা সেই পথের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়—পুরো গল্প নন।

আর হয়তো এ কারণেই ক্ষমতার বাইরে থেকেও তাঁর কণ্ঠ শোনা যায়। তিনি আর রাষ্ট্রপতি নন; কিন্তু তাঁর সমর্থন, সমালোচনা, বই, সাংস্কৃতিক প্রকল্প এবং জনপরিসরে উপস্থিতি এখনও মার্কিন রাজনীতির আলোচনায় প্রভাব ফেলে। তাঁর উত্তরাধিকার তাই স্থির কোনো স্মৃতিস্তম্ভ নয়। এটি চলমান বিতর্ক—কী সম্ভব, ক্ষমতা কতটা বদল আনতে পারে, এবং ইতিহাসের এক ব্যক্তিকে তাঁর সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে কীভাবে বিচার করা উচিত।

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



২০২৬ সালের মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে

# মুসলিম প্রার্থীদের সাফল্য ও ভবিষ্যৎ

# ২০২৬ সালের মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে মুসলিম প্রার্থীদের সাফল্য ও ভবিষ্যৎ

২০২৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম আমেরিকানদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব দৃশ্যমানভাবে বেড়েছে। CAIR ও CAIR Action-এর ১৭ নভেম্বরের হিসাব অনুযায়ী, ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে ২১ অঙ্গরাজ্যে ফেডারেল, অঙ্গরাজ্য, বিচারিক, কাউন্টি/পৌর এবং শিক্ষা বোর্ড পর্যায়ে ১১৫টি নিশ্চিত জয় হয়েছে; আরও একটি কাউন্টি কমিশনারের দৌড়ে মুসলিম প্রার্থী এগিয়ে ছিলেন, কিন্তু গণনা শেষ হয়নি। CAIR একই ঘোষণায় সারা ২০২৬ সালে অন্তত ১২৬ জন মুসলিম আমেরিকানের নির্বাচিত হওয়ার কথা বলেছে এবং চূড়ান্ত গণনার পরে সংখ্যা ১২৮-এ উঠতে পারে বলেছে।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা মিশিগানে আবদুল এল-সায়েদের মার্কিন সিনেটে জয়—তিনি সিনেটের প্রথম মুসলিম সদস্য-নির্বাচিত। নিউ জার্সির আদম হামাওয়ে ও নিউ ইয়র্কের দারিয়ালিজা আভিলা শেভালিয়ারের বিজয়ও নতুন প্রতিনিধিত্বের মাইলফলক। তবে এই জয়কে একক “মুসলিম ভোট” বা ধর্মীয় পরিচয়ের সরল ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না। দলীয় প্রেক্ষাপট, আসনের গঠন, প্রার্থীর স্থানীয় পরিচিতি, সংগঠন, প্রচার তহবিল, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং নীতিগত অবস্থান—সব মিলিয়ে ফল তৈরি হয়েছে।

আগামী সময়ের নির্ণায়ক হবে নির্বাচিতরা কতটা কার্যকরভাবে জনসেবা দেন, জোট গড়েন এবং প্রচারণার প্রতিশ্রুতিকে আইন, বাজেট ও সেবায় রূপ দেন। প্রতিনিধিত্বের এই সম্প্রসারণ সম্ভাবনার সূচক; নিজে নিজে ক্ষমতা, নীতিগত ঐকমত্য বা স্থায়ী ভোটভিত্তির প্রমাণ নয়।

### ১. গবেষণার প্রশ্ন ও পদ্ধতি

এই প্রতিবেদনে চারটি প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়েছে: (১) কারা জিতেছেন এবং কোন স্তরে; (২) কোন জয়গুলো ঐতিহাসিক; (৩) সাফল্যের সম্ভাব্য রাজনৈতিক ব্যাখ্যা কী; এবং (৪) নতুন প্রতিনিধিত্বের সুযোগ, সীমা ও ঝুঁকি কী।

প্রধান গণনা-উৎস CAIR/CAIR Action-এর ১৭ নভেম্বর ২০২৬-এর চূড়ান্ত ট্র্যাকার-ঘোষণা। পরিচিতি ও নির্বাচনী তাৎপর্য যাচাইয়ে AP, Reuters, CAIR California, প্রার্থীদের নিজস্ব প্রচার-জীবনী, রাজ্য নির্বাচনী নথি এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনী ডেটাবেস ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্মীয় পরিচয় অনুমান করা হয়নি; প্রতিবেদনের তালিকায় কেবল CAIR-এর প্রার্থীতালিকায় মুসলিম হিসেবে চিহ্নিত প্রার্থীদের রাখা হয়েছে

সীমাবদ্ধতা:

১ জন এগিয়ে—এই উপবিভাগ যোগ করলে ১৬৮ হয়; একজনের ফলের অবস্থা ওই ঘোষণায় ব্যাখ্যা করা নেই। একইভাবে ১২৬/সম্ভাব্য ১২৮-এর বার্ষিক মোট এবং ৩ নভেম্বরের ১১৫ জয়ের মধ্যে আগের বিশেষ নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি/গণনার নিয়ম পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তাই নিচের পরিসংখ্যানকে ১৭ নভেম্বরের CAIR-এর রিপোর্টকৃত হিসাব হিসেবে পড়তে হবে, সার্টিফায়েড জাতীয় রেজিস্টার হিসেবে নয়।

### ২. কী জিতেছেন প্রার্থীরা

সূচক
১৭ নভেম্বরের রিপোর্টকৃত হিসাব
পাঠ
৩ নভেম্বরের নিশ্চিত জয়
১১৫
২১ অঙ্গরাজ্য; সব স্তরের পদ অন্তর্ভুক্ত
অঙ্গরাজ্য ও আইনসভা
৪৫
রাজ্য সিনেট/হাউসসহ
বিচারিক পদ
১০
রাজ্য/কাউন্টি আদালত
কাউন্টি ও পৌর পদ
২০
মেয়র, কাউন্সিল, কমিশন ইত্যাদি
শিক্ষা ও স্কুল বোর্ড
৩২
K–12, কমিউনিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড
ফেডারেল কংগ্রেস
৮
১ সিনেট, ৭ প্রতিনিধি পরিষদ
চলমান গণনা
১ জন এগিয়ে
Nafisa Fai; ফল তখনও চূড়ান্ত নয়
২০২৬ সালের সব নির্বাচন মিলিয়ে
অন্তত ১২৬
CAIR-এর দাবি; সম্ভাব্য সংশোধন ১২৮
ট্র্যাক করা প্রার্থী
১৬৯
প্রাথমিক/চূড়ান্ত জয়ের হিসাবের সঙ্গে ১ জনের অমিল

### ৩. উল্লেখযোগ্য বিজয়ী ও পরিচিতি

ফেডারেল পর্যায়

আবদুল এল-সায়েদ — মিশিগান, মার্কিন সিনেট। মিশরে জন্ম নেওয়া জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও মিশিগানের সাবেক স্বাস্থ্য পরিচালক। ২০১৮ সালে গভর্নর পদে ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে হেরে যাওয়ার পর ২০২৬-এ মিশিগানের খোলা সিনেট আসন জিতে প্রথম মুসলিম সিনেটর-নির্বাচিত হন। তাঁর প্রচারের কেন্দ্রে ছিল স্বাস্থ্যসেবার ব্যয়, কর্মজীবী পরিবারের জীবনযাত্রার খরচ এবং কর্পোরেট অর্থের রাজনৈতিক প্রভাব।

আদম হামাওয়ে — নিউ জার্সি-১২, মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ। প্লাস্টিক ও পুনর্গঠন সার্জন, মার্কিন সেনাবাহিনীর সাবেক কমব্যাট সার্জন এবং ছোট ব্যবসার মালিক। নিউ জার্সিতে কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রথম মুসলিম হিসেবে চিহ্নিত। তাঁর নির্বাচনী শক্তি ছিল দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারির পর সাধারণ নির্বাচনে সংগঠিত সমর্থন; ২০২৭ থেকে স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন ও জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে কংগ্রেসে কাজের পরীক্ষা হবে।

দারিয়ালিজা আভিলা শেভালিয়ার — নিউ ইয়র্ক-১৩, মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ। আফ্রো-লাতিনা সংগঠক, UAW সদস্য ও ডোমিনিকান অভিবাসী পরিবারের সন্তান; হারলেমের Neighborhood Defender Services-এ তদন্তকারী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি NY-13 জিতে নিউ ইয়র্ক থেকে কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রথম মুসলিম হিসেবে CAIR-এর ঘোষণায় চিহ্নিত। পরিচয়, শ্রমজীবী মানুষের অর্থনীতি, আইনি সেবা ও অভিবাসন তাঁর জনপরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আয়েশা ওয়াহাব — ক্যালিফোর্নিয়া-১৪, মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ। আফղանական-আমերիկ৹ান রাজনীতিক; অগাস্টের বিশেষ নির্বাচনে জিতে আসন গ্রহণের পর ২০২৬ সাধারণ নির্বাচনে পূর্ণ মেয়াদ নিশ্চিত করেন। স্থানীয় ও অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর কংগ্রেসীয় ভূমিকার ভিত্তি হতে পারে।

ইলহান ওমর — মিনেসোটা-৫, পুনর্নির্বাচিত। সোমালি-আমেরিকান কংগ্রেস সদস্য ও সাবেক মিনেসোটা রাজ্য আইনপ্রণেতা। পুনর্নির্বাচন তাঁর জেলায় রাজনৈতিক ভিত্তি ধরে রাখার প্রমাণ; জাতীয় পর্যায়ে তাঁর পররাষ্ট্রনীতি ও অভিবাসন সংক্রান্ত অবস্থান বিতর্কিতও হয়েছে।

রাশিদা তালাইব — মিশিগান-১২, পুনর্নির্বাচিত। প্যালেস্টিনীয়-আমেরিকান কংগ্রেস সদস্য, সাবেক মিশিগান আইনপ্রণেতা ও ডেট্রয়েট এলাকার সংগঠক। শ্রম, আবাসন, স্বাস্থ্য ও বৈদেশিক নীতিতে তাঁর অবস্থান সমর্থন ও সমালোচনা উভয়ই তৈরি করে।

আন্দ্রে কারসন — ইন্ডিয়ানা-৭, পুনর্নির্বাচিত। ইন্ডিয়ানাপোলিসভিত্তিক দীর্ঘদিনের কংগ্রেস সদস্য; পুনর্নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁর জেলা-ভিত্তিক জোট ও incumbency সুবিধা বজায় রয়েছে।

লতিফা সাইমন — ক্যালিফোর্নিয়া-১২, পুনর্নির্বাচিত। নাগরিক অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলনের অভিজ্ঞ সংগঠক, সাবেক BART বোর্ড সদস্য ও কংগ্রেস সদস্য। স্থানীয় পরিবহন ও নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর প্রতিনিধিত্বে প্রাসঙ্গিক।



অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব
অঙ্গরাজ্য আইনসভায় ৪৫ জনের মধ্যে কয়েকটি প্রতীকী ও নীতিগতভাবে উল্লেখযোগ্য নাম:
কিথ এলিসন — মিনেসোটা অ্যাটর্নি জেনারেল। দেশের প্রথম মুসলিম কংগ্রেস সদস্যদের একজন; পরে মিনেসোটার অ্যাটর্নি জেনারেল। পুনর্নির্বাচন তাঁকে আইন-প্রয়োগ ও ভোক্তা সুরক্ষার রাজ্যব্যাপী দায়িত্বে রাখে।পদবির সরকারি সার্টিফিকেশন পরে হালনাগাদ হতে পারে।

আবের কাওয়াস — নিউ ইয়র্ক স্টেট সিনেট, ডিস্ট্রিক্ট ১২। CAIR-এর মতে, নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্য আইনসভায় নির্বাচিত প্রথম প্যালেস্টিনীয়-আমেরিকান মুসলিম নারী। নতুন আসনে তাঁর কাজের সক্ষমতা ও জেলার বহুমাত্রিক জোটই ভবিষ্যৎ মূল্যায়নের মানদণ্ড হবে।
নাবিলা সৈয়দ — ইলিনয় স্টেট সিনেট, ডিস্ট্রিক্ট ২৬। দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত তরুণ ডেমোক্র্যাট; ২০২২ সালে ইলিনয়ের সর্বকনিষ্ঠ আইনপ্রণেতাদের একজন হিসেবে পরিচিত হন। পুনর্নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁর আইনসভায় উপস্থিতি বজায় থাকল।
রুওয়া রোম্যান — জর্জিয়া স্টেট সিনেট, ডিস্ট্রিক্ট ৭। প্যালেস্টিনীয়-আমেরিকান সংগঠক; আগে জর্জিয়া হাউসে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সিনেটে উত্তরণ আইন প্রণয়ন ও কমিটি পর্যায়ে তাঁর প্রভাব বাড়াতে পারে, যদিও তা সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমীকরণের ওপর নির্ভরশীল।
লেইলা নামভার — ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাসেম্বলি, ডিস্ট্রিক্ট ৪৭। ইরানি অভিবাসী ও শ্রমিক-প্রতিনিধি; ইন্ডিও সিটিতে ২০০৫ থেকে কাজ এবং SEIU 721-এর স্থানীয় নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা আছে। মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা তাঁর প্রোফাইলের কেন্দ্রে।
লেটিশিয়া প্লামার — হ্যারিস কাউন্টি জজ/কাউন্টি এক্সিকিউটিভ, টেক্সাস। চিকিৎসক ও হিউস্টন এলাকার নির্বাচিত কর্মকর্তা; কাউন্টির বাজেট, প্রশাসন, জরুরি সেবা ও নীতি সমন্বয়ের বড় দায়িত্বে নির্বাচিত। এই পদে পারফরম্যান্সের মূল্যায়ন সরাসরি স্থানীয় সেবা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হবে।
ইউসেফ রাবহি — অ্যান আরবারের মেয়র, মিশিগান। পূর্বে মিশিগান হাউসের সদস্য; স্থানীয় মেয়র পদে জয় তাঁর জনসেবার অভিজ্ঞতাকে পৌর প্রশাসনে নিয়ে যায়। আবাসন, পরিবহন ও নগরসেবা বাস্তবায়নই প্রধান পরীক্ষা।
সানা সিদ্দিকি — র‍্যালি সিটি কাউন্সিল, নর্থ ক্যারোলাইনা। অ্যাট-লার্জ কাউন্সিল আসনে নির্বাচিত; শহরব্যাপী পরিবহন, উন্নয়ন, আবাসন ও জননিরাপত্তা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে অংশ নেবেন।
জো সালাস — সান বার্নার্ডিনো সিটি কাউন্সিল, ওয়ার্ড ৪। ২০ বছরেরও বেশি শিক্ষা-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক, স্কুল প্রশাসক ও বিশেষ শিক্ষা পরিচালক। তাঁর শিক্ষা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা স্থানীয় পরিষদে সেবা, বাজেট ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট আলোচনায় সম্পদ হতে পারে।
সম্পূর্ণ নির্বাচিত তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। নাম ও পদ CAIR-এর ১৭ নভেম্বরের তালিকা অনুসারে; স্থানীয় বানান/

**৪. সাফল্যের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা**
* দলীয় ও জেলার বাস্তবতা: অধিকাংশ পরিচিত বিজয় ডেমোক্র্যাটিক জেলায় বা ডেমোক্র্যাটিক মনোনয়ন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসেছে। তাই ব্যক্তিগত ধর্মীয় পরিচয়ের পাশাপাশি দলের ভোটভিত্তি, আসনের প্রতিযোগিতা ও incumbency গুরুত্বপূর্ণ।
* প্রার্থী-ভিত্তিক জনসেবা ও পেশাগত পরিচিতি: চিকিৎসক, শিক্ষক, শ্রমিক-প্রতিনিধি, আইনজীবী, সংগঠক ও স্থানীয় নির্বাচিত কর্মকর্তা হিসেবে বহু প্রার্থী আগে থেকেই কমিউনিটিতে পরিচিত ছিলেন।
* নতুন প্রজন্মের সংগঠন ও স্থানীয় ভিত্তি: স্কুল বোর্ড, কাউন্টি ও পৌর পদে জয়গুলো দেখায় যে প্রতিনিধিত্বের পাইপলাইন কেবল ফেডারেল রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়।
* রাজনৈতিক পরিবেশ ও ইস্যু: CAIR-এর ভোটার জরিপে অর্থনীতি, গাজা, ইরান যুদ্ধ ও ইসলামবিদ্বেষ ভোটারের উদ্বেগ হিসেবে উঠে এসেছে। তবে এটি CAIR-কমিশন করা জরিপ; একে সব মুসলিম ভোটার বা সব জেলার ফলের একমাত্র কারণ বলা যায় না।
* বাধা অতিক্রম: নির্বাচনী প্রচারে ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্যের অভিযোগ ও প্রার্থীদের ধর্ম/আনুগত্য নিয়ে আক্রমণের খবর ছিল। একই সঙ্গে এসব আক্রমণ কত ভোট বদলেছে, তা আলাদা করে প্রমাণিত নয়।

**৫. ভবিষ্যৎ: সম্ভাবনা ও সীমা**
সম্ভাবনার ক্ষেত্র
কী অর্জন সম্ভব
বাস্তব সীমা/পরীক্ষা
কংগ্রেসে উপস্থিতি
কমিটি, শুনানি, বাজেট ও আইন প্রণয়নে নতুন অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি
সংখ্যাগরিষ্ঠতা, দলীয় শৃঙ্খলা ও কমিটি নিয়োগ ছাড়া একক সদস্যের প্রভাব সীমিত
নীতি-প্রতিনিধিত্ব
স্বাস্থ্য, শ্রম, আবাসন, অভিবাসন, নাগরিক অধিকার ও বৈদেশিক নীতিতে বিস্তৃত আলোচনা
সব মুসলিম নির্বাচিতের নীতি এক নয়; একই ধর্মীয় পরিচয় অভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থান নির্দেশ করে না
স্থানীয় প্রশাসন
স্কুল, পরিবহন, কাউন্টি সেবা ও নগর উন্নয়নে সরাসরি প্রভাব
কর্মদক্ষতা বাজেট, প্রশাসনিক সক্ষমতা, আইনি ক্ষমতা ও জনমতের ওপর নির্ভরশীল
প্রজন্মগত নেতৃত্ব
তরুণ, নারী, অভিবাসী ও শ্রমজীবী নেতৃত্বের পথ প্রসার
প্রচারণা অর্থ, দলীয় সমর্থন, নিরাপত্তা, মিডিয়া বৈষম্য ও পুনর্নির্বাচনের প্রতিযোগিতা
নাগরিক জোট
মুসলিম, কৃষ্ণাঙ্গ, লাতিনো, এশীয়, শ্রমিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ভোটারের বিষয়ভিত্তিক জোট
জোট স্থায়ী নয়; স্থানীয় অগ্রাধিকার, আন্তর্জাতিক ইস্যু ও দলীয় সংঘাত টানাপড়েন তৈরি করতে পারে

**৬. নিরপেক্ষ মূল্যায়ন**
ফলাফলটি মুসলিম আমেরিকানদের নির্বাচনী অংশগ্রহণ ও নির্বাচিত পদে প্রবেশের একটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ। কিন্তু “মুসলিম প্রার্থীদের জয়” থেকে “মুসলিম ভোট একজোট” বা “মুসলিম পরিচয়ই জয়ের কারণ”—এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো তথ্যসমর্থিত হবে না। নির্বাচনের বিশ্লেষণে প্রার্থী-পরিচয়, জেলা-গঠন, দলীয় ফল, ভোটের ব্যবধান, প্রচারের বিষয় এবং ভোটার-জোট পৃথকভাবে দেখতে হবে।
জয় মানেই সব নীতিগত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন নয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংবিধান, রাজ্য আইন, আদালতের সিদ্ধান্ত, বাজেট ও সহকর্মীদের সমর্থনের মধ্যে কাজ করবেন; বিচারকদের ক্ষেত্রে দলীয় নীতি বাস্তবায়নের বদলে নিরপেক্ষ বিচারিক দায়িত্ব মুখ্য। একইভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের সব মানুষ এক নীতি বা এক রাজনৈতিক দলের সমর্থক নন।
সুতরাং সবচেয়ে শক্তিশালী মূল্যায়ন হবে ফলের পরবর্তী দুই বছরে: আইন ও বাজেটে কী পরিবর্তন এসেছে, স্থানীয় সেবা উন্নত হয়েছে কি না, প্রচারণায় গঠিত জোট টিকে আছে কি না, এবং নির্বাচিতরা সব নাগরিকের জন্য কাজ করেছেন কি না।

**৭. পরবর্তী পর্যবেক্ষণের জন্য সুপারিশ**
* রাজ্য সচিবালয় ও কাউন্টি নির্বাচন কর্তৃপক্ষের সার্টিফায়েড ফল প্রকাশের পর ১১৫/১২৬/সম্ভাব্য ১২৮ সংখ্যার পুনর্মিলন করা।
* প্রতিটি রেসে পদ, incumbency, দল, ভোটের ব্যবধান, জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা/ভোটার নিবন্ধন এবং অর্থায়নের তথ্য আলাদা করে ট্র্যাক করা।
* নতুন প্রতিনিধিদের প্রথম ১০০ দিনের এজেন্ডা, কমিটি নিয়োগ, বিল, বাজেট অগ্রাধিকার ও স্থানীয় সেবা ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা।
* মুসলিম পরিচয়ের সঙ্গে জাতি, অভিবাসন-ইতিহাস, শ্রেণি, লিঙ্গ, পেশা ও অঞ্চল—এসব মাত্রাকে একত্রে বিবেচনা করা; পরিচয়কে রাজনৈতিক ব্যাখ্যার একমাত্র চলক না করা।
* ভোটার জরিপে নমুনা, ওজন, প্রশ্নের ভাষা ও অংশগ্রহণের হার যাচাই করে দাবিগুলো ব্যবহার করা; advocacy organization-এর জরিপকে স্বাধীনভাবে পরিচালিত সরকারি গণনা হিসেবে উপস্থাপন না করা।
পরিশিষ্ট ক ৩ নভেম্বরের নিশ্চিত বিজয়ীদের পূর্ণ তালিকা
নিচের তালিকাটি CAIR/CAIR Action-এর ১৭ নভেম্বরের ঘোষণার প্রতিলিপি ও বাংলা বিন্যাস। “পরিচিতি” হিসেবে নির্বাচিত পদ/জেলা দেওয়া হয়েছে; এটি জীবনী নয়। পদের নাম ও নির্বাচন-ফল চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেশনের অধীন।



# ফেডারেল (৮)

| নাম | পদ | অঙ্গরাজ্য |
|---|---|---|
| আবদুল এল-সায়েদ | মার্কিন সিনেট | মিশিগান |
| আদম হামাওয়ে | মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ, জেলা ১২ | নিউ জার্সি |
| দারিয়ালিজা আভিলা শেভালিয়ার | মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ, জেলা ১৩ | নিউ ইয়র্ক |
| আয়েশা ওয়াহাব | মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ, জেলা ১৪ | ক্যালিফোর্নিয়া |
| ইলহান ওমর | মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ, জেলা ৫ | মিনেসোটা |
| রাশিদা তালাইব | মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ, জেলা ১২ | মিশিগান |
| আন্দ্রে কারসন | মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ, জেলা ৭ | ইন্ডিয়ানা |
| লতিফা সাইমন | মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ, জেলা ১২ | ক্যালিফোর্নিয়া |

# অঙ্গরাজ্য ও আইনসভা (৪৫)

| নাম | পদ | অঙ্গরাজ্য |
|---|---|---|
| কিথ এলিসন | অ্যাটর্নি জেনারেল, মিনেসোটা | মিনেসোটা |
| লেইলা নামভার | অ্যাসেম্বলি, জেলা ৪৭ | ক্যালিফোর্নিয়া |
| ইমান জোদেহ | স্টেট সিনেট, জেলা ২৯ | কলোরাডো |
| মরিয়ম খান | স্টেট সিনেট, জেলা ২ | কানেকটিকাট |
| সৌদ আনোয়ার | স্টেট সিনেট, জেলা ৩ | কানেকটিকাট |
| এমডি রহমান | স্টেট সিনেট, জেলা ৪ | কানেকটিকাট |
| মদিনা উইলসন-অ্যান্টন | হাউস, জেলা ২৬ | ডেলাওয়্যার |
| শেখ রহমান | স্টেট সিনেট, জেলা ৫ | জর্জিয়া |
| রুওয়া রোম্যান | স্টেট সিনেট, জেলা ৭ | জর্জিয়া |
| ফারুক মুঘল | হাউস, জেলা ১০৫ | জর্জিয়া |
| আকবর আলী | হাউস, জেলা ১০৬ | জর্জিয়া |
| রহিম আসানি | হাউস, জেলা ১০৮ | জর্জিয়া |
| নাবিলা সৈয়দ | স্টেট সিনেট, জেলা ২৬ | ইলিনয় |
| আব্দেলনাসের রশিদ | হাউস, জেলা ২১ | ইলিনয় |
| সাবা হায়দার | হাউস, জেলা ৮৪ | ইলিনয় |
| আমার মুকুন্দ | স্টেট সিনেট, জেলা ৩৯ | মেরিল্যান্ড |
| সারা ওলেক | হাউস অব ডেলিগেটস, জেলা ১৬ | মেরিল্যান্ড |
| শন এ. স্টিনেট | হাউস অব ডেলিগেটস, জেলা ৪১ | মেরিল্যান্ড |
| কেলিন ইয়ং | হাউস অব ডেলিগেটস, জেলা ৪৫ | মেরিল্যান্ড |
| আব্বাস আলাওয়েহ | স্টেট সিনেট, জেলা ২ | মিশিগান |

# অঙ্গরাজ্য ও আইনসভা (৪৫)

| | | |
|---|---|---|
| আলাবাস ফারহাত | হাউস, জেলা ৩ | মিশিগান |
| জালাল আবদাল্লাহ | হাউস, জেলা ১৫ | মিশিগান |
| জেইম চার্চেস | হাউস, জেলা ২৭ | মিশিগান |
| ওমর ফাতেহ | স্টেট সিনেট, জেলা ৬২ | মিনেসোটা |
| জয়নব মোহাম্মদ | স্টেট সিনেট, জেলা ৬৩ | মিনেসোটা |
| আবদি দাইসানে | হাউস, জেলা ১৪এ | মিনেসোটা |
| মোহামুদ নূর | হাউস, জেলা ৬০বি | মিনেসোটা |
| আনকুয়াম মাহামুদ | হাউস, জেলা ৬২বি | মিনেসোটা |
| সামাকাব হুসেইন | হাউস, জেলা ৬৫এ | মিনেসোটা |
| হানাদি নাদিম | অ্যাসেম্বলি, জেলা ৩৪ | নেভাডা |
| আবুল বি. খান | হাউস, রকিংহাম জেলা ৩০ | নিউ হ্যাম্পশায়ার |
| আবের কাওয়াস | স্টেট সিনেট, জেলা ১২ | নিউ ইয়র্ক |
| রবার্ট জ্যাকসন | স্টেট সিনেট, জেলা ৩১ | নিউ ইয়র্ক |
| চার্লস ফল | অ্যাসেম্বলি, জেলা ৬১ | নিউ ইয়র্ক |
| হাসিব ফাতমি | স্টেট সিনেট, জেলা ১৮ | নর্থ ক্যারোলাইনা |
| মুজতবা মোহাম্মদ | স্টেট সিনেট, জেলা ৩৮ | নর্থ ক্যারোলাইনা |
| ইসমাইল মোহাম্মদ | হাউস, জেলা ৩ | ওহাইও |
| মুনিরা আবদুল্লাহি | হাউস, জেলা ৯ | ওহাইও |
| কায়সে জামা | স্টেট সিনেট, জেলা ২৪ | ওরেগন |
| মেরিয়াম সাবিহ | হাউস, জেলা ১৩১ | পেনসিলভানিয়া |
| জেসন ডকিন্স | হাউস, জেলা ১৭৯ | পেনসিলভানিয়া |
| তারিক খান | হাউস, জেলা ১৯৪ | পেনসিলভানিয়া |
| সুলেমান লালানি | হাউস, জেলা ৭৬ | টেক্সাস |
| সালমান ভোজানি | হাউস, জেলা ৯২ | টেক্সাস |
| ওসমান সালাহউদ্দিন | হাউস, জেলা ৪৮ | ওয়াশিংটন |

# বিচারিক (১০)

| নাম | পদ | অঙ্গরাজ্য |
|---|---|---|
| মরিয়ম সাদ বাজ্জি | মিশিগান কোর্ট অব আপিলস, ১ম জেলা | মিশিগান |
| চার্লিন মেকলেড এল্ডার | ওয়েইন কাউন্টি ৩য় সার্কিট কোর্ট | মিশিগান |
| হেলাল এ. ফারহাত | ওয়েইন কাউন্টি ৩য় সার্কিট কোর্ট | মিশিগান |
| আলিয়া এস. সাবরি | ওয়েইন কাউন্টি ৩য় সার্কিট কোর্ট, আংশিক মেয়াদ | মিশিগান |
| মরিয়ম মোকরি | ৪র্থ জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, আসন ৩২ | মিনেসোটা |
| রাশাদ এ. হাউটার | ওয়েক কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, ১০এ, আসন ১ | নর্থ ক্যারোলাইনা |
| সাম হামাদানি | ওয়েক কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, ১০ই, আসন ১ | নর্থ ক্যারোলাইনা |
| রাবেয়া সুলতান কলিয়ার | হ্যারিস কাউন্টি ১১৩তম সিভিল ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট | টেক্সাস |
| শ্যনন বি. বাল্ডউইন | হ্যারিস কাউন্টি ক্রিমিনাল কোর্ট, আইন নং ৪ | টেক্সাস |
| আন্দ্রেয়া এস. জারমন | কিং কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, সাউথওয়েস্ট ডিভিশন | ওয়াশিংটন |

# কাউন্টি ও পৌর (২০)

| নাম | পদ | অঙ্গরাজ্য |
|---|---|---|
| জো সালাস | সান বার্নার্ডিনো সিটি কাউন্সিল, ওয়ার্ড ৪ | ক্যালিফোর্নিয়া |
| কাশেফ কাদরি | ডাবলিন সিটি কাউন্সিল, জেলা ৪ | ক্যালিফোর্নিয়া |
| সারা সৈয়দ | AC ট্রানজিট বোর্ড, ওয়ার্ড ৪ | ক্যালিফোর্নিয়া |
| ইউসেফ রাবহি | অ্যান আরবারের মেয়র | মিশিগান |
| এলিয়ানা হুসেইন | ডিয়ারবর্ন হাইটস চার্টার কমিশন | মিশিগান |
| মোহাম্মদ হামিয়েহ | ডিয়ারবর্ন হাইটস চার্টার কমিশন | মিশিগান |
| দানা মোহাম্মদ | ডিয়ারবর্ন হাইটস চার্টার কমিশন | মিশিগান |
| সাম সাক্কা | ডিয়ারবর্ন হাইটস চার্টার কমিশন | মিশিগান |
| মোহাম্মদ টি. খাইরুল্লাহ | প্রসপেক্ট পার্কের মেয়র | নিউ জার্সি |
| মদিনা মুহাম্মদ | এসেক্স কাউন্টি কমিশনার, জেলা ৩ | নিউ জার্সি |
| আবদুর আর. ইয়াসিন | এসেক্স কাউন্টি কমিশনার, অ্যাট-লার্জ | নিউ জার্সি |
| ড্যানিয়েল বেক | লিটল ফলস টাউনশিপ কাউন্সিল | নিউ জার্সি |
| সানা সিদ্দিকি | র‍্যালি সিটি কাউন্সিল, অ্যাট-লার্জ | নর্থ ক্যারোলাইনা |
| লেটিশিয়া প্লামার | হ্যারিস কাউন্টি জজ/কাউন্টি এক্সিকিউটিভ | টেক্সাস |
| জোহাইব “জো” কাদরি | অস্টিন সিটি কাউন্সিল, জেলা ৯ | টেক্সাস |
| সুম্বল জেব | প্রিন্সটন সিটি কাউন্সিল, প্লেস ৬ | টেক্সাস |
| আমির আরসালান মালিক | ফোর্ট বেন্ড সেন্ট্রাল অ্যাপ্রেইজাল বোর্ড | টেক্সাস |
| ইয়াসমিন শফিক | হার্নডন টাউন কাউন্সিল | ভার্জিনিয়া |
| নিলু জেনকস | সিয়াটল সিটি কাউন্সিল | ওয়াশিংটন |
| আরকিয়া ওয়েড | বাল্টিমোর কাউন্টি কাউন্সিল | মেরিল্যান্ড |

# শিক্ষা ও স্কুল বোর্ড (৩২)

| নাম | পদ | অঙ্গরাজ্য |
|---|---|---|
| হ্যারিস মোজাদেদি | চাবট-লাস পসিটাস কমিউনিটি কলেজ বোর্ড, ট্রাস্টি এরিয়া ৩ | ক্যালিফোর্নিয়া |
| মাইমোনা আফজাল বার্তা | সান্তা ক্লারা কাউন্টি শিক্ষা বোর্ড, ট্রাস্টি এরিয়া ৬ | ক্যালিফোর্নিয়া |
| রায়না লারি | সান্তা ক্লারা কাউন্টি শিক্ষা বোর্ড, ট্রাস্টি এরিয়া ৭ | ক্যালিফোর্নিয়া |
| হাসান রশিদ | ইন্ডিয়ানাপোলিস পাবলিক স্কুল বোর্ড, জেলা ২ | ইন্ডিয়ানা |
| আমির মাকলেদ | ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান বোর্ড অব রিজেন্টস | মিশিগান |
| শরীফ আকিল | ওয়েইন স্টেট ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব গভর্নরস | মিশিগান |
| মাল্লাক আনানি | ডিয়ারবর্ন বোর্ড অব এডুকেশন | মিশিগান |
| আলি কামেল বাজ্জি | ডিয়ারবর্ন বোর্ড অব এডুকেশন | মিশিগান |
| মোহাম্মদ আলি হাম্মুদ | ডিয়ারবর্ন বোর্ড অব এডুকেশন | মিশিগান |
| আদেল মোজিপ | ডিয়ারবর্ন বোর্ড অব এডুকেশন | মিশিগান |
| বিলি আমেন | ক্রেস্টউড স্কুল বোর্ড | মিশিগান |
| জয়নব ম্রুয়েহ | ক্রেস্টউড স্কুল বোর্ড, আংশিক মেয়াদ | মিশিগান |
| আলি ফাওয়াজ | ক্রেস্টউড স্কুল বোর্ড | মিশিগান |
| রিমা মোহাম্মদ | অ্যান আরবার বোর্ড অব এডুকেশন | মিশিগান |
| শওকত চৌধুরী | হ্যামট্র্যামক পাবলিক স্কুল বোর্ড | মিশিগান |
| তাজিয়া মিয়া | হ্যামট্র্যামক পাবলিক স্কুল বোর্ড | মিশিগান |
| ইমাদ শাম্মাখ | হ্যামট্র্যামক পাবলিক স্কুল বোর্ড | মিশিগান |
| আমিনা আহমেদ | প্লাইমাউথ-ক্যান্টন স্কুল বোর্ড | মিশিগান |

# শিক্ষা ও স্কুল বোর্ড (৩২)

| | | |
|---|---|---|
| স্মিতা নাদিয়া হুসেইন | ব্লুমিংডেল বোর্ড অব এডুকেশন | নিউ জার্সি |
| তাসনিম সালাম | বোগোটা বোর্ড অব এডুকেশন | নিউ জার্সি |
| এলহাম হুসেইন | কার্টারেট বোর্ড অব এডুকেশন | নিউ জার্সি |
| সীমাশাহীন খান | লিওনিয়া বোর্ড অব এডুকেশন | নিউ জার্সি |
| আসাদ আর. খান | মাহওয়াহ বোর্ড অব এডুকেশন | নিউ জার্সি |
| নাজলা আল-সোয়েল | মেটুচেন বোর্ড অব এডুকেশন | নিউ জার্সি |
| আরওয়া আনসুর | প্রসপেক্ট পার্ক বোর্ড অব এডুকেশন | নিউ জার্সি |
| মরিয়ম পাল | সাউথ ব্রান্সউইক বোর্ড অব এডুকেশন | নিউ জার্সি |
| নাজাম মোহাম্মদ | উডব্রিজ বোর্ড অব এডুকেশন | নিউ জার্সি |
| আসলান এন. বাখখাজ | উডল্যান্ড পার্ক বোর্ড অব এডুকেশন | নিউ জার্সি |
| সামিরা খান | আলামান্স-বার্লিংটন শিক্ষা বোর্ড | নর্থ ক্যারোলাইনা |
| আয়ান মোলেদিনা | রাউন্ড রক ISD বোর্ড, প্লেস ৩ | টেক্সাস |
| মোহাম্মদ রশিদ | প্যাটারসন বোর্ড অব এডুকেশন | নিউ জার্সি |
| কামাল ইয়াসিন | সান্তা ক্লারা ইউনিফায়েড স্কুল বোর্ড, ট্রাস্টি এরিয়া ১ | ক্যালিফোর্নিয়া |

# পরিশিষ্ট খ: ২০২৬ সালের পূর্ববর্তী বিশেষ ও স্থানীয় নির্বাচনে জয় (১২)

| নাম | পদ | অঙ্গরাজ্য |
|---|---|---|
| বার্থেনা নাবা-ম্যাককিনি | মেট্রো ন্যাশভিল স্কুল বোর্ড, জেলা ৪ | টেনেসি |
| ফারিস এম. সাব্বাহ | সান্তা ক্রুজ কাউন্টি স্কুল সুপারিনটেনডেন্ট | ক্যালিফোর্নিয়া |
| মোনিস খান | ওজাউকি কাউন্টি বোর্ড, জেলা ২০ | উইসকনসিন |
| আসিমা আজম | অরেঞ্জ কাউন্টি জজ, গ্রুপ ৫ | ফ্লোরিডা |
| আসাম শেখ | টরেন্স সিটি কাউন্সিল, জেলা ৩ | ক্যালিফোর্নিয়া |
| আব্দুল খবির | ইরভিং সিটি কাউন্সিল, জেলা ৩ | টেক্সাস |
| ফয়সাল আহমদ | বারন সিটি কাউন্সিল, জেলা ৩ | উইসকনসিন |
| ইউসেফ হাসান | ফ্র্যাঙ্কলিন কমন কাউন্সিল, জেলা ৩ | উইসকনসিন |
| মরিয়ম সালামা | বে-অন সিটি কাউন্সিল, অ্যাট-লার্জ | নিউ জার্সি |
| আমিনা বে | নিউয়ার্ক সিটি কাউন্সিল, সেন্ট্রাল ওয়ার্ড | নিউ জার্সি |
| ফাহাদ আহমেদ | ইরভিং সিটি কাউন্সিল, প্লেস ৬, বিশেষ নির্বাচন | টেক্সাস |
| নাজলি বার্নি | রিচার্ডসন ISD বোর্ড, জেলা ৩ | টেক্সাস |

আয়েশা ওয়াহাবের ১৮ আগস্টের বিশেষ নির্বাচনের জয়ও CAIR-এর পূর্ববর্তী নির্বাচনের তালিকায় আছে; একই ব্যক্তির নভেম্বরের পূর্ণ মেয়াদের জয়ও ৩ নভেম্বরের তালিকায় রয়েছে। এই পুনরাবৃত্তিই বার্ষিক "ব্যক্তি", "নির্বাচনী জয়" এবং "আসন" গণনা আলাদা করার প্রয়োজন দেখায়।

পরিশিষ্ট গ ফল গণনা চলমান ছিল

নাফিসা ফাই — ওরেগনের ওয়াশিংটন কাউন্টি কমিশনারস বোর্ডের চেয়ার পদে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত এগিয়ে ছিলেন। CAIR তখনো তাঁকে নিশ্চিত বিজয়ী হিসেবে গণনা করেনি।



# আমরা কীভাবে নিজেদের ক্ষতি করেই যাচ্ছি!

“

ভারতে পলাতক ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পরিকল্পনার কথা জানানোর পর যে সমন্বিত সহিংসতা চালানো হচ্ছে, কাকতালীয়ভাবে সেই সময়েই এই শ্রমিক আন্দোলনটিও হচ্ছে। চলমান অস্থিরতা নিয়ে প্রতিবেদন পড়তে এবং ভিডিওচিত্র দেখতে গিয়ে প্রশ্ন জাগল—আমি যদি বিদেশি বিনিয়োগকারী হতাম, তাহলে কি এখন বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতাম?


**মাহফুজ আনাম**

সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার


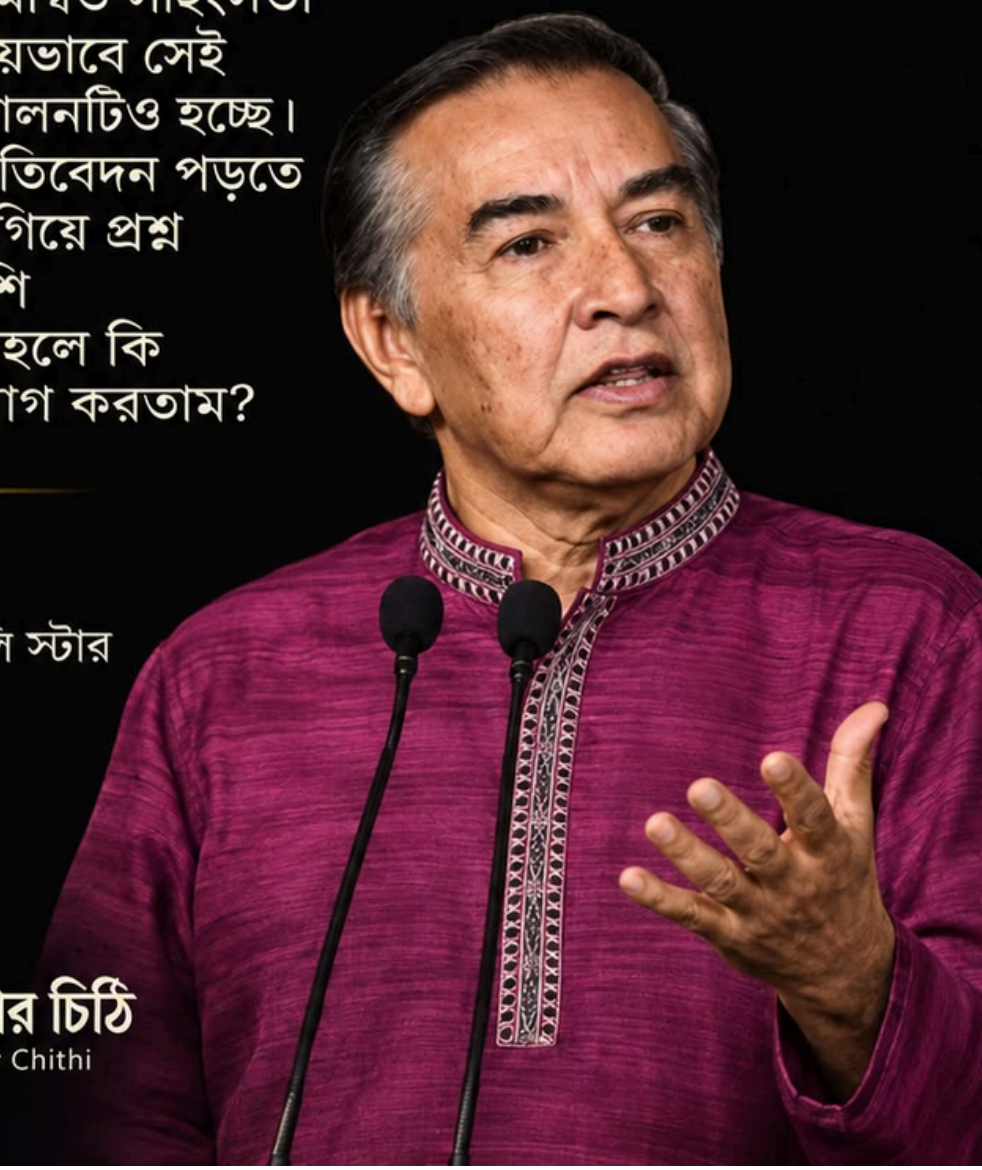


সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
Weekly Californier Chithi

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

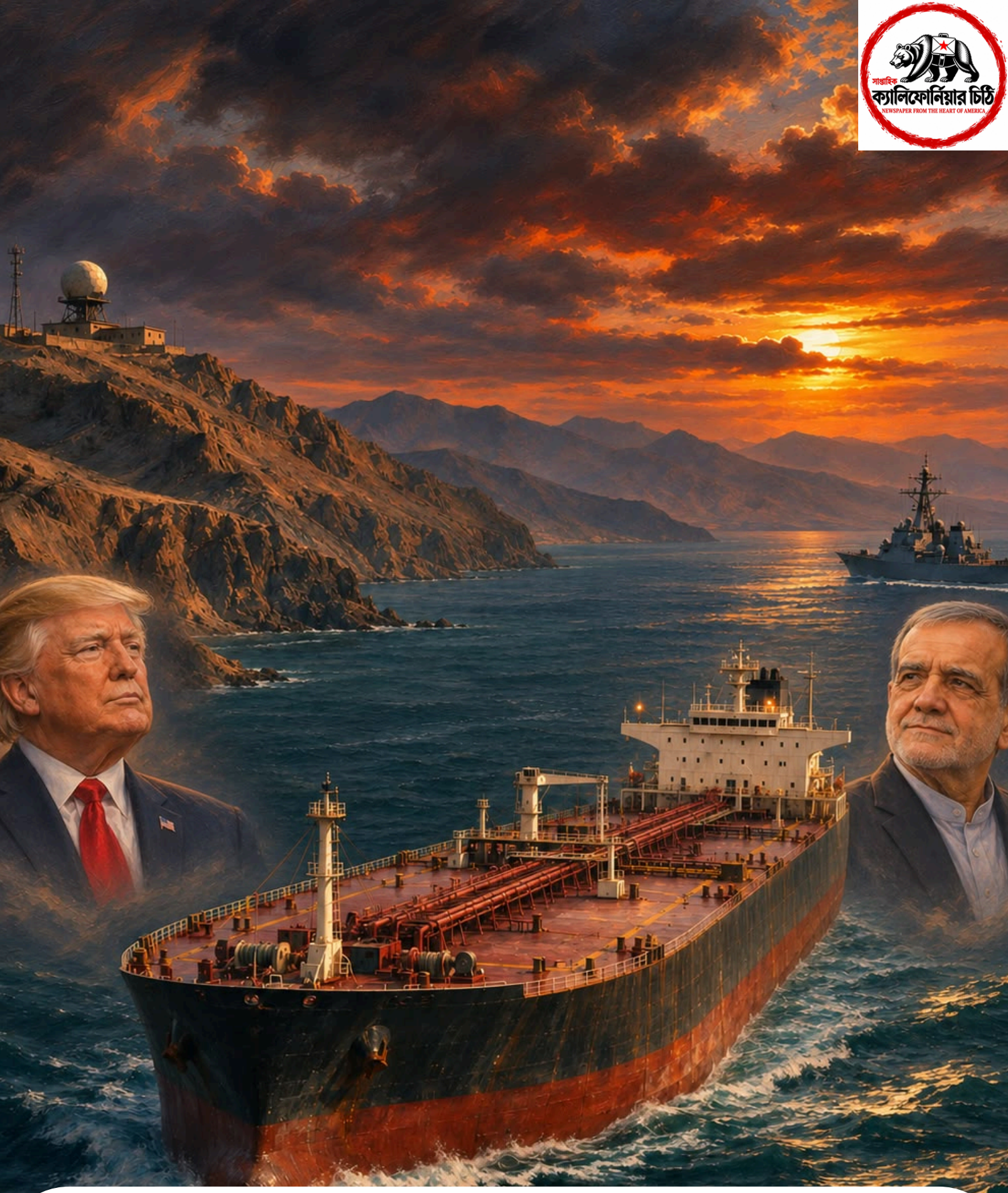

# যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইরানের হুমকি

## উপসাগরীয় ঘাঁটিতে হামলা, মার্কিন ভূখণ্ডে হামলার দাবি এখনো অযাচাইকৃত

# যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইরানের হুমকি

## উপসাগরীয় ঘাঁটিতে হামলা, মার্কিন ভূখণ্ডে হামলার দাবি এখনো অযাচাইকৃত

### ওয়াশিংটনে সম্ভাব্য হামলার খবর কতটা নিশ্চিত?

মার্কিন সংবাদমাধ্যমে গোয়েন্দা-তথ্যের বরাতে ওয়াশিংটনে তথাকথিত "ডার্টি বোমা" ব্যবহারের সম্ভাব্য পরিকল্পনার খবর এসেছে। তবে এবিসি নিউজ বলেছে, এ-সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করা যায়নি। রয়টার্সের প্রতিবেদনে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, ওয়াশিংটনের ওপর আসন্ন হামলার আশঙ্কা তিনি দেখছেন না। হোয়াইট হাউসও এর আগে বলেছিল, সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে কোনো বিশ্বাসযোগ্য হুমকি শনাক্ত হয়নি। ফলে এই মুহূর্তে ওয়াশিংটনে হামলার পরিকল্পনাকে নিশ্চিত ঘটনা হিসেবে উপস্থাপন করার ভিত্তি নেই।

### উপসাগরে পাল্টাপাল্টি হামলা

সংঘাতের ঝুঁকি অবশ্য বাস্তব। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের তথ্য অনুযায়ী, ইরান বুধবার কুয়েতের আলি আল-সালেম বিমানঘাঁটি ও বাহরাইনের স্থাপনাগুলো লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে বলে জানানো হয়েছে; কুয়েতের সামরিক বাহিনী ড্রোন হামলা প্রতিহত করার কথা বলেছে। এর আগে বাহরাইনে মার্কিন রাডার স্থাপনায় ইরানি হামলার দাবি এবং হরমুজ প্রণালিতে জাহাজে হামলার খবরও এসেছে। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র কেশম দ্বীপে ইরানের বিপ্লবী গার্ডের ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে বলে মার্কিন সামরিক সূত্র জানিয়েছে।

### পরিস্থিতির তাৎপর্য

এখনকার পরিস্থিতিকে তাই দুই ভাগে দেখা দরকার: মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও আঞ্চলিক সম্পদের বিরুদ্ধে ইরানের হুমকি ও হামলার খবর প্রকাশ্যে এসেছে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে আসন্ন হামলার অভিযোগ এখনো অযাচাইকৃত গোয়েন্দা-তথ্যের পর্যায়ে। উপসাগরীয় দেশগুলোতে হামলা, পাল্টা বিমান অভিযান এবং হরমুজ প্রণালির নৌ-চলাচলে বিঘ্ন—এসব ঘটনা ভুল হিসাব বা নতুন সামরিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সংঘাতকে বিস্তৃত করার আশঙ্কা বাড়াচ্ছে।



### কী বলছে ইরান

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুধবার বলেছে, প্রতিবেশী দেশগুলোর ভূখণ্ড বা সেখানে থাকা মার্কিন ঘাঁটি ব্যবহার করে ইরানে হামলা চালানো হলে তা আগ্রাসন হিসেবে গণ্য হবে। তেহরানের বক্তব্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত তারা এসব দেশের মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও সম্পদে "প্রতিরক্ষামূলক" হামলা চালিয়েছে। এর আগে ইরানের নিরাপত্তা কর্মকর্তা মোহসেন রেজায়ি সতর্ক করেছিলেন—ইরানে হামলার জন্য ব্যবহৃত হলে ইউরোপসহ মধ্যপ্রাচ্যের বাইরের মার্কিন ঘাঁটিও লক্ষ্যবস্তু হতে পারে।

এই হুমকির পেছনে রয়েছে চলমান সংঘাতের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ। বুধবার মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান জে ক্লেটন কংগ্রেসে বলেন, ইরান-সংশ্লিষ্ট হুমকি যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে ও বাইরে বেড়েছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরান আগে থেকেই মার্কিন বাহিনী ও আঞ্চলিক মিত্রদের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলার সতর্কতা দিয়েছে।





# এশিয়া সফরে ট্রাম্প: শি ও পুতিনের

## সঙ্গে বৈঠক নির্ধারিত, কিমকে ঘিরে অনিশ্চয়তা






# এশিয়া সফরে ট্রাম্প: শি ও পুতিনের সঙ্গে বৈঠক নির্ধারিত, কিমকে ঘিরে অনিশ্চয়তা

আসিয়ান সম্মেলন ও এপেকের ফাঁকে ১৯ নভেম্বর শি জিনপিং ও ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের পরিকল্পনা রয়েছে। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের অংশগ্রহণ নিয়ে ইঙ্গিত মিললেও তা নিশ্চিত নয়। পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য আলোচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আলোচনার টেবিলে অনুপস্থিত ইউক্রেন ও এশিয়ার ছোট দেশগুলোর উদ্বেগও।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের এশিয়া সফরের সবচেয়ে আলোচিত বৈঠকটি এখন আর কেবল সম্ভাবনা নয়। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়ার নেতাদের ১৯ নভেম্বর চীনের শেনঝেনে এশিয়া–প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা—এপেক—সম্মেলনের ফাঁকে বসার পরিকল্পনা নিশ্চিত করেছে হোয়াইট হাউস ও ক্রেমলিন। তবে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন ওই সফরে যোগ দেবেন কি না, তা এখনো অনিশ্চিত।

ট্রাম্প ১৬ নভেম্বর ওয়াশিংটন থেকে রওনা হয়ে ১৭ নভেম্বর ম্যানিলায় পৌঁছান। সফরের প্রথম পর্বে তিনি আসিয়ান সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও জাপানের নেতাদের নিয়ে কোয়াড বৈঠকেও যোগ দিয়েছেন। এরপর তাঁর চীনযাত্রা—যেখানে নির্ধারিত শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা এবং শি ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে নিয়ে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক।

## বৈঠক নির্ধারিত, আলোচনার ফল নয়

শেনঝেনের বৈঠকটি তিন দেশের নেতাদের মধ্যে এ ধরনের প্রথম ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন হতে যাচ্ছে। ট্রাম্প বলেছেন, তিনি পারমাণবিক অস্ত্রের মজুত কমানোর বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহী। হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা এটিকে ভবিষ্যৎ আলোচনার সূচনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন; কোনো চুক্তি বা তাৎক্ষণিক বড় ফল ঘোষণার প্রত্যাশা তাঁরা করেননি। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, ট্রাম্প ইরান যুদ্ধ নিয়েও শি ও পুতিনের সঙ্গে কথা বলবেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে থাকবে না।

এখানেই বৈঠকটির রাজনৈতিক তাৎপর্য ও সীমা—দুটিই স্পষ্ট। তিন দেশের নেতাদের একসঙ্গে বসা কূটনৈতিক প্রতীক হিসেবে বড় ঘটনা; কিন্তু আলোচনার নির্দিষ্ট কাঠামো, এজেন্ডা ও সম্ভাব্য ফল এখনো অনিশ্চিত। রয়টার্স জানিয়েছে, বৈঠকের প্রস্তুতি চলার সময়ও আলোচনার এজেন্ডা ও ধরন নিয়ে দর-কষাকষি চলছিল।

## কিমের সম্ভাব্য উপস্থিতি: ইঙ্গিত আছে, নিশ্চয়তা নেই

অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি এসেছে এমন সময়ে, যখন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে সর্বশেষ পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি নিউ স্টার্টের মেয়াদ ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেষ হয়েছে। এর ফলে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় পর প্রথমবারের মতো দুই বৃহত্তম পারমাণবিক শক্তির অস্ত্রভান্ডারের ওপর ওই চুক্তির সীমা আর কার্যকর নেই বলে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে।

তবে তিন দেশের পারমাণবিক সক্ষমতা সমান নয়। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বে মোট আনুমানিক ১২ হাজার ২৪১টি পারমাণবিক ওয়ারহেড ছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার হাতে এর প্রায় ৯০ শতাংশ; চীনের ভান্ডারও দ্রুত বাড়ছে, কিন্তু দুই দেশের তুলনায় তা অনেক ছোট। এই ব্যবধানের কারণেই বেইজিং ওয়াশিংটন–মস্কোর সমান শর্তে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আলোচনায় আগ্রহী হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

অস্ত্রভান্ডারের সংখ্যা দিয়ে আলোচনা শেষ হয় না। যাচাইব্যবস্থা, অস্ত্র মোতায়েনের নিয়ম, নতুন প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সীমা—এসব নিয়ে সমঝোতা কঠিন। তাই বৈঠকে অস্ত্র কমানোর কথা উঠলেও সেটিকে চুক্তির পথে অগ্রগতি ধরে নেওয়ার ভিত্তি এখনো নেই।

কিমের সঙ্গে দেখা করার সম্ভাবনার কথা ট্রাম্প নিজেই তুলেছেন। তিনি বলেছেন, কিমের অংশগ্রহণ চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ওপর নির্ভর করতে পারে। ১৭ নভেম্বর রয়টার্স জানায়, ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে—কিম শেনঝেনে গেলে পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠকও হতে পারে। এই বক্তব্যের পর ট্রাম্প–কিম সাক্ষাতের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা বেড়েছে। তবে এপেক সচিবালয়, চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষ কিমের যোগদানের কোনো নিশ্চিত তথ্য দেয়নি।

এই অনিশ্চয়তার পেছনে বাস্তব কূটনৈতিক বাধাও আছে। ট্রাম্প ও কিম ২০১৮–১৯ সালে সিঙ্গাপুর, হ্যানয় ও পানমুনজমে তিনবার সাক্ষাৎ করেছিলেন। সিঙ্গাপুরে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যৌথ বিবৃতি হলেও, ২০১৯ সালের হ্যানয় সম্মেলন নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা ও পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করার শর্তে মতভেদের কারণে কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়। কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিসের বিশ্লেষণেও দেখা যায়, নিরস্ত্রীকরণের সংজ্ঞা, যাচাই এবং ছাড় দেওয়ার ধাপ নিয়ে দুই পক্ষের অবস্থান কাছাকাছি আসেনি।

রয়টার্সের সঙ্গে কথা বলা বিশ্লেষকদের কেউ কেউ সম্ভাব্য সাক্ষাৎকে মূলত প্রতীকী বলে মনে করছেন। উত্তর কোরিয়া আলোচনায় বসলে কী চাইবে—নিষেধাজ্ঞা শিথিল, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, নাকি পারমাণবিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি—তা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আর একটি ছবি বা সৌজন্য সাক্ষাৎকে বাস্তব অগ্রগতি বলা যাবে না, যদি না তার সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা ও যাচাইযোগ্য পদক্ষেপ থাকে।

## বড় শক্তির টেবিল, ছোট দেশগুলোর উদ্বেগ

ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে বৈঠকটিকে ঘিরে উদ্বেগের কারণ আছে: দেশটির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হলেও ইউক্রেন নিজে ওই ত্রিপক্ষীয় টেবিলে থাকবে না। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এর আগে বলেছেন, তাঁর দেশের অংশগ্রহণ ছাড়া ইউক্রেনের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হবে না। একই উদ্বেগ তাইওয়ানসহ অন্য ছোট পক্ষগুলোরও—বড় শক্তিগুলো যেন তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের অনুপস্থিতিতে সমঝোতা না করে। রয়টার্সের প্রতিবেদন বলছে, বেইজিং ইউক্রেনকে আলোচ্যসূচিতে আনতে অনাগ্রহী, আর মস্কো বিষয়টি তুলতে চায়।

১৯৪৫ সালের ইয়াল্টা সম্মেলনের সঙ্গে তুলনা ইতিমধ্যে আলোচনায় এসেছে। তবে সেটি ইতিহাসের সরল পুনরাবৃত্তি নয়: ওই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতারা যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শেনঝেনের বৈঠকে তেমন কোনো সিদ্ধান্ত হবে—এমন প্রমাণ নেই। তবু তুলনাটি একটি বাস্তব রাজনৈতিক আশঙ্কা তুলে ধরে: যাদের জীবন ও ভূখণ্ড নিয়ে আলোচনা, তাদের কণ্ঠ যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে কূটনীতির গ্রহণযোগ্যতা দুর্বল হতে পারে।

## আসিয়ান ও এপেকের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট

ম্যানিলা ও শেনঝেনের বৈঠকগুলো শুধু বড় শক্তির কূটনীতি নয়। ২১টি অর্থনীতি নিয়ে এপেক ২০২৫ সালে বিশ্বের মোট জিডিপির ৬১ শতাংশ এবং পণ্য ও বাণিজ্যিক সেবার ৪৬ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এপেকের নিজস্ব বিবরণে এ বছরের আলোচনায় বাণিজ্য, সরবরাহশৃঙ্খল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতার বিষয়গুলোও রয়েছে। অর্থাৎ নেতাদের সিদ্ধান্ত বা অচলাবস্থা অঞ্চলজুড়ে ব্যবসা, চাকরি ও পণ্যের দামে প্রভাব ফেলতে পারে।

ম্যানিলায় ট্রাম্প কোয়াড নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। হোয়াইট হাউসের যৌথ বিবৃতিতে তারা "মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক" এবং আসিয়ানের কেন্দ্রীয় ভূমিকার প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে। এই বক্তব্যের পেছনে দক্ষিণ চীন সাগরের সামুদ্রিক বিরোধ এবং অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তা-উদ্বেগ রয়েছে। তবে আঞ্চলিক দেশগুলো একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা অংশীদারত্ব, চীনের সঙ্গে বাণিজ্য এবং সংঘাত এড়ানোর প্রয়োজন—এই তিনটি স্বার্থের ভারসাম্য রাখতে চায়।

ট্রাম্পের সফরের সাফল্য তাই কেবল নেতাদের একসঙ্গে বসা বা ঘোষণার ভাষায় মাপা যাবে না। পারমাণবিক ঝুঁকি কমানোর জন্য কোনো যাচাইযোগ্য আলোচনাপথ তৈরি হয় কি না, আঞ্চলিক বাণিজ্য ও নিরাপত্তায় বাস্তব অগ্রগতি আসে কি না, এবং ইউক্রেন বা উত্তর কোরিয়ার মতো সরাসরি প্রভাবিত পক্ষগুলোর স্বার্থ কতটা বিবেচিত হয়—এসবই হবে আসল মাপকাঠি।



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

ক্যালিফোর্নিয়াতে বাংলা ভাষার সংবাদপত্র সমৃদ্ধ নয়। অনেকেই বলেন, এখানকার বাংলা ভাষার কমিউনিটি সংবাদপত্রের গুরুত্ব বোঝে না; তারা বোঝে বিভিন্ন ইভেন্ট করতে। কিন্তু শুধু ইভেন্ট কি সত্যিই কোনো পরিবর্তন বয়ে আনে? কিছু বিনোদন, কিছু পদক—একটি জাতির মান উন্নয়ন করে না।

**আমি সেই শূন্যতায় সাহসী ভূমিকা নিয়ে যুদ্ধটি শুরু করেছি।**

আপনাকে অনুরোধ করছি—শুধু প্রতিশ্রুতি নয়; সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠিতে লিখুন, ভাবুন, মতামত দিন, সঙ্গে থাকুন। বাংলা ভাষার ঐতিহ্য বিশ্বে ছড়িয়ে দিন।



## মাহবুব আহমেদ

সম্পাদক | সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি | WEEKLY DIGITAL

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
Weekly Digital

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

বাংলাদেশের বুয়েট থেকে হ্যানয়ের মঞ্চে

# বিজ্ঞান ও প্রকৌশলে এআই শেখানোর নতুন ভাবনা

অধ্যাপক

## সৈয়দ বাহাউদ্দিন আলম



হ্যানয়ের এক শিক্ষা ও প্রযুক্তি আলোচনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রশ্নটি ছিল না শুধু—এআই কী করতে পারে? প্রশ্ন ছিল, এআই ভুল করলে তা কে ধরবে, বাস্তব যন্ত্র বা অবকাঠামোর সঙ্গে সেটিকে কীভাবে নিরাপদে যুক্ত করা হবে, আর আগামী দিনের প্রকৌশলীরা এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার শিক্ষা কোথায় পাবেন?

এই আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেন সৈয়দ বাহাউদ্দিন আলম—বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে পড়াশোনা করে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় আর্বানা-শ্যাম্পেইনে নিউক্লিয়ার, প্লাজমা অ্যান্ড রেডিওলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সহকারী অধ্যাপক হওয়া এক গবেষক। ২০২৬ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ও ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্র মিশনের আমন্ত্রণে তিনি হ্যানয়ে এআই, ডিজিটাল রূপান্তর, প্রকৌশল শিক্ষা এবং উচ্চপ্রযুক্তির কর্মশক্তি নিয়ে একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেন বলে জানিয়েছে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদন[OBJ] ও ভিয়েতনামের হো চি মিন ন্যাশনাল একাডেমি অব পলিটিকসের অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে তাঁর অংশগ্রহণের উল্লেখ রয়েছে।

এটি কোনো একক বক্তৃতার গল্পের চেয়ে বড়। যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনামের মধ্যে শিক্ষা ও প্রযুক্তি সহযোগিতার যে বিস্তৃত সম্পর্ক গড়ে উঠছে, তার একটি ছোট কিন্তু দৃশ্যমান পর্ব এটি। একই সঙ্গে, বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা থেকে উঠে আসা একজন গবেষকের কাজ কীভাবে আন্তর্জাতিক আলোচনার পরিসরে প্রবেশ করছে, তারও একটি উদাহরণ।

## হ্যানয়ের আলোচনায় এআই ও কর্মশক্তি

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ অনুযায়ী, আলমের প্রথম প্রধান কর্মসূচি ছিল “Education and Workforce Development in the Digital Era” শীর্ষক দ্বিপক্ষীয় সেমিনার। এটি আয়োজন করে হ্যানয়ের যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস এবং হো চি মিন ন্যাশনাল একাডেমি অব পলিটিকস। সেখানে উচ্চশিক্ষায় উদ্ভাবন ও উচ্চপ্রযুক্তির কর্মশক্তি নিয়ে অধিবেশনে তিনি প্রকৌশল পাঠ্যক্রমে এআই ও ডিজিটাল টুইন যুক্ত করার প্রস্তাব তুলে ধরেন। ভিয়েতনামের একাডেমির প্রতিবেদনেও[OBJ] তাঁর বক্তব্যের বিষয় হিসেবে প্রকৌশল শিক্ষায় এআই ও ডিজিটাল টুইনের সংযোগের উল্লেখ আছে।

এই প্রস্তাবের অর্থ শুধু শিক্ষার্থীদের নতুন সফটওয়্যার শেখানো নয়। আলমের উপস্থাপনার সারাংশ অনুযায়ী, প্রকৌশল শিক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা, বাস্তব সময়ের সেন্সর-তথ্য, বৈজ্ঞানিক গণনা, এআই, অনিশ্চয়তা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে একই কাঠামোয় শেখানো দরকার। কারণ বাস্তব ব্যবস্থায় কোনো অ্যালগরিদমের ফল কেবল পর্দায় দেখা যায় না—তা বিদ্যুৎ উৎপাদন, যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ বা নিরাপত্তা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তেও প্রভাব ফেলতে পারে।

সেমিনারে ভিয়েতনামের শিক্ষাবিদরাও শিক্ষায় এআইয়ের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। হো চি মিন একাডেমির প্রতিবেদনে বলা হয়, তাদের এক বক্তা শিক্ষককে জ্ঞান যাচাই ও শেখার পরিবেশ নির্মাণে সক্রিয় রাখার এবং এআইকে সহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের কথা বলেন।

## বুয়েট থেকে ইলিনয়

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক জীবনী অনুযায়ী, আলম ২০১১ সালে বুয়েট থেকে তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি নেন। পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পারমাণবিক জ্বালানিতে এমফিল এবং নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি করেন। ২০২৩ সাল থেকে তিনি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নিউক্লিয়ার শক্তি ব্যবস্থা, ডিজিটাল টুইন এবং সেন্সর-নির্ভর পর্যবেক্ষণ।

ডিজিটাল টুইন বলতে কোনো বাস্তব যন্ত্র, প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ডিজিটাল মডেলকে বোঝায়। বাস্তব ব্যবস্থা থেকে তথ্য নিয়ে সেই মডেল তার অবস্থা বিশ্লেষণ করতে বা সম্ভাব্য পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিতে পারে। নিউক্লিয়ার শক্তি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এমন প্রযুক্তি তাপমাত্রা, চাপ বা যন্ত্রাংশের কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্য বিশ্লেষণে সহায়তা করতে পারে। তবে মডেলের পূর্বাভাস বাস্তবের সমান নয়; ফল নির্ভর করে তথ্যের মান, মডেলের সীমা এবং প্রকৌশলীদের যাচাইয়ের ওপর।

আলমের গবেষণায় এআইকে তাই কেবল দ্রুত উত্তর দেওয়ার সফটওয়্যার হিসেবে দেখা হয় না। এখানে প্রশ্ন হলো—কীভাবে মডেলকে বাস্তব ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা যায়, কোথায় তার সীমা, আর অনিশ্চয়তা থাকলে কীভাবে সতর্ক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদনে হ্যানয়ের আলোচনায় তাঁর বক্তব্যের সারকথাও ছিল এটাই: ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা শুধু এআই ব্যবহার জানায় নয়; কখন এআইকে বিশ্বাস করা উচিত, কখন নয়, এবং বাস্তব জগতে কীভাবে নিরাপদে প্রয়োগ করতে হয়—তা জানায়।

আলমের কর্মজীবনের স্বীকৃতির তালিকাও বিস্তৃত। ইলিনয়ের তথ্য অনুযায়ী, তিনি ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের CAREER Award এবং ২০২৫ সালে জ্বালানি বিভাগের Distinguished Early Career Award পেয়েছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমিসের একটি কমিটিতেও কাজ করছেন, যেখানে জ্বালানি বিভাগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ফাউন্ডেশন মডেলের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। এসব স্বীকৃতি তাঁর কাজের পরিসর বোঝায়; তবে পুরস্কার বা পদবি কোনো প্রযুক্তির নিরাপত্তা কিংবা কার্যকারিতার নিজস্ব প্রমাণ নয়—সেটি নির্ভর করে গবেষণার ফল, স্বাধীন যাচাই ও বাস্তব প্রয়োগের ওপর।

## উচ্চপর্যায়ের সংলাপ, জনসম্মুখে আলোচনা

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আলম যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ভিয়েতনামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মন্ত্রণালয়ের একটি উচ্চপর্যায়ের সংলাপেও অংশ নেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স কোর্টনি বিল। আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয়-সহযোগিতা, শিক্ষক-আদানপ্রদান, উদীয়মান প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যৎ কর্মশক্তি গড়ার বিষয় ছিল। একই সফরে হ্যানয়ের আমেরিকান সেন্টারে তাঁর একটি উন্মুক্ত বক্তৃতার কথাও বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে।

এখানে একটি পার্থক্য স্পষ্ট রাখা জরুরি: আলম যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলে বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসেবে অংশ নিয়েছেন—এ তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদন থেকে এসেছে। এর মানে এই নয় যে তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতিনির্ধারক, কূটনীতিক বা কোনো সরকারি পদে নিযুক্ত। তাঁর ভূমিকা ছিল গবেষক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া।

ভিয়েতনামের একাডেমির প্রতিবেদনটি আলোচনার স্থানীয় প্রেক্ষাপটও দেয়। অনুষ্ঠানটি দেশটির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা সম্মেলন ও প্রযুক্তি প্রদর্শনীর সময়ের সঙ্গে মিলে অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমির প্রতিবেদনে মার্কিন কূটনৈতিক প্রতিনিধির বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, ওয়াশিংটন-হ্যানয় শিক্ষা-সহযোগিতাকে দুই দেশের বৃহত্তর সম্পর্কের একটি ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করছে।

## প্রযুক্তি-সহযোগিতার কূটনীতি

যুক্তরাষ্ট্র-ভিয়েতনাম সম্পর্কের বর্তমান কাঠামো গড়ে ওঠে ২০২৩ সালে দুই দেশের সম্পর্ককে “Comprehensive Strategic Partnership”-এ উন্নীত করার পর। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই কাঠামোর আওতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাণিজ্য এবং কর্মশক্তি উন্নয়নসহ নানা ক্ষেত্রে সহযোগিতার কথা রয়েছে। সে কারণে হ্যানয়ের সেমিনারকে বৃহত্তর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বাইরে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা কঠিন।

ভিয়েতনামও এআই ও প্রযুক্তি-দক্ষ কর্মশক্তি গড়াকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে নির্ধারণ করছে। দেশটির সরকারের ২০২৬ সালের জাতীয় এআই কৌশলে ২০৩০ সালের মধ্যে এআই গবেষণা, উন্নয়ন ও প্রয়োগে আসিয়ান অঞ্চলের অগ্রগামী কেন্দ্রগুলোর একটি হওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। কৌশলটিতে দক্ষ জনবল, তথ্য ও অবকাঠামোকে ভিত্তি এবং এআই পরিচালনা ও নীতিনির্ধারণকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময় এবং পাঠ্যক্রম উন্নয়ন ভিয়েতনামের জন্য বাস্তব গুরুত্ব বহন করে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও এ ধরনের শিক্ষাগত যোগাযোগ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের দীর্ঘমেয়াদি অংশ—যেখানে প্রযুক্তিগত জ্ঞান, উচ্চশিক্ষা এবং কর্মশক্তির সক্ষমতা একসঙ্গে আসে। তবে একটি সেমিনার থেকে দুই দেশের নীতিগত বা শিক্ষাগত লক্ষ্য কতটা পূরণ হবে, তা এখনই বলা যায় না; ফল নির্ভর করবে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্ব, অর্থায়ন, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা এবং বাস্তবায়নের ওপর।

## এআই-শিক্ষার সঙ্গে জুড়তে হবে নৈতিকতা ও জবাবদিহি

এআই ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানো যেমন জরুরি, তেমনি ভুল সিদ্ধান্ত, পক্ষপাত, ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা এবং প্রযুক্তিতে অসম প্রবেশাধিকারের প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কোর ভিয়েতনাম-বিষয়ক এআই প্রস্তুতি মূল্যায়নে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈতিকতা, গোপনীয়তা, তথ্য সুরক্ষা এবং নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ন্যায্য সুযোগের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনটি শিক্ষা খাতে এআই ব্যবহারের পরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জের মূল্যায়ন—কোনো নির্দিষ্ট প্রযুক্তি বা কর্মসূচির ফলাফল-পরীক্ষা নয়।

প্রকৌশল শিক্ষায় এই সতর্কতা আরও প্রত্যক্ষ। কোনো ডিজিটাল টুইন যদি ভুল সেন্সর-তথ্য পায়, পুরোনো অনুমানের ওপর দাঁড়ায় বা নিজের অনিশ্চয়তা দেখাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার পূর্বাভাস সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে বিভ্রান্ত করতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের মডেল চালানো শেখানোর পাশাপাশি তার সীমা যাচাই, ফল ব্যাখ্যা, তথ্যের উৎস বোঝা এবং মানুষের তত্ত্বাবধান বজায় রাখাও শেখানো দরকার।

এই প্রশ্নগুলো আলমের বক্তব্যের সঙ্গে মেলে—এআইকে কখন বিশ্বাস করা যায়, কখন নয়, এবং বাস্তব ব্যবস্থায় কীভাবে নিরাপদে যুক্ত করা যায়। কিন্তু হ্যানয়ের আলোচনায় ঠিক কোন পাঠ্যক্রম, নীতিমালা বা যৌথ প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, সে বিষয়ে প্রকাশিত সূত্রগুলো কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত জানায় না। বক্তৃতা ও সংলাপের বিবরণকে তাই সহযোগিতার সূচনা বা বিনিময় হিসেবে দেখা যায়; চূড়ান্ত নীতিগত ফল হিসেবে নয়।





“ডিগ্রির সঙ্গে দক্ষতা, দক্ষতার সঙ্গে ক্যারিয়ার—আবুবকর হানিপের শিক্ষা-উদ্যোগ”

কখনো কেউ গাড়ি চালাতেন, কেউ রেস্তোরাঁয় কাজ করতেন, কেউ সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে বুঝতে পারছিলেন না—এর পরের পথটি কোথায়। তাঁদের অনেকেরই ছিল পরিশ্রম, ছিল স্বপ্ন; কিন্তু প্রযুক্তি খাতের ভালো চাকরিতে প্রবেশের মতো ব্যবহারিক দক্ষতা ও কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ছিল না। সেই ব্যবধান ঘোচানোর একটি উদ্যোগের নাম পিপলএনটেক। আর এর পেছনে রয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত উদ্যোক্তা, প্রকৌশলী ও শিক্ষাবিদ আবুবকর হানিপ—যাঁর নাম বিভিন্ন সূত্রে আবুবকর হানিফ বা আবুবকর হানিপ হিসেবেও লেখা হয়।

তাঁর গল্প শুধু একজন উদ্যোক্তার সাফল্যের বিবরণ নয়। এর কেন্দ্রে আছে একটি বিশ্বাস: শিক্ষা তখনই মানুষের জীবন বদলায়, যখন শেখা জ্ঞান বাস্তব কাজে লাগে, কর্মজীবনে দরজা খোলে এবং মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শক্তি দেয়।

## নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অন্যের জন্য পথ

কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার চেওড়া গ্রামে জন্ম আবুবকর হানিপের। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশলে পড়াশোনা শেষে ১৯৯৫ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান—তাঁর জীবনীসংক্রান্ত একটি প্রকাশিত সূত্রে এমন তথ্য রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে তিনি শুধু নতুন এক দেশে নিজের পেশাগত জীবন গড়ার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হননি; অভিবাসী জীবনের কঠিন বাস্তবতাও কাছ থেকে দেখেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অড জব করার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন—সপ্তাহে ছয় দিন, ঘণ্টায় পাঁচ ডলারের কাজ। সেই অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল, শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেই চলবে না; দরকার এমন দক্ষতা, যার চাহিদা আছে কর্মবাজারে। পরে আইটি খাতে পেশা গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পারেন, এই ব্যবধান পেরিয়ে যাওয়ার পথ অন্যদের জন্যও তৈরি করা সম্ভব।

এখানেই তাঁর নিজের সংগ্রামের সঙ্গে অন্য মানুষের সম্ভাবনার যোগসূত্র তৈরি হয়। নিজের জীবনে যে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন —“শিক্ষা ও পরিশ্রম থাকা সত্ত্বেও ভালো পেশায় পৌঁছাতে কী আরও দরকার?”—সেই প্রশ্ন থেকেই ধীরে ধীরে জন্ম নেয় একটি প্রশিক্ষণ উদ্যোগ।

## ২০০৫: একটি বাসা থেকে পিপলএনটেক

২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় নিজের বাসা থেকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন পিপলএনটেক ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি (PIIT)। লক্ষ্য ছিল, বিশেষ করে অভিবাসী ও কম মজুরিতে কাজ করা মানুষকে ব্যবহারিক আইটি প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রযুক্তি খাতে পেশা গড়ার সুযোগ করে দেওয়া। পিপলএনটেকের নিজস্ব বিবরণেও প্রতিষ্ঠানটির সূচনাকে অভিবাসী সম্প্রদায় ও তরুণদের জন্য কর্মমুখী প্রযুক্তি-প্রশিক্ষণের উদ্যোগ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

এই ভাবনার তাৎপর্য বুঝতে হলে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর বাইরেও তাকাতে হয়। কোনো মানুষ হয়তো কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ শেখার সুযোগ পাননি; তাঁর হয়তো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা নেই, পরিচিতির নেটওয়ার্ক নেই, চাকরির সাক্ষাৎকারে আত্মবিশ্বাসও কম। শুধু কোর্সের নোট বা সনদ দিয়ে এসব বাধা দূর করা যায় না। দরকার হাতে-কলমে অনুশীলন, কাজের পরিবেশ বোঝা, সমস্যা সমাধানের অভ্যাস, যোগাযোগদক্ষতা এবং চাকরির বাজারে নিজেকে উপস্থাপন করার প্রস্তুতি।

পিপলএনটেকের শিক্ষা-দর্শনের একটি বড় দিক হলো এই ব্যবধানটিকে চিনতে পারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার মাঝখানে যে বাস্তব দক্ষতার ফাঁক থাকে, সেটিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা করেছে প্রতিষ্ঠানটি। আবুবকর হানিপের নিজের অভিজ্ঞতা তাঁকে এই সমস্যাটি বুঝতে সাহায্য করেছে; উদ্যোক্তা হিসেবে তাঁর কাজ ছিল সেই বোঝাপড়াকে একটি সংগঠিত ব্যবস্থায় রূপ দেওয়া।

কোম্পানিটির বর্তমান ওয়েবসাইটে পিপলএনটেকের কাজের পরিধিতে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রযুক্তি-সমাধান, কর্মী নিয়োগ ও staffing-সেবার কথাও আছে। অর্থাৎ উদ্যোগটি সময়ের সঙ্গে শুধু প্রশিক্ষণকেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; প্রযুক্তি-শ্রমবাজারের সঙ্গে নানা দিক থেকে যুক্ত হয়েছে।

পিপলএনটেকের শিক্ষার্থী বা চাকরিতে নিয়োগ পাওয়া মানুষের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঙ্ক প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট সূত্রে পাঁচ হাজারের বেশি প্রশিক্ষণার্থীর কথা বলা হয়েছে; অন্য সাক্ষাৎকার ও অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সূত্রে আরও বড় সংখ্যাও উল্লেখ আছে। বেতনের ক্ষেত্রেও ৮০ হাজার থেকে দুই লাখ ডলারের পরিসর বিভিন্ন প্রচারমূলক সূত্রে দেখা যায়। এসব সংখ্যা সময়কাল, গণনার পদ্ধতি ও চাকরির ধরন অনুসারে বদলাতে পারে। তাই এগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠান-প্রদত্ত বা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত দাবি হিসেবে দেখা উচিত—স্বাধীনভাবে যাচাইকৃত সার্বজনীন ফলাফল হিসেবে নয়।

তবু এই উদ্যোগের মানবিক তাৎপর্য কেবল একটি সংখ্যায় মাপা যায় না। কম মজুরির কাজে আটকে থাকা একজন মানুষ যদি নতুন দক্ষতা অর্জন করে পেশাগত অগ্রগতির সুযোগ পান, তাঁর আয় ও আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি পরিবারের ভবিষ্যৎও বদলাতে পারে। আর যদি সেই প্রশিক্ষণ অভিবাসী মানুষের জন্য প্রযুক্তি খাতের দরজা কিছুটা হলেও খুলে দেয়, তাহলে সেটি ব্যক্তিগত সাফল্যের চেয়ে বড়—এটি সুযোগ তৈরির কাজ।

## প্রশিক্ষণ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়: WUST-এর অধ্যায়

আবুবকর হানিপের কাজের পরিসর পরে উচ্চশিক্ষায় বিস্তৃত হয়। ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (WUST) ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। হানিপ ২০২০ সালের অক্টোবর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে আসেন এবং ২০২১ সালে মালিকানা গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান ও চ্যান্সেলর। এই সময়রেখা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ইতিহাস ও প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

এখানে একটি পার্থক্য স্পষ্ট রাখা দরকার: বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত; হানিপের নেতৃত্ব ও মালিকানার অধ্যায় শুরু হয় পরবর্তী সময়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবৃদ্ধি ও বর্তমান পরিচয় তাঁর নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত হলেও, প্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্যোগ হিসেবে লেখা ঠিক হবে না।

ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থিত WUST নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশি মালিকানাধীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচয় করায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এটি ভার্জিনিয়ায় পরিচালনার জন্য স্টেট কাউন্সিল অব হায়ার এডুকেশন ফর ভার্জিনিয়া (SCHEV) থেকে সার্টিফায়েড এবং অ্যাক্রেডিটিং কমিশন অব ক্যারিয়ার স্কুলস অ্যান্ড কলেজেস (ACCSC) থেকে অ্যাক্রেডিটেড। এই দুই পরিচয় আলাদা: একটিকে অন্যটির সমার্থক ধরে লেখা উচিত নয়।

WUST-এ তথ্যপ্রযুক্তি, সাইবারসিকিউরিটি, ব্যবসায় প্রশাসন, ডেটা সায়েন্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো ক্ষেত্রের প্রোগ্রাম রয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত তথ্য জানায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও একাডেমিক কার্যক্রমেও প্রয়োগভিত্তিক প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার তাৎপর্য শুধু নতুন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করা নয়। উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবনের মধ্যে সম্পর্ক কীভাবে তৈরি করা যায়—এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজাও এর অংশ। প্রযুক্তি দ্রুত বদলাচ্ছে; ফলে শিক্ষার্থীদের এমন জ্ঞান দরকার, যা আজকের পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রেও কাজে আসবে। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে WUST-এর শিক্ষা-পরিকল্পনায় ডিগ্রি, শিল্পক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা এবং ব্যবহারিক দক্ষতার সংযোগের কথা বলা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীসংখ্যা নেতৃত্ব পরিবর্তনের পর দ্রুত বেড়েছে বলে WUST ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এসেছে। তবে বিভিন্ন প্রতিবেদনে ভিন্ন সময়ের ভিন্ন সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালের একটি প্রতিবেদনে ৩০০ থেকে ১,৭০০ শিক্ষার্থীতে বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল; এই সংখ্যাকে বর্তমান শিক্ষার্থীসংখ্যা হিসেবে ব্যবহার করার আগে সর্বশেষ হিসাব নিশ্চিত করা দরকার। একইভাবে ১২১টি দেশের শিক্ষার্থীর উল্লেখও নির্দিষ্ট সময়ের তথ্য হিসেবে যাচাই করে প্রকাশ করা উচিত।

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

## ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে দেখা মানুষটি

আবুবকর হানিপের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। তাঁর কাজ সম্পর্কে লিখতে বসে তাই শুধু পদবি, প্রতিষ্ঠান বা পুরস্কারের তালিকা আমার কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি। তাঁর উদ্যোগের যে দিকটি আমাকে বিশেষভাবে ভাবায়, তা হলো—নিজে এগিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতাকে তিনি অন্য মানুষের জন্য পথ তৈরির কাজে লাগাতে চেয়েছেন। শিক্ষাকে তিনি কেবল সনদ অর্জনের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেন না; মানুষের কর্মজীবন ও আত্মনির্ভরতার সঙ্গে যুক্ত একটি বাস্তব সম্ভাবনা হিসেবে দেখেন।

এই মূল্যায়ন একজন পরিচিত মানুষের প্রতি সৌজন্যমূলক প্রশংসা নয়; তাঁর দীর্ঘদিনের কাজের ধরন থেকে উঠে আসা আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ। তবে আন্তরিক প্রশংসার পাশাপাশি সৎ মূল্যায়নও জরুরি: প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সংখ্যা, চাকরিতে নিয়োগ, বেতন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসংখ্যা এবং নতুন তহবিলের বাস্তবায়ন—এসব ক্ষেত্রে নিয়মিত, হালনাগাদ ও যাচাইযোগ্য তথ্য প্রকাশ পেলে তাঁর উদ্যোগের প্রভাব আরও স্পষ্ট হবে। সাফল্য যত বড়, তার প্রমাণ ও স্বচ্ছতাও তত গুরুত্বপূর্ণ।

চেওড়া গ্রামের একজন তরুণের যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে নিজের পেশা গড়া—এ এক ধরনের সাফল্য। কিন্তু সেই সাফল্যকে প্রশিক্ষণকেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়, বৃত্তি ও উদ্যোক্তা-সহায়তার মাধ্যমে অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা গল্পটিকে আরও বড় করে। কারণ একজন মানুষ যখন নিজের অর্জনকে অন্যের সুযোগে রূপান্তর করেন, তখন তাঁর সাফল্য ব্যক্তিগত গণ্ডি পেরিয়ে সামাজিক অর্থ পায়।

আবুবকর হানিপের যাত্রার কেন্দ্রীয় শিক্ষা তাই কেবল “ডিগ্রি নয়, দক্ষতাও জরুরি”—এতটুকুতে থেমে থাকে না। এর সঙ্গে যুক্ত হয় আরেকটি কথা: সুযোগ তৈরি করা যায়, যদি নিজের অভিজ্ঞতাকে অন্য মানুষের সম্ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করা যায়। কুমিল্লার চেওড়া থেকে ভার্জিনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়—এই দীর্ঘ পথের সবচেয়ে অনুপ্রেরণাময় দিক সম্ভবত সেটিই।

## শিক্ষাকে দেশের সীমানায় আটকে না রাখা

বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর সংযোগ শুধু জন্মভূমির স্মৃতিতে সীমাবদ্ধ নয়। পিপলএনটেকের বাংলাদেশে কার্যক্রম, স্থানীয় শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি-প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার সুযোগ নিয়ে কাজ করার কথা বিভিন্ন সূত্রে এসেছে। তাঁর বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রবাসী অভিজ্ঞতা ও বাংলাদেশের তরুণদের সম্ভাবনা পাশাপাশি রয়েছে—একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মবাজারে প্রবেশের উপযোগী দক্ষতা, অন্যদিকে দেশের ভেতরে প্রযুক্তি খাতে কাজ ও উদ্যোক্তা হওয়ার প্রস্তুতি।

এই সেতুবন্ধনের সাম্প্রতিক উদাহরণ WUST ও বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতার উদ্যোগ। ২০২৬ সালের নভেম্বরে দুই প্রতিষ্ঠানের সমঝোতার পর বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষার্থীর জন্য পূর্ণ বৃত্তির ঘোষণা দেয় WUST। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণায় শিক্ষা, গবেষণা ও দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে।

এই উদ্যোগের মূল্য শুধু পাঁচটি বৃত্তিতে সীমিত নয়। এমন সহযোগিতা সফল হলে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষার সংযোগ তৈরি হতে পারে। তবে এ ধরনের উদ্যোগের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নির্ভর করবে বৃত্তি বাস্তবায়ন, শিক্ষার্থীদের সহায়তা, গবেষণায় অংশগ্রহণ এবং দুই দেশের প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক সহযোগিতার ওপর।

## নতুন ধারণায় বিনিয়োগের ঘোষণা

২০২৫ সালের WUST কনভোকেশনে শিক্ষার্থীদের স্টার্টআপ উদ্যোগে সহায়তার জন্য দুই মিলিয়ন ডলারের তহবিল ঘোষণা করেন হানিপ। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, কোনো নির্বাচিত শিক্ষার্থী-উদ্যোগ বাস্তব সমস্যার সমাধান দিতে পারলে তাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা থাকবে। একই অনুষ্ঠানে ২৬৩ জন শিক্ষার্থী স্নাতক হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর জন্য এই ঘোষণা একটি তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা বহন করে: শিক্ষার শেষ ধাপ শুধু চাকরির আবেদন নয়; নতুন পণ্য, সেবা বা উদ্যোগ তৈরির পথও হতে পারে। তবে ঘোষিত তহবিলের বিনিয়োগ-শর্ত, নির্বাচনপ্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি আলাদা করে জানা জরুরি। প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কত শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছায়, সেটিই শেষ পর্যন্ত এই উদ্যোগের সাফল্য নির্ধারণ করবে।

WUST-সংশ্লিষ্ট আরেকটি উদ্যোগ WISE Accelerator—যা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের কর্মসূচি হিসেবে পরিচিত। এর লক্ষ্য নতুন উদ্যোগকে মেন্টরশিপ, নেটওয়ার্ক ও ব্যবসায়িক সহায়তার সঙ্গে যুক্ত করা।

## স্বীকৃতি এবং তার অর্থ

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ভার্জিনিয়া স্টেট সিনেটে WUST-এর কাজের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২০২৪ সালে ভার্জিনিয়া স্টেট অ্যাসেম্বলিতেও বিশ্ববিদ্যালয়টির ভূমিকা নিয়ে প্রশংসা ও স্বীকৃতির খবর প্রকাশিত হয়। এগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্মানের বিষয়; একই সঙ্গে প্রযুক্তি ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার প্রতি একটি অঙ্গরাজ্য পর্যায়ের আগ্রহও নির্দেশ করে। তবে পুরস্কার বা আইনসভায় স্বীকৃতি নিজে থেকে শিক্ষার মানের পূর্ণ মূল্যায়ন নয়—শিক্ষার্থীর শেখা, স্নাতকের পর কর্মজীবন, গবেষণা ও প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছ তথ্যই দীর্ঘমেয়াদে সেই মানের প্রমাণ।

২০২৫ সালের NRB Global Convention-এ আবুবকর হানিপ Global NRB Award পান বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে অবদানের জন্য এই সম্মাননা দেওয়া হয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে। তাঁর কাজের সঙ্গে এই স্বীকৃতির যোগসূত্র স্পষ্ট: প্রবাসী অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি-শিক্ষা এবং বাংলাদেশি মানুষের জন্য আন্তর্জাতিক সুযোগ তৈরির চেষ্টা।

## “ডিগ্রি, স্কিল অ্যান্ড ক্যারিয়ার”

আবুবকর হানিপের শিক্ষা-দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে একটি সহজ সূত্র—ডিগ্রি, দক্ষতা, ক্যারিয়ার। ডিগ্রি মানুষের জ্ঞান ও অধ্যবসায়ের স্বীকৃতি; কিন্তু চাকরিতে সফল হতে প্রায়ই দরকার হয় কাজের দক্ষতা, যোগাযোগ, দলগতভাবে কাজ করার ক্ষমতা, সমস্যা সমাধান এবং কর্মক্ষেত্রের বাস্তবতা বোঝা। শিক্ষা যদি এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে শিক্ষার্থীর সামনে একাধিক পথ খুলতে পারে—চাকরি, পদোন্নতি, উদ্যোক্তা হওয়া কিংবা নতুন প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান।

এই দৃষ্টিভঙ্গি আজকের সময়ে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবারসিকিউরিটি, ক্লাউড কম্পিউটিং, ডেটা বিশ্লেষণ ও সফটওয়্যার উন্নয়ন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন কাজ তৈরি হচ্ছে, আবার পুরোনো কাজের ধরনও বদলাচ্ছে। তাই শুধু একটি ডিগ্রি অর্জনই শেষ কথা নয়; সারা কর্মজীবন ধরে শেখার ক্ষমতাই ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। হানিপের প্রতিষ্ঠানগুলো যে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার কথা বলে, তার তাৎপর্য এখানেই।





ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

# স্বাদে বরিশাল: লস অ্যাঞ্জেলেস: রসনা বিলাসে প্রবাসের পারিবারিক রান্নাঘর

লস অ্যাঞ্জেলেসের মেলরোজ হিলে ছোট্ট এক পারিবারিক রেস্তোরাঁয় পরিবেশিত হচ্ছে বরিশালের স্মৃতি—নারকেলের দুধে ধীরে রান্না করা হাঁসের মাংস, চিংড়ির জল বড়া, ফুচকা, ভর্তা আর আচার। নাম রসনা বিলাস। চালু হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই রেস্তোরাঁটি বাংলাদেশি আঞ্চলিক রান্নার স্বাদ তুলে ধরেছে শহরের খাবারপ্রেমীদের কাছে।

রেস্তোরাঁটির প্রাণ জেসমিন ইব্রাহিম। নিজের শৈশবের পরিচিত রান্নার রেসিপি খুঁজতে গত বসন্তের শেষ দিকে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন জন্মস্থান বরিশালে। লস অ্যাঞ্জেলেসে ফিরে সেই স্মৃতির স্বাদকে মেনুতে এনেছেন হাঁসের মাংসের বিশেষ পদ হিসেবে। রসুন, আদা, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, জিরা ও ধনিয়ার মসলায় রান্না করা হাঁসে শেষে মেশে নারকেলের দুধ—যা ঝোলকে দেয় ঘনত্ব, আর মসলার স্বাদে আনে ভারসাম্য।

রেস্তোরাঁটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদ চিংড়ির জল বড়া—চিংড়ির কিমায় তৈরি বড়া, পরিবেশন করা হয় নারকেলের ক্রিমের ঝোলে। পরিবারের পুরোনো রান্নার রীতি অনুসরণ করে তৈরি এই খাবারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জিবরানের দাদির স্মৃতি। মেনুতে রয়েছে সিঙ্গারা, ফুচকা, মোগলাই পরোটা, নেহারি, কাবাব, বিরিয়ানি, নানা ধরনের ভর্তা ও আচারও।

রসনা বিলাসের গল্পটি এক পরিবারের রান্নার দীর্ঘ যাত্রাও। প্রায় চার দশক আগে ইংল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় রান্না শুরু করেছিলেন আবুল ইব্রাহিম। পরে লস অ্যাঞ্জেলেসে এসে বন্ধুদের সঙ্গে চালু করেন ‘দেশী ফুড অ্যান্ড গ্রোসারি’। এখন স্ত্রী জেসমিনের পাশাপাশি ছেলে শেখ জিবরান ও মেয়ে আইলিন ফাতেহাও পারিবারিক রেস্তোরাঁটির কাজে যুক্ত।

এখানে ঐতিহ্যের পাশাপাশি নতুন স্বাদের পরীক্ষাও আছে—যেমন জিবরানের তৈরি ভাত ও চিকেন টিক্কা দিয়ে বানানো ফিউশন রোল। তবে রেস্তোরাঁটির বিশেষত্ব শুধু খাবারের তালিকায় নয়; বরং খাবারের সঙ্গে কীভাবে ভর্তা, ডাল ও আচার মেলালে স্বাদ পূর্ণ হয়, সেই পারিবারিক পরামর্শেও।

বিদেশে একটি খাবার পরিবেশন কখনো কখনো নিজের শিকড়ের গল্প বলার উপায় হয়ে ওঠে। রসনা বিলাসে বরিশালের হাঁসের মাংস কিংবা চিংড়ির জল বড়া তাই কেবল মেনুর পদ নয়—প্রবাসে বহন করে আনা আঞ্চলিক স্মৃতি, পরিবারের রান্নার ঐতিহ্য এবং বাংলাদেশের স্বাদকে নতুন মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার এক আন্তরিক চেষ্টা।



# Deliver Everywhere

Pizza Hut

Order Now on facebook

চীনে ৯ বিলিয়ন ডলারের ডেটা সেন্টার পরিকল্পনা

# জেনসেন হুয়াং বিতর্কের আড়ালে কী জানা যাচ্ছে



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

বিজনেস ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

চীনা নথি পর্যালোচনা করে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, অ্যালিস হুয়াংয়ের স্বামী কাং ওয়েইয়ের ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কের সঙ্গে ২০২১–২৪ সালে ৯ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি প্রস্তাবিত ডেটা সেন্টার বিনিয়োগ যুক্ত ছিল। একই সময়ে অ্যালিস হুয়াংয়ের প্রতিষ্ঠান মেগাস্পিডের মাধ্যমে এনভিডিয়ার উন্নত চিপ চীনা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছেছিল কি না, তা নিয়ে আলাদা তদন্ত চলছে। তবে সম্পর্ক, গোয়েন্দা-যোগসূত্র কিংবা চিপ পাচারের অভিযোগ—কোনোটিই এখন পর্যন্ত আদালতে প্রমাণিত অপরাধ নয়।

একটি সংখ্যার সঙ্গে আরেকটি গল্প জুড়ে দিলে সংবাদটি সহজে ভাইরাল হয়: চীনে “৭৯ হাজার কোটি টাকার ডেটা সেন্টার”, এনভিডিয়ার প্রধান জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে এক ব্যবসায়ীর স্ত্রীর সম্পর্ক, আর চিপ পাচারের সন্দেহ। কিন্তু এই কাহিনির প্রতিটি অংশের প্রমাণের মান এক নয়। কোথাও আছে সরকারি নথি ও ব্যবসায়িক রেকর্ডের পর্যালোচনা; কোথাও গোয়েন্দা সূত্রের বরাতে প্রকাশিত অভিযোগ; আর কোথাও এখনো চলমান তদন্ত।

ছবিতে উল্লিখিত অঙ্কটি সম্ভবত প্রায় ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্প-পরিকল্পনার রূপিতে আনুমানিক রূপান্তর। দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল–এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে কাং ওয়েইয়ের নেটওয়ার্ক-সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ৯ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছিল। এটি একটিমাত্র নির্মিত ডেটা সেন্টারের নিশ্চিত ব্যয় নয়, কিংবা সব প্রকল্প শেষ হয়েছে—এমন প্রমাণও নয়। পত্রিকাটি চীনা করপোরেট নথি, সরকারি ঘোষণা ও রেকর্ড পর্যালোচনা করে এই হিসাব দিয়েছে।

## প্রস্তাবিত প্রকল্প, সরকারি সহায়তা

প্রতিবেদনটিতে আনহুই প্রদেশের উহুতে ২০২২ সালে প্রস্তাবিত ৪.৫ বিলিয়ন ডলারের একটি কম্পিউটিং পার্ক এবং সিচুয়ান প্রদেশের লিয়াংশানে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলারের আরেকটি ডেটা সেন্টার উন্নয়ন প্রকল্পের কথা এসেছে। সরকারি সহায়তা, অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ-সংযোগের মতো বিষয়গুলোও এই প্রকল্পগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে। তবে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ, অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি, প্রকৃত ব্যয় এবং সম্পন্ন অবকাঠামো—এগুলো আলাদা হিসাব। ফলে “৯ বিলিয়ন ডলারের ডেটা সেন্টার তৈরি” বলা প্রতিবেদনের তথ্যকে অতিরঞ্জিত করবে।

কাং ওয়েইয়ের প্রকল্পগুলো আলোচনায় এসেছে তাঁর স্ত্রী অ্যালিস হুয়াংয়ের ব্যবসায়িক পরিচয় এবং এনভিডিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও সিঙ্গাপুরে তদন্তের প্রেক্ষাপটে। অ্যালিস হুয়াং—যিনি হুয়াং লে নামেও পরিচিত—সিঙ্গাপুরভিত্তিক ক্লাউড-কম্পিউটিং প্রতিষ্ঠান মেগাস্পিড ইন্টারন্যাশনালের নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডার ছিলেন। রয়টার্স ৩০টির বেশি আর্থিক নথি, কোম্পানি রেকর্ড ও প্রকাশ্য উপকরণ পর্যালোচনা করে তাঁর ভূমিকা ও কোম্পানির কাঠামো নিয়ে প্রতিবেদন করেছে। এনভিডিয়ার অংশীদার তালিকায় মেগাস্পিডের নামও ছিল।

## চিপ কোথায় গেছে—এখনো মূল প্রশ্ন

যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের আওতায় থাকা উন্নত এনভিডিয়া চিপ চীনা প্রতিষ্ঠানের কাছে পৌঁছেছিল কি না—এটাই তদন্তের কেন্দ্রীয় প্রশ্নগুলোর একটি। দ্য ইনফরমেশন–এর বরাতে রয়টার্স জানিয়েছে, অ্যালিস হুয়াং ও তাঁর ব্যবসায়িক সংযোগের মাধ্যমে চীনে অন্তত ৭.৫ বিলিয়ন ডলারের এনভিডিয়া চিপ সরবরাহের অভিযোগ উঠেছে। এটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত দাবি; রয়টার্স লিখেছে, অভিযোগটি তারা স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি।

রয়টার্সের পর্যালোচনা করা বাণিজ্যিক চালান-রেকর্ডে মেগাস্পিডের ইন্দোনেশীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২০২৪ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে এনভিডিয়া হার্ডওয়্যার আমদানির তথ্য পাওয়া গেছে। চালানের মধ্যে H100 প্রসেসরও ছিল—যে ধরনের চিপ চীনে রপ্তানির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের আওতায় পড়ে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় চালান পৌঁছানো নিজে থেকেই রপ্তানি আইন ভাঙার প্রমাণ নয়; চূড়ান্ত গন্তব্য, লাইসেন্স, ব্যবহারকারী ও লেনদেনের নথি না দেখে অপরাধের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না।

সিঙ্গাপুরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেশটি মেগাস্পিডসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সার্ভার কেনা ও রপ্তানি-সংক্রান্ত সম্ভাব্য অনিয়মের তদন্ত শুরু করে। জুনে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তরের ব্যুরো অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড সিকিউরিটি (বিআইএস) মেগাস্পিডে চালান যাচাই করেছিল; একই দিন সিঙ্গাপুর পুলিশ অ্যালিস হুয়াংকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাঁর পাসপোর্ট জব্দ করে। তবে সিঙ্গাপুরের মন্ত্রণালয় বলেছে, তদন্তটি গুপ্তচরবৃত্তি নিয়ে ছিল না। দেশটির কর্তৃপক্ষের মতে, অ্যালিস হুয়াং অপরাধ করেছেন—এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি; তদন্ত অবশ্য চলমান।

## গোয়েন্দা-অভিযোগ ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমা

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা অ্যালিস হুয়াংয়ের চীনা গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সম্ভাব্য যোগসূত্র যাচাই করছেন বলে রয়টার্স জানিয়েছে। তবে রয়টার্স বলেছে, তারা গোয়েন্দা-সংক্রান্ত অভিযোগ স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি। চীনও জেনসেন হুয়াংকে লক্ষ্য করে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। সিঙ্গাপুরের তদন্ত এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা-সংক্রান্ত অনুসন্ধান এক বিষয় নয়—দুটিকে এক করে দেখলে প্রমাণের সীমা ঝাপসা হয়ে যায়।

জেনসেন হুয়াং এনভিডিয়ার কর্মীদের কাছে পাঠানো বার্তায় স্ত্রীকে অবিশ্বস্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছিলেন, কিন্তু ওই বার্তায় অ্যালিস হুয়াংয়ের নাম উল্লেখ করেননি। তিনি আরও বলেন, জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে ওঠা প্রশ্নের বিষয়ে এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ স্বাধীন তদন্ত শুরু করেছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্বীকারোক্তি নিজে থেকে গোয়েন্দা-যোগসূত্র বা চিপ পাচারের প্রমাণ নয়।

## ডেটা সেন্টার কেন রপ্তানি-নিয়ন্ত্রণের আলোচনায়

এআই মডেল চালাতে শুধু চিপের মালিকানা যথেষ্ট নয়; চিপে থাকা কম্পিউটিং ক্ষমতা দূর থেকে ব্যবহার করেও প্রশিক্ষণ ও বিশ্লেষণ চালানো যায়। এ কারণেই কোনো চিপ তৃতীয় দেশে অবস্থিত ডেটা সেন্টারে থাকলেও তার ব্যবহারকারী, অবস্থান ও কাজে নজরদারি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিও বদলাচ্ছে। ১৬ নভেম্বর প্রকাশিত বিআইএসের অন্তর্বর্তী নিয়মে তৃতীয় দেশের ডেটা সেন্টারের মাধ্যমে দূরবর্তী কম্পিউটিং ব্যবহারে রপ্তানি-নিয়ন্ত্রণ এড়ানোর ঝুঁকি মোকাবিলার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, নিয়ন্ত্রণের আলোচনাটি শুধু সীমান্ত পেরিয়ে চিপ পাঠানোর মধ্যে সীমিত নেই; বিদেশে থাকা সার্ভারে কে, কোথা থেকে, কীভাবে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে—সেটিও এখন নীতিনির্ধারকদের বিবেচনায়।

এই কঠোরতার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা-উদ্বেগ রয়েছে: উন্নত কম্পিউটিং সামরিক সক্ষমতা ও কৌশলগত প্রযুক্তিতে কাজে লাগতে পারে। অন্যদিকে, রপ্তানি সীমা যত বিস্তৃত হয়, ততই প্রশ্ন ওঠে—মিত্র দেশে বৈধ ক্লাউড-সেবা, বাণিজ্যিক গবেষণা এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি কোম্পানির বাজার-প্রবেশ কীভাবে প্রভাবিত হবে। এ বিতর্কে নীতির কার্যকারিতা নির্ভর করবে শুধু নিয়মের কঠোরতার ওপর নয়, তার স্বচ্ছ ও সমান প্রয়োগের ওপরও।

## এনভিডিয়ার ওপর প্রাতিষ্ঠানিক চাপ

এনভিডিয়া ৮ নভেম্বর জানায়, তাদের বোর্ড স্বাধীন তদন্ত শুরু করেছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে কোম্পানির অবস্থান ছিল—জাতীয় নিরাপত্তা-সংক্রান্ত তথ্য বা বাণিজ্যিক গোপনীয়তা ফাঁস হয়েছে বলে বিশ্বাস করার কারণ বোর্ডের কাছে নেই। ১৯ নভেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল রব বন্টা কোম্পানিকে তদন্ত-সংক্রান্ত সমন পাঠান; তাঁর দপ্তর পরীক্ষা করছে, চিপ বা গোপন তথ্য চীনে গেছে কি না এবং বিনিয়োগকারী বা জনসাধারণকে ঝুঁকি সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল কি না। এগুলো তদন্তের প্রশ্ন—প্রমাণিত সিদ্ধান্ত নয়।

রয়টার্স জানিয়েছে, জেনসেন হুয়াং গত সপ্তাহে প্রধান নির্বাহীর পদ ছেড়েছেন এবং এনভিডিয়ার বোর্ড তাঁকে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা নাকচ করেছে। দ্রুত বিস্তৃত হওয়া এআই শিল্পে এনভিডিয়ার চিপ সরবরাহ, চীনের প্রযুক্তি-উন্নয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নীতির সংযোগ কতটা গভীর—এই ঘটনাপ্রবাহ তা সামনে এনেছে। কিন্তু এই বৃহত্তর প্রশ্নের উত্তর কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্কের শিরোনাম থেকে মিলবে না; মিলবে চালান, লাইসেন্স, কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নথি এবং তদন্তের ফল থেকে।





NVIDIA.

# অতীতের দিকে যে জানালা যে তুমি দাঁড়িয়ে থাকো

আমি আড়ালে থাকি—অতীতের যে ঘরে
তোমার ছায়া জেগে থাকে;
তাকে কেন মনে রাখো, কেন ভালোবাসো বারবার?
হেমন্তের পাতারা ঝরে পড়ে—দিনের কপাল
থেকে খসে যায় অক্ষর,
বয়সের দীর্ঘশ্বাসে অহংকার গলে যায় মোমের মতো।

বুকে নিয়ে চলি কত নদীর অপমৃত্যু—
তবু তাদের স্তব্ধ বুকের নিচে জেগে থাকে
ঢেউয়ের প্রতিবাদ;
বাঁধ, দখল, বিষের বিরুদ্ধে তারা আজও
আকাশের দিকে তোলে
জলহীন দুই হাত—ফিরিয়ে দাও আমাদের
চলার অধিকার।

তাদের কণ্ঠে শুনি অরণ্যের দীর্ঘশ্বাস,
পাখির হারানো পথ;
সবুজের ক্ষত ঢেকে রাখে না কোনো ঋতুর
কোমল আবরণ।
প্রকৃতির নীরবতা নিঃসম্মতি নয়—
পাতার কাঁপনে, মেঘের গর্জনে জমে ওঠে
তার জবাব।

তবু সন্ধ্যা এলে তোমার নাম জ্বলে ওঠে
দূরের বাতিঘর হয়ে;
নিঃসঙ্গতার জলে দুলতে থাকে আমার
ভাঙা নৌকা।
তুমি কি সেই তীর, যেখানে পৌঁছেও
ফেরা যায় না—
নাকি বুকের গোপন জোয়ার, যে বারবার
তোমার দিকেই ওঠে?

**মাহবুব আহমেদের কবিতা**



সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়া
Weekly Digita




# রেকর্ড আইপিওর পর Anthropic: এআইয়ের বিপুল সম্ভাবনা, বিপুল ঝুঁকি

বিজনেস ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

Anthropic-এর Nasdaq অভিষেক ছিল একই সঙ্গে এআই শিল্পের শক্তির প্রদর্শনী এবং বাজারের সংশয়ের পরীক্ষা। Claude চ্যাটবটের নির্মাতা কোম্পানিটির শেয়ার বৃহস্পতিবার, ১৯ নভেম্বর, ২০২৬, লেনদেন শুরু করে ১১১.৫০ ডলারে—আইপিওতে নির্ধারিত ৮৩ ডলারের চেয়ে ৩৪ শতাংশ বেশি। দিনের এক পর্যায়ে দর ১১৪.৯৯ ডলার ছুঁলেও শেষ হয় ৯৭.১৭ ডলারে, যা প্রাথমিক বিক্রয়দরের চেয়ে প্রায় ১৭ শতাংশ বেশি। শুক্রবার সকালের লেনদেনে শেয়ার আরও নেমে যায়; Reuters-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, একপর্যায়ে তা আগের দিনের তুলনায় ১৩ শতাংশ কমেছিল।

দর ওঠানামার এই দুই দিনেই গল্পটি স্পষ্ট: বিনিয়োগকারীরা Anthropic-এর দ্রুত সম্প্রসারণে বড় বাজি ধরেছেন, কিন্তু সেই বাজি কত দিনে স্থায়ী মুনাফায় রূপ নেবে—তার উত্তর এখনো মেলেনি।

## রেকর্ডের মাপ—কোন অঙ্কটি কী বোঝায়

১৮ নভেম্বর Anthropic জানায়, তারা প্রতি শেয়ার ৮৩ ডলারে ৯৮ কোটি শেয়ার বিক্রির মূল্য নির্ধারণ করেছে। আন্ডাররাইটারদের অতিরিক্ত শেয়ার কেনার বিকল্প বাদে, এই প্রাথমিক আইপিওর মোট মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৮১.৩৪ বিলিয়ন ডলার। SEC-তে দাখিল করা নথিতে ১৯ নভেম্বরের লেনদেনের তারিখ এবং “ANT” টিকার উল্লেখ রয়েছে।

২০ নভেম্বর কোম্পানির চূড়ান্ত ঘোষণায় ছবিটি আরও হালনাগাদ হয়। আন্ডাররাইটারদের অতিরিক্ত ১৪.৭ কোটি শেয়ার কেনার বিকল্প পুরোপুরি ব্যবহৃত হওয়ায়, মোট ১১২.৭ কোটি শেয়ার বিক্রি হয়েছে। এর মোট স্থূল আয় প্রায় ৯৩.৫ বিলিয়ন ডলার; এর মধ্যে Anthropic পেয়েছে প্রায় ৯১.৬ বিলিয়ন ডলার। বাকি অংশ এসেছে শেয়ার বিক্রি করা কিছু বিদ্যমান বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে। একই সময়ে সাতটি প্রযুক্তি কোম্পানির কাছে ২৬ বিলিয়ন ডলারের Class N শেয়ার বিক্রির আলাদা বেসরকারি লেনদেনও সম্পন্ন হয়েছে। দুই লেনদেন মিলিয়ে ঘোষিত মোট স্থূল আয় প্রায় ১১৯.৫ বিলিয়ন ডলার।

তাই ছবিতে বলা ৮১.৩ বিলিয়ন ডলারটি আইপিওর প্রাথমিক আকারের হিসাবে সঠিক; কিন্তু চূড়ান্তভাবে অতিরিক্ত শেয়ার বিক্রির পর অঙ্কটি বেড়েছে। একইভাবে, ১১১.৫০ ডলার ছিল প্রথম লেনদেনের দাম—দিনের শেষের দাম নয়। এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ: সংবাদচিত্রটি উদ্বোধনী মুহূর্তের তথ্য দেখায়, দিনের সম্পূর্ণ লেনদেন বা পরদিনের বাজারদর নয়।



প্রাথমিক আইপিওর আকারে Anthropic আগের বড় রেকর্ডধারী SpaceX-কে ছাড়িয়ে গেছে। Reuters-এর তথ্য অনুযায়ী, জুনে SpaceX-এর আইপিও প্রায় ৭৫ বিলিয়ন ডলার তুলেছিল; তার আগে ২০১৯ সালে Saudi Aramco-এর ২৫.৬ বিলিয়ন ডলারের বিক্রয় ছিল অন্যতম বৃহত্তম। তবে Anthropic-এর ক্ষেত্রে আইপিও, অতিরিক্ত শেয়ার বিক্রি ও বেসরকারি শেয়ার বিক্রির অঙ্ক একসঙ্গে মিশিয়ে “আইপিওর আয়” বলা ঠিক হবে না।

## আয় দ্রুত বেড়েছে, ক্ষতিও বড়

Anthropic-এর SEC প্রসপেক্টাসে আয়ের বিস্ফোরক বৃদ্ধি দেখা যায়। ২০২৫ সালে কোম্পানির আয় ছিল ৪.৫৮৫ বিলিয়ন ডলার। ২০২৬ সালের প্রথম নয় মাসে তা বেড়ে ৩৩.২৪২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়—আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১২ গুণ। কিন্তু একই সময়ে কোম্পানিটি ১০৪.০৩৯ বিলিয়ন ডলারের নিট ক্ষতির কথা জানিয়েছে। এর মধ্যে বড় অংশ এসেছে রূপান্তরযোগ্য নোট, ডেরিভেটিভ দায় এবং আগের অর্থায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত আর্থিক দায়ের ন্যায্য মূল্য পুনর্নির্ধারণ থেকে। তাই নিট ক্ষতিকে শুধু চলতি ব্যবসার নগদ লোকসান হিসেবে পড়া বিভ্রান্তিকর হবে; তবু এটি কোম্পানির আর্থিক হিসাবের একটি বড় সতর্কসংকেত।

প্রসপেক্টাসে আরেকটি অস্বাভাবিক বড় সংখ্যা রয়েছে: ২০২৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং তার পর করা চুক্তি ও লিজ মিলিয়ে Anthropic-এর মোট প্রতিশ্রুত ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৯০০.৯ বিলিয়ন ডলার, যার অধিকাংশই কম্পিউটিং ও অবকাঠামোর জন্য। কোম্পানির হিসাবে, এর ৭০.৭ বিলিয়ন ডলার পরবর্তী ১২ মাসে পরিশোধযোগ্য; বাকিটা বহু বছরের চুক্তিতে ছড়ানো। এটি আজই নগদে পরিশোধ করতে হবে—এমন নয়। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি দেখায়, অত্যাধুনিক এআই মডেল তৈরি ও চালু রাখতে কত দীর্ঘমেয়াদি ব্যয় এবং কম্পিউটিং সক্ষমতা দরকার হতে পারে।

এই ব্যয়ের যুক্তি সহজ: মডেল প্রশিক্ষণ, গ্রাহককে সেবা দেওয়া, গবেষণা এবং নতুন পণ্য তৈরির জন্য বিপুল কম্পিউটিং শক্তি দরকার। কিন্তু একই বাস্তবতা ঝুঁকিও তৈরি করে। চিপ, বিদ্যুৎ ও ডেটা সেন্টারের সরবরাহ সীমিত হলে, কিংবা ক্লাউড সেবা অংশীদারেরা প্রতিশ্রুত সক্ষমতা সময়মতো দিতে না পারলে, দ্রুত প্রবৃদ্ধির পরিকল্পনায় বাধা আসতে পারে। SEC-তে জমা নথিতে Anthropic নিজেই কম্পিউটিং সরবরাহ, উচ্চ ব্যয় ও মুনাফায় পৌঁছাতে না পারার সম্ভাবনাকে ঝুঁকি হিসেবে উল্লেখ করেছে।

## জনকল্যাণের প্রতিশ্রুতি, নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন

Anthropic নিজেকে Delaware-ভিত্তিক public benefit corporation হিসেবে গড়েছে। কোম্পানির ঘোষিত উদ্দেশ্য উন্নত এআইকে মানবতার দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণে দায়িত্বশীলভাবে তৈরি ও পরিচালনা করা। তাদের প্রসপেক্টাসে Long-Term Benefit Trust-এর এমন ক্ষমতার কথা আছে, যার মাধ্যমে ট্রাস্টটি পরিচালনা পর্ষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নির্বাচনে ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিষ্ঠাতাদের নিয়ন্ত্রিত একটি বিশেষ শেয়ারশ্রেণির ভোটাধিকারও সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের প্রভাব সীমিত করতে পারে।

এ ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি হলো, স্বল্পমেয়াদি মুনাফার চাপ যেন নিরাপত্তা ও জনস্বার্থের বিবেচনাকে পুরোপুরি সরিয়ে না দেয়। কিন্তু এর বিপরীত প্রশ্নও আছে: জনকল্যাণের লক্ষ্য কে সংজ্ঞায়িত করবে, সেই লক্ষ্য পূরণের মানদণ্ড কতটা যাচাইযোগ্য হবে, এবং কোম্পানি ভুল সিদ্ধান্ত নিলে বাইরের বিনিয়োগকারী বা সাধারণ মানুষ কীভাবে জবাবদিহি চাইবেন?

IPO-র আগে Associated Press-ও Anthropic-এর গভর্ন্যান্স কাঠামো নিয়ে এই টানাপোড়েন তুলে ধরে। কোম্পানির দাবি, ট্রাস্ট ও বিশেষ ভোটাধিকার তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য রক্ষা করতে সাহায্য করবে; কিন্তু বাজারে শেয়ার কেনা সাধারণ বিনিয়োগকারীরা কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে কতটা প্রভাব ফেলতে পারবেন, তা আলাদা প্রশ্ন। শেয়ারের মালিকানা মানেই সমান নিয়ন্ত্রণ—এই ধারণা এখানে খাটে না।

## বাজারের উচ্ছ্বাসের পর বাস্তবতার পরীক্ষা

প্রথম দিনের শক্তিশালী সূচনা সত্ত্বেও, পরের দিনের দরপতনকে কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় বলা যায় না। Reuters জানিয়েছে, ওই সময়ে বৃহত্তর প্রযুক্তি শেয়ারেও চাপ ছিল; বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ ছিল এআইয়ে বিপুল ব্যয়ের বিপরীতে কত দ্রুত পর্যাপ্ত আয় ও মুনাফা আসবে। তাই Anthropic-এর শেয়ারের ওঠানামা কোম্পানির নিজস্ব সম্ভাবনা এবং পুরো এআই খাতের বাজার-মনোভাব—দুটির সঙ্গেই সম্পর্কিত।

IPO-র আকার দেখায়, বিনিয়োগকারীরা এআইয়ের ভবিষ্যৎ থেকে বিপুল আয় প্রত্যাশা করছেন। কিন্তু রেকর্ড অর্থসংগ্রহ নিজে থেকে লাভজনক ব্যবসা, নিরাপদ প্রযুক্তি বা জনস্বার্থের নিশ্চয়তা দেয় না। Anthropic-এর সামনে এখনকার পরীক্ষা শুধু নতুন মডেল তৈরি করা নয়—বিশাল ব্যয়ের যুক্তি প্রমাণ করা, নির্ভরযোগ্য সেবা বজায় রাখা এবং নিরাপত্তা ও জবাবদিহির প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে পরিমাপযোগ্য করে তোলা।

# বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন পাওয়া ৫ টি ডিজিটাল ব্যাংক

| | |
|---|---|
| Boost Digital Bank | রবি (Robi Axiata Ltd.) |
| Nova Digital Bank | banglalink \| SQUARE (Banglalink (VEON) & Square Group) |
| bKash Digital Bank | bKash (bKash) |
| DK Digital Bank | DKbank (DK Bank, Bhutan) |
| Kori Digital Bank | ACI (ACI Group + other Bangladeshi business groups) |

১৪ বছরেই AI উদ্যোগ

# জয়নাম জৈনের

## গল্পে সম্ভাবনা, প্রচার ও অনিশ্চয়তা



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

পূর্ণ প্রতিবেদন

প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিবেদন। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

ভারতীয় বংশোদ্ভূত দুবাইবাসী জয়নাম জৈন ১৩ বছর বয়সে IGCSE-এর দশম শ্রেণির পরীক্ষা শেষ করে AI-ভিত্তিক বিপণন প্ল্যাটফর্ম Mengo গড়ার কাজে নেমেছেন। তাঁর অল্পবয়সী উদ্যোগ নজর কেড়েছে; তবে ব্যবসার পরিসর, ফলাফল ও আইনি কাঠামো সম্পর্কে প্রকাশ্য তথ্য এখনো সীমিত।

একটি উঁচু ভবনের অফিস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ, আর প্রতিষ্ঠাতার বয়স মাত্র ১৪—এই তিনটি তথ্য একসঙ্গে এলে গল্পটি দ্রুত শিরোনাম হয়ে ওঠে। দুবাইয়ে বসবাসকারী ভারতীয় কিশোর জয়নাম জৈনকে ঘিরেও তেমনই আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তাঁকে কোনো এক অনুষ্ঠানের মঞ্চে “আগামী ইলন মাস্ক” বলা হয়েছে বলে সাম্প্রতিক কিছু প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু উপাধিটি প্রশংসা, প্রমাণ নয়; জৈনামের উদ্যোগকে বুঝতে হলে ভাইরাল পরিচিতির বাইরে গিয়ে দেখতে হয় তিনি কী তৈরি করছেন, আর সেই উদ্যোগ এখন কোন পর্যায়ে।

দুবাইভিত্তিক সংবাদমাধ্যম Emirates 24|7-এর জুন ২০২৬-এর সাক্ষাৎকার অনুযায়ী, জৈনাম ১৩ বছর বয়সে IGCSE-এর দশম শ্রেণির সমতুল্য পরীক্ষা শেষ করেন। এরপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী আনুষ্ঠানিক পড়াশোনায় না গিয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনি প্রায় ১০৫ দিনে পরীক্ষার প্রস্তুতি ও পরীক্ষা শেষ করেছিলেন। এটি তাঁর নিজের শিক্ষাযাত্রার একটি ব্যতিক্রমী বিবরণ; তবে এমন গতি সবার জন্য অনুসরণযোগ্য শিক্ষাপথ—এমন সিদ্ধান্ত এর থেকে টানা যায় না।

## AI-ভিত্তিক বিপণন প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য

জৈনামের উদ্যোগটির নাম Mengo। কোম্পানির ওয়েবসাইটে এটিকে ছোট ব্যবসা ও একক প্রতিষ্ঠাতাদের জন্য AI-ভিত্তিক বিপণন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সাইটটির দাবি, এটি কনটেন্ট পরিকল্পনা থেকে সম্ভাব্য গ্রাহকের সঙ্গে যোগাযোগ ও বিক্রির দিকে এগোনোর কাজ পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালাতে পারে। প্ল্যাটফর্মটি কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে, তা ব্যবহারকারী কার্যক্রমের লগে দেখতে পারবেন বলেও সাইটে বলা আছে।

এ ধরনের পণ্যের পেছনে বাস্তব ব্যবসায়িক প্রয়োজন আছে। অনেক ছোট প্রতিষ্ঠানের আলাদা বিপণন দল নেই; তাদের কনটেন্ট তৈরি, সম্ভাব্য গ্রাহকের কাছে পৌঁছানো এবং অনুসরণমূলক বার্তা পাঠানোর কাজ একসঙ্গে সামলাতে হয়। AI সেই কাজের কিছু অংশ দ্রুত বা স্বয়ংক্রিয় করতে পারে। কিন্তু একটি পণ্য কী করতে পারে বলে দাবি করছে, আর বাস্তবে গ্রাহকরা তাতে কতটা উপকার পাচ্ছেন—দুটি আলাদা প্রশ্ন। কোম্পানির ওয়েবসাইটে দেওয়া বিবরণ পণ্যের নিজস্ব পরিচিতি; এটি স্বাধীনভাবে যাচাই করা কার্যকারিতার প্রমাণ নয়।

জৈনামের প্রথম ব্যবসায়িক আগ্রহের গল্পও তাঁর নিজের বর্ণনায় গড়ে উঠেছে। Emirates 24|7-কে তিনি বলেছেন, ছয় বছর বয়সে বাবার সঙ্গে একটি ব্যবসায়িক বৈঠকে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁকে ব্যবসা ও প্রযুক্তির দিকে কৌতূহলী করে তোলে। তিনি আনুষ্ঠানিক AI কোর্স না করে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনলাইন ভিডিও ও নিজস্ব আগ্রহের মাধ্যমে শিখেছেন বলেও ওই সাক্ষাৎকারে জানান। এগুলো তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ, স্বাধীনভাবে যাচাই করা অর্জনের তালিকা নয়।



প্রাণ

# মচমচে স্ন্যাক,
# মুহূর্ত হোক জমজমাট!




চায়ের সাথে পারফেক্ট

আলুর আসল স্বাদ

মচমচে ও মজাদার

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

# ‘আগামী ইলন মাস্ক’
# —একটি উপমা, কোনো পূর্বাভাস নয়



**বুর্জ খলিফার ১৪১তম তলা: আকর্ষণীয় তথ্য, সীমিত যাচাই**

জৈনামের উদ্যোগ নিয়ে প্রচারের কেন্দ্রে আছে বুর্জ খলিফার ১৪১তম তলায় অফিস থাকার দাবি। ভবনটির প্রকাশিত তথ্যপত্রে ১২৫ থেকে ১৫৪ তলা পর্যন্ত করপোরেট স্যুটের কথা আছে; অর্থাৎ ১৪১তম তলা অফিস-ব্যবহারের তালিকাভুক্ত অংশের মধ্যে পড়ে। তবে ভবনের তথ্যপত্র থেকে জৈনাম বা Mengo সেখানে জায়গা ভাড়া নিয়েছে, মালিকানা রয়েছে, কিংবা সেখানে নিয়মিত কার্যক্রম চালায়—তা নিশ্চিত হয় না। সে দাবির স্বাধীন প্রমাণও এখানে পাওয়া যায়নি।

এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ। “বুর্জ খলিফায় অফিস” একটি স্মরণীয় পরিচিতি তৈরি করে, কিন্তু তা দিয়ে স্টার্টআপের পণ্য, গ্রাহকসংখ্যা, আয় বা ব্যবসার স্থায়িত্ব মাপা যায় না। Mengo-র ওয়েবসাইটে বর্তমানে একটি ব্যবহারযোগ্য প্ল্যাটফর্ম ও বিনা মূল্যে পরীক্ষার সুযোগের কথা বলা হয়েছে। তবে স্বাধীন আর্থিক তথ্য, যাচাই করা গ্রাহক-ফলাফল বা পণ্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন প্রকাশ্যে পাওয়া যায়নি। তাই উদ্যোগটিকে সম্ভাবনাময় বলা যায়; প্রতিষ্ঠিত সাফল্য হিসেবে উপস্থাপন করতে আরও প্রমাণ দরকার।



এনভিডিয়া বিতর্কে ভারতের ডেটা সেন্টারের সুযোগ

# আম্বানি ও আদানি কতটা প্রস্তুত?

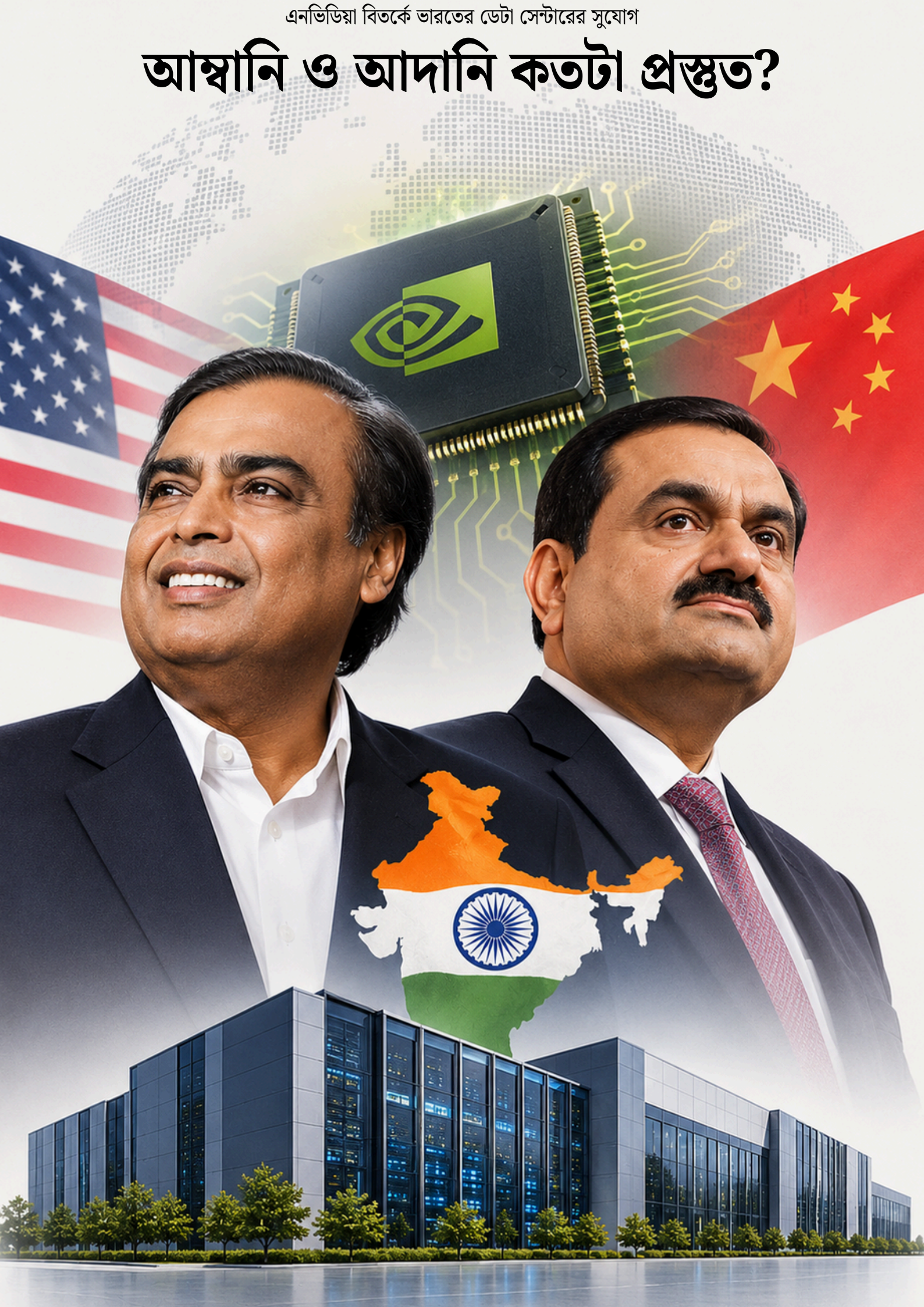

মাহফুজ আহমেদ। বিজনেস ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

সিঙ্গাপুরের একটি ক্লাউড প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চিপ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ, এনভিডিয়ার সাবেক প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াংয়ের পদত্যাগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রপ্তানি বিধি—তিনটি ঘটনা মিলে এশিয়ার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অবকাঠামো নিয়ে নতুন প্রশ্ন তৈরি করেছে। এই পরিবর্তনের সম্ভাব্য সুবিধাভোগী হিসেবে ভারতের রিলায়েন্স ও আদানি গোষ্ঠীর নাম এসেছে। কিন্তু “সুযোগ” আর “লাভ” এক বিষয় নয়: ঘোষিত বিনিয়োগ, চালু ডেটা সেন্টার এবং বাস্তবে বরাদ্দ হওয়া এআই-কম্পিউটিং ক্ষমতার মধ্যে ফারাক এখনো বড়।

## বিতর্কের সূত্র: মেগাস্পিড তদন্ত

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও বিচার বিভাগ ১৬ নভেম্বর জানায়, সিঙ্গাপুরভিত্তিক ডেটা সেন্টার ও ক্লাউড-সেবা প্রতিষ্ঠান মেগাস্পিডকে নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছিল ২০২৪ সালে। তদন্তকারীরা ২০২৫ সালের মে মাসে এনভিডিয়ার কাছে মেগাস্পিডে সরাসরি বা পরোক্ষ চিপ বিক্রির নথি চেয়েছিলেন। পরের মাসে সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা মেগাস্পিডে সরেজমিনে ব্যবহার-পরীক্ষা চালান এবং প্রতিষ্ঠানটির প্রধান অ্যালিস হুয়াংকে সাক্ষাৎকার দেন। এনভিডিয়া ২০২৫ সালের জুনে মেগাস্পিডকে তাদের “বিক্রি-নিষিদ্ধ” তালিকায় রাখে। কর্তৃপক্ষ বলেছে, সম্ভাব্য অপরাধের তদন্ত চলছে; এই পর্যায়ে অভিযোগকে প্রমাণিত অপরাধ হিসেবে দেখা যায় না।

এই ঘটনায় আরেকটি, আলাদা করে যাচাইযোগ্য নয় এমন স্তরও যুক্ত হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, হুয়াংয়ের সঙ্গে অ্যালিস হুয়াংয়ের সম্পর্কের খবর প্রকাশের পর এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ বিদেশি গোয়েন্দা তৎপরতার সম্ভাবনা নিয়ে স্বাধীন তদন্ত শুরু করে। এনভিডিয়ার ঘোষণায় হুয়াংয়ের পদত্যাগের কথা বলা হয়েছে; তবে কোম্পানির ঘোষণাটি পদত্যাগের কারণ নির্দিষ্ট করেনি। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সন্দেহের খবর থাকলেও চীন অ্যালিস হুয়াংকে গুপ্তচর বলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ফলে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, গোয়েন্দা-সংশ্লিষ্ট সন্দেহ এবং চিপের সম্ভাব্য অপব্যবহারকে একই প্রমাণিত ঘটনা হিসেবে মেলানো ঠিক হবে না।

## নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য: চিপ কোথায় আছে, কম্পিউট কে ব্যবহার করছে

বিতর্কটি শুধু চিপের শারীরিক চালান নিয়ে নয়। কোনো দেশে স্থাপিত উন্নত চিপযুক্ত ডেটা সেন্টার থেকে অন্য দেশের প্রতিষ্ঠান দূরবর্তীভাবে কম্পিউটিং ক্ষমতা ভাড়া নিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন অন্তর্বর্তী বিধি এই দূরবর্তী প্রবেশাধিকারকেও নিয়ন্ত্রণের আওতায় এনেছে—বিশেষত চীনের মতো নির্দিষ্ট গন্তব্যে সদর দপ্তর থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বড় পরিমাণে কম্পিউটিং সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে। বিধিতে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রাজিল ও থাইল্যান্ডে উন্নত কম্পিউটিং চিপ পাঠানো বা স্থানান্তরের জন্যও লাইসেন্সের শর্ত রয়েছে।

এই তালিকায় ভারত নেই। ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু ডেটা সেন্টারের ক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট গন্তব্যভিত্তিক লাইসেন্স-শর্ত এসেছে, তা ভারতের ওপর একইভাবে আরোপিত হয়েছে—এমন বলা যাবে না। তবে নতুন নিয়মের দূরবর্তী-ব্যবহার সংক্রান্ত অংশ ভৌগোলিকভাবে আরও বিস্তৃত: কোনো ভারতীয় ডেটা সেন্টার যদি নিয়ন্ত্রিত চীনা প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত মাত্রার কম্পিউটিং ক্ষমতা সরবরাহ করে, তাহলে প্রযোজ্য লাইসেন্স ও বিধি মানতে হবে। অর্থাৎ ভারত অবস্থানগত সুবিধা পেতে পারে, কিন্তু “নিয়ন্ত্রণমুক্ত আশ্রয়” নয়।

## কেন ভারতের নাম আলোচনায়

ভারতে এআই ও ক্লাউড-সেবার চাহিদা বাড়ছে, আর সেই চাহিদা পূরণে ডেটা সেন্টারের বিস্তারও দ্রুত। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশনীতি নিয়ে কাজ করা কাউন্সিল অন এনার্জি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার (CEEW)-এর পর্যালোচনা অনুযায়ী, ভারতের স্থাপিত ডেটা সেন্টার ক্ষমতা ২০২০ সালের প্রায় ৫২০ মেগাওয়াট থেকে ২০২৫ সালে প্রায় ১.৫ গিগাওয়াটে পৌঁছেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৪.৫ থেকে ৬.৫ গিগাওয়াট হতে পারে—এটি পূর্বাভাস, নিশ্চয়তা নয়। একই গবেষণা দেখায়, এই সম্প্রসারণ বিদ্যুৎ, পানি, জমি ও স্থানীয় পরিবেশের ওপর চাপ বাড়াতে পারে; ১৫টি রাজ্যের মধ্যে মাত্র পাঁচটির নীতিতে ডেটা সেন্টার-সংক্রান্ত টেকসইতার শর্ত স্পষ্টভাবে রয়েছে।

রিলায়েন্সের এআই পরিকল্পনার কেন্দ্র গুজরাটের জামনগর। প্রতিষ্ঠানটির ২০২৬ সালের বার্ষিক সভার বক্তব্যে বলা হয়েছে, তারা সেখানে নিজেদের এআই অবকাঠামো গড়ছে এবং এনভিডিয়ার GB300 জিপিইউ চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রাথমিক ১২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ চালুর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি কোম্পানির ঘোষিত সময়সূচি—ইতিমধ্যে পুরো সক্ষমতা চালু হয়েছে, এমন প্রমাণ নয়। এনভিডিয়া ও রিলায়েন্সের সহযোগিতার ঘোষণা অবশ্য নতুন নয়: দুই প্রতিষ্ঠান ২০২৩ সালে ভারতে সুপারকম্পিউটিং অবকাঠামো গড়া ও ভারতীয় ভাষাভিত্তিক বৃহৎ ভাষা মডেল তৈরির পরিকল্পনা জানিয়েছিল।

আদানি গোষ্ঠী ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ২০৩৫ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিচালিত এআই ডেটা সেন্টারে ১০০ বিলিয়ন ডলার সরাসরি বিনিয়োগের ঘোষণা দেয়। গোষ্ঠীটির ভাষ্য অনুযায়ী, এর বাইরে সার্ভার, উৎপাদন ও ক্লাউড-সেবায় আরও ১৫০ বিলিয়ন ডলারের সহায়ক বিনিয়োগ আসতে পারে। এই দ্বিতীয় অঙ্কটি প্রত্যাশিত বৃহত্তর ইকোসিস্টেমের হিসাব; আদানি গোষ্ঠীর সরাসরি বিনিয়োগ নয়। গুগলের সঙ্গে বিশাখাপত্তনমে ডেটা সেন্টার অবকাঠামো গড়ার অংশীদারত্বের ঘোষণাও রয়েছে। তবে অংশীদারত্ব ও বিনিয়োগ-পরিকল্পনা প্রকল্প সম্পন্ন হওয়া বা পূর্ণ ক্ষমতায় চালু থাকার সমার্থক নয়।

## সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ‘উইন্ডফল’ এখনো নয়

ব্লুমবার্গের কলামিস্ট অ্যান্ডি মুখার্জির ইকোনমিক টাইমস-এ পুনঃপ্রকাশিত বিশ্লেষণটি আম্বানি ও আদানিকে সম্ভাব্য বিজয়ী হিসেবে দেখেছে। যুক্তিটি হলো: যদি যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চিপ ও ডেটা সেন্টারের ব্যবহার কঠোরভাবে যাচাই করে, তবে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলকভাবে অনুকূল অবস্থানে থাকা দেশে নতুন অবকাঠামো খুঁজতে পারে। এটি বাজার-সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্লেষণ, কোনো ঘোষিত চুক্তি বা নিশ্চিত স্থানান্তরের খবর নয়।

রয়টার্সের প্রতিবেদনেও নিয়মের প্রভাবকে একরৈখিক বলা হয়নি। বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত ক্লায়েন্টদের জন্য নির্মিত ক্যাম্পাসগুলো তুলনামূলকভাবে সুবিধায় থাকতে পারে; চীনা গ্রাহক বা অস্পষ্ট জিপিইউ-ভাড়া ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল প্রকল্পে যাচাই-বাছাই, লাইসেন্স ও সক্ষমতা চালুর সময় বাড়তে পারে। অর্থাৎ বিধি কোনো একটি দেশের সব ডেটা সেন্টারকে একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা লাভবান করবে না। প্রকৃত ফল নির্ভর করবে মালিকানা, গ্রাহক-পরিচয়, ব্যবহারের ধরন এবং নিয়ম-মানার সক্ষমতার ওপর।

ভারতের জন্য সুযোগটি তাই কেবল চিপ পাওয়ার প্রতিযোগিতা নয়। পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ, স্থিতিশীল গ্রিড, পানি-সাশ্রয়ী শীতলীকরণ, দ্রুত অনুমোদন এবং স্বচ্ছ গ্রাহক-যাচাই ছাড়া ঘোষিত ক্ষমতা বাস্তব এআই সেবায় রূপ নেবে না। CEEW-এর পর্যালোচনা সতর্ক করে যে, ডেটা সেন্টারের জ্বালানি ও পানির ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান নির্বাচন এবং পরিবেশগত পরিকল্পনাও দীর্ঘমেয়াদি জনস্বার্থের প্রশ্ন হয়ে উঠছে। “সার্বভৌম এআই” বা দেশীয় ডিজিটাল সক্ষমতার প্রতিশ্রুতি তখনই অর্থবহ হবে, যখন অবকাঠামো ভারতীয় গবেষক, ব্যবসা ও জনগণের কাজে লাগবে—শুধু বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সার্ভার-ক্ষমতা ভাড়া দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।



## সামনে যে পরীক্ষাগুলো

২০ নভেম্বর রয়টার্স জানায়, মার্কিন কংগ্রেসের দুই ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি বাণিজ্য দপ্তরের কাছে জানতে চেয়েছেন, মেগাস্পিড তদন্তে এনভিডিয়া কোনো প্রভাব খাটিয়েছিল কি না। বাণিজ্য দপ্তরের এক মুখপাত্র বলেছেন, রপ্তানি-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ “নিয়ম মেনেই” হয়; এনভিডিয়া জানিয়েছে, তারা কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তদন্তের নথি, প্রশ্নের উত্তর এবং সরকারি পর্যালোচনা এখনো অসম্পূর্ণ। তাই এনভিডিয়ার সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন আছে, কিন্তু তা থেকে বেআইনি হস্তক্ষেপ প্রমাণিত হয়েছে—এমন সিদ্ধান্তে যাওয়া যাবে না।

ভারতের বড় গোষ্ঠীগুলোর জন্যও পরবর্তী ধাপ হবে ঘোষণাকে চালু অবকাঠামোয় পরিণত করা। বিনিয়োগের অঙ্কের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হবে প্রকৃত ক্ষমতা কখন চালু হচ্ছে, কারা তা ব্যবহার করছে, বিদ্যুৎ ও পানি কোথা থেকে আসছে, এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে কী সুফল তৈরি হচ্ছে। এনভিডিয়া বিতর্ক ভারতের জন্য একটি জানালা খুলতে পারে; কিন্তু সেই জানালার মধ্য দিয়ে কতটা ব্যবসা, প্রযুক্তি ও জনস্বার্থ প্রবেশ করবে, তা এখনো নির্ধারিত নয়।

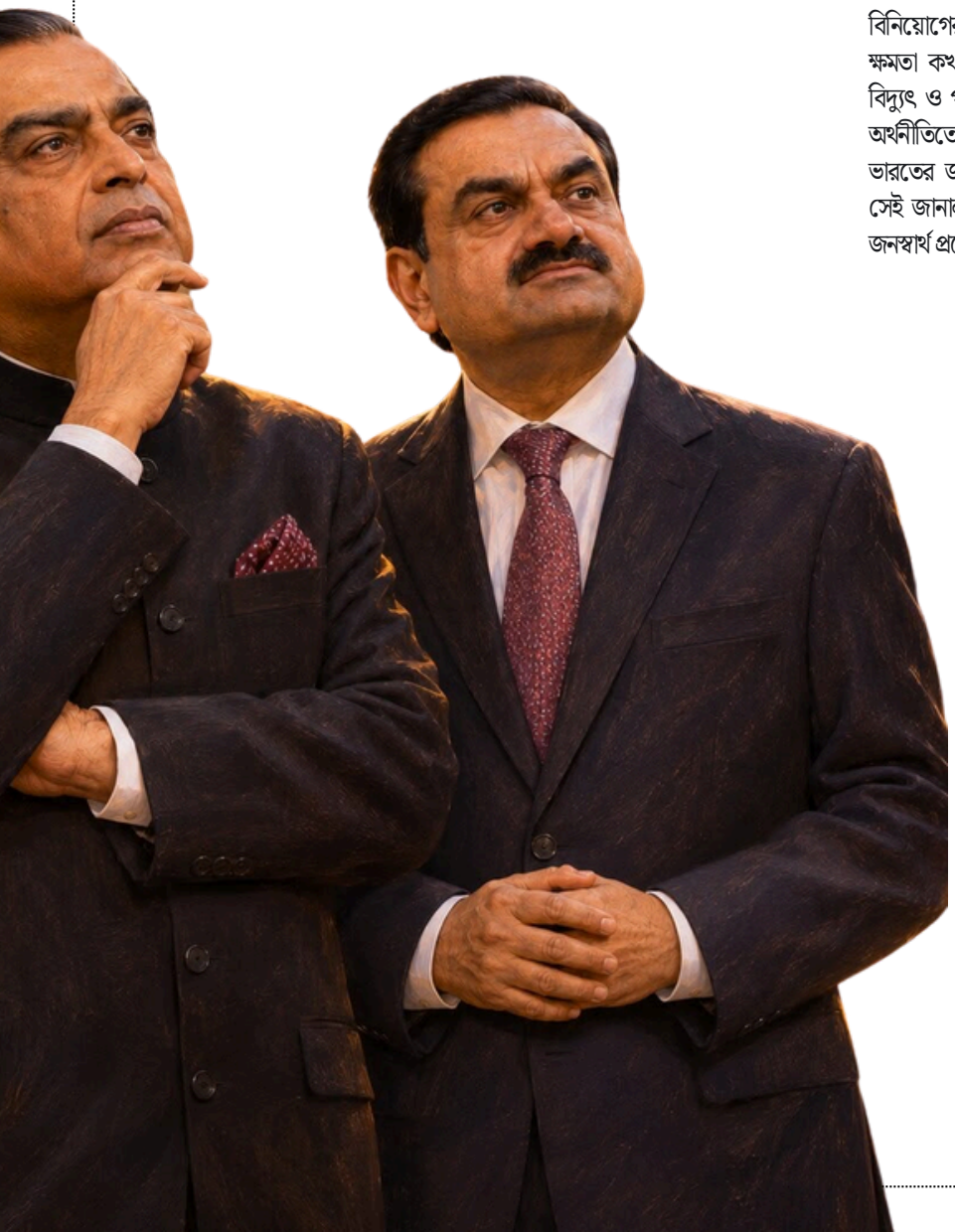

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

# নক্ষত্রের গোপন মানচিত্র

অন্ধকার নদীর বুকে কার ছায়া—
চাঁদও যার নাম জানে না;
শুকনো শঙ্খে সমুদ্র রেখে যায়
নীল লবণের ঘুম।
বটপাতার শিরায় শিরায় ঘোরে
নক্ষত্রের গোপন মানচিত্র,
স্রষ্টা হয়তো আকাশে লিখে মুছে দেন
এক অসমাপ্ত অক্ষর।
দুটি পথ পাশাপাশি চলে—
কারও ছায়া কারও গায়ে পড়ে না;
তবু ভোরের কুয়াশা এক আলোকে
আরেক আলোর দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়।

—মাহবুব আহমেদের কবিতা

This poem is copyrighted by Weekly Californier Chithi.

আন্তর্জাতিক California

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিস্ময় সত্যের মুখোমুখি

## সাবেক শিক্ষামন্ত্রী

# নুরুল ইসলাম নাহিদের পরিবারের দাবি ঘিরে প্রশ্ন—আইনের অভিযান, নাকি নিরাপত্তার ব্যর্থতা?

---



আন্তর্জাতিক ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন

রাত তখন গভীর। উত্তরার একটি বাসায় ঘুম ভেঙে যায় পুলিশের দরজায় কড়া নাড়ায়। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে নিতে এসেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। কিন্তু পরিবারের অভিযোগ—পুলিশ আসার কিছুক্ষণ আগেই কয়েকজন ব্যক্তি ডিবি পরিচয়ে ঘরে ঢুকে টাকা ও গয়না নিয়ে গেছে।

গ্রেপ্তারের সময় ধারণ করা ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ঘটনাটি শুধু একজন সাবেক মন্ত্রীর আটক হওয়ার খবরেই আটকে থাকেনি। সামনে এসেছে আরও জরুরি প্রশ্ন: কেউ যদি সত্যিই গোয়েন্দা পুলিশের পরিচয় দিয়ে একটি বাসায় ঢুকে সম্পদ নিয়ে যায়, তবে সেই পরিচয় যাচাই করবে কে, তদন্ত করবে কে, আর পরিবারের নিরাপত্তার দায় নেবে কে?

ভিডিওতে পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ করতে শোনা যায় যে, পুলিশের দল পৌঁছানোর আগে ডিবি পরিচয় দেওয়া লোকজন বাসায় এসেছিল। উপস্থিত পুলিশ সদস্যরা বলেন, তাঁরা ওই ঘটনার কথা জানেন না। অভিযোগটির সত্যতা স্বাধীনভাবে নিশ্চিত হয়েছে—এমন তথ্য এখনো প্রকাশিত হয়নি। তাই এটিকে প্রমাণিত লুট বলা যাবে না। তবে অভিযোগটি এতটাই গুরুতর যে, তা দ্রুত ও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা জরুরি।

পুলিশ জানিয়েছে, নুরুল ইসলাম নাহিদকে ১৯ নভেম্বর রাত আনুমানিক ২টা ২০ মিনিটে উত্তরার ৩ নম্বর সেক্টরের একটি বাসা থেকে আটক করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের আন্দোলন ঘিরে একাধিক মামলা রয়েছে; পুলিশ তাঁকে একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এসব অভিযোগের বিচার আদালতেই হওয়ার কথা—অভিযোগ থাকা মানেই দোষী সাব্যস্ত হওয়া নয়।

রাষ্ট্রের হাতে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা আছে। কিন্তু সেই ক্ষমতার সঙ্গে আছে জবাবদিহির দায়ও। রাতের অভিযান আইনসম্মত হতে পারে; তবু অভিযানের পদ্ধতি, পরিচয় প্রকাশ, পরিবারের সঙ্গে আচরণ এবং বাসায় তল্লাশির নথি—সবকিছুই হওয়া চাই স্বচ্ছ। অভিযানের আগে বা পরে কারা বাসায় প্রবেশ করেছিল, তাঁরা কোন বাহিনীর সদস্য ছিলেন, কোনো তল্লাশি বা জব্দের তালিকা হয়েছে কি না—এসব প্রশ্নের উত্তর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই আসা দরকার।

একটি পরিবারের আতঙ্ককে রাজনৈতিক হাস্যরসের উপাদান বানানো যায় না। কেউ অভিযুক্ত হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইন চলবে; কিন্তু তাঁর স্ত্রী, সন্তান কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যরা অপরাধী নন। তাঁদের প্রশ্ন করার, কী ঘটছে তা জানার এবং নিরাপদ থাকার অধিকার আছে। গ্রেপ্তারের ভিডিও যদি জনসমক্ষে আসে, তাতে পরিবারের ভয় ও অসহায়তাকে প্রদর্শনীর বস্তু বানানোও সাংবাদিকতা বা প্রশাসনের দায়িত্বশীলতার পরিচয় নয়।

এখানে মানবিকতার প্রশ্নটি কোনো রাজনৈতিক পক্ষের হয়ে কথা বলা নয়। এটি একই সঙ্গে দুইটি ন্যায়বিচারের দাবি: ২০২৪ সালের সহিংসতায় নিহতদের জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচার, এবং গ্রেপ্তার হওয়া প্রত্যেকের জন্য মর্যাদাপূর্ণ ও আইনসম্মত আচরণ। একটি অধিকার আরেকটিকে বাতিল করে না।

নুরুল ইসলাম নাহিদের বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হোক বা খারিজ হোক—সেটি নির্ধারণ করবে বিচারপ্রক্রিয়া। আর তাঁর পরিবারের বাসায় ডিবি পরিচয়ে প্রবেশের অভিযোগ সত্য কি না, সেটিও তদন্তে স্পষ্ট করতে হবে। সত্য উদ্‌ঘাটনের বদলে নীরবতা বেছে নিলে, এই রাতের ঘটনা ন্যায়বিচারের প্রতি মানুষের আস্থা আরও দুর্বল করবে।

আইনের পোশাক পরে কেউ অপরাধ করলে, তার জবাবও আইনকেই দিতে হবে। সেই জবাবদিহি নিশ্চিত করাই এখন প্রশাসনের পরীক্ষা।



EAGLES BOOST
SKYROCKET YOUR DIGITAL INFLUENCE



AI কে এড়িয়ে নয় ❌



সাথে নিয়ে করুন ✅

# সুপার ক্যারিয়ার

স্কিল শিখুন, প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করুন
নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গড়ুন!



Coca-Cola




Not just a drink. The King of Every Thirst.

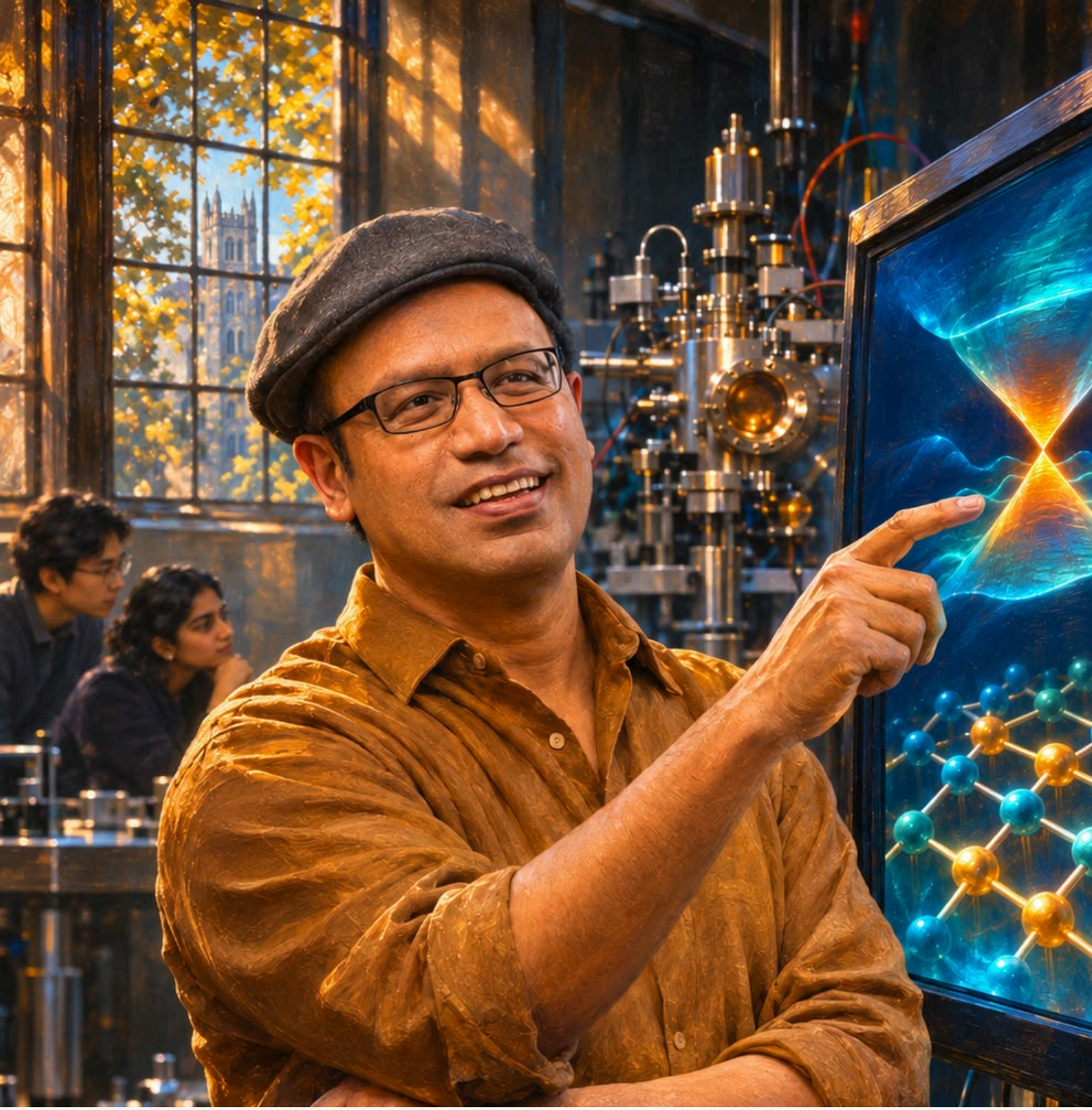

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

# প্রিন্সটনের বাংলাদেশি-মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী জাহিদ হাসানের নতুন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

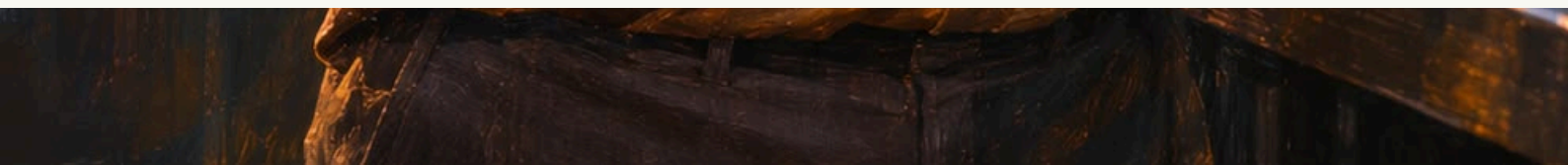

মাহবুব আহমেদ। আন্তর্জাতিক নিউজ ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

ঢাকায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা পদার্থবিজ্ঞানী এম জাহিদ হাসান কোয়ান্টাম পদার্থের গবেষণায় অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির (এপিএস) ডেভিসন–জার্মার অ্যাওয়ার্ড ইন অ্যাটমিক অর সারফেস ফিজিকসের ২০২৭ সালের প্রাপক হয়েছেন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ১৮ নভেম্বর তাঁর স্বীকৃতির খবর জানায়। পুরস্কারের ঘোষণায় বলা হয়েছে, কোয়ান্টাম পদার্থে নানা টপোলজিক্যাল দশা আবিষ্কারে এবং উন্নত সারফেস-সায়েন্স কৌশল ব্যবহারে তাঁর অবদানের জন্য এই সম্মান।

প্রিন্সটনের অধ্যাপক হাসানের স্বীকৃতি এসেছে এমন এক গবেষণাক্ষেত্রে, যেখানে পদার্থের গঠন বোঝার পাশাপাশি বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করছেন—ইলেকট্রনের আচরণকে কীভাবে নতুন উপায়ে নিয়ন্ত্রণ বা কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে পুরস্কারটি কোনো প্রস্তুত প্রযুক্তি বা বাজারে আসন্ন পণ্যের স্বীকৃতি নয়। এটি মূলত মৌলিক পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণার স্বীকৃতি: নতুন ধরনের কোয়ান্টাম পদার্থ শনাক্ত করা, তাদের বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা এবং আরও গবেষণার পথ খুলে দেওয়া।

### ২০২৭ সালের পুরস্কার—ঘোষণা ২০২৬ সালে

এখানে একটি সময়গত পার্থক্য পরিষ্কার রাখা দরকার। প্রিন্সটন ১৮ নভেম্বর ২০২৬-এ খবরটি প্রকাশ করে; এপিএসের পুরস্কার তালিকায় হাসানকে ২০২৭ সালের প্রাপক হিসেবে দেখানো হয়েছে। এপিএসের তালিকায় পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫ হাজার ডলার এবং একটি সনদের কথা বলা আছে। সংস্থাটির নিয়ম অনুযায়ী, পৃষ্ঠতল-ভৌতবিজ্ঞানের জন্য পুরস্কারটি সাধারণত বিজোড় বছরে দেওয়া হয়।

১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই পুরস্কার পারমাণবিক বা পৃষ্ঠতল-ভৌতবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কাজকে স্বীকৃতি দেয়। ২০২৬ সালে পুরস্কারটি পেয়েছিলেন হারম্যান বাটেলান; ২০২৫ সালে পেয়েছিলেন গো-চিং ওয়াং। এই ধারাবাহিকতা দেখায়, পুরস্কারটি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন শাখার পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানে অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে আসছে।

### পদার্থের ‘ভেতর’ ও ‘পৃষ্ঠে’ ইলেকট্রনের আলাদা আচরণ

হাসানের গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র টপোলজিক্যাল ইনসুলেটর—এমন পদার্থ, যার ভেতরের অংশ বিদ্যুৎ পরিবহনে বাধা দিলেও নির্দিষ্ট অবস্থায় পৃষ্ঠে ইলেকট্রন চলাচল করতে পারে। সহজ করে বললে, পদার্থটির ভেতর ও বাইরের স্তরে ইলেকট্রনের আচরণ এক নয়। এই পৃষ্ঠগত বৈশিষ্ট্যই গবেষকদের কাছে বিশেষ আগ্রহের, কারণ তা পদার্থের গঠন, চৌম্বক ধর্ম এবং ইলেকট্রনিক আচরণ নিয়ে নতুন প্রশ্ন তোলে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র ওয়েইল সেমিমেটাল। এতে স্ফটিকের মধ্যে ইলেকট্রন এমন কার্যকরী কণা হিসেবে আচরণ করতে পারে, যাদের গাণিতিক বর্ণনা ভরহীন ওয়েইল ফার্মিয়নের মতো। জার্মান গণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী হারমান ওয়েইল ১৯২৯ সালে এই কণার ধারণা দেন। হাসান ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণা এই ধরনের কোয়ান্টাম পদার্থের পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০১৫ সালে সায়েন্স সাময়িকীতে প্রকাশিত তাঁদের একটি গবেষণাপত্র ওয়েইল ফার্মিয়ন সেমিমেটাল ও টপোলজিক্যাল ফার্মি আর্ক নিয়ে কাজটি তুলে ধরে।

### তত্ত্বকে পরীক্ষায় দেখা

এই ধরনের গবেষণায় শুধু গাণিতিক ধারণা যথেষ্ট নয়। পদার্থের পৃষ্ঠে ইলেকট্রন কোন শক্তিস্তরে আছে, কীভাবে চলাচল করে এবং ভেতরের অংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী—এসব নির্ণয়ে বিজ্ঞানীরা উন্নত পরিমাপপদ্ধতি ব্যবহার করেন। ফটোইমিশন স্পেকট্রোস্কোপির মতো পদ্ধতিতে আলো দিয়ে পদার্থ থেকে নির্গত ইলেকট্রনের শক্তি ও ভরবেগ মাপা যায়; তাতে পৃষ্ঠের ইলেকট্রনিক অবস্থার মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়।

এপিএসের পুরস্কার-উদ্ধৃতি হাসানের অবদানকে একক কোনো ফলাফলে সীমাবদ্ধ করেনি; বরং কোয়ান্টাম পদার্থে “বিভিন্ন টপোলজিক্যাল দশা” আবিষ্কারের কথা বলেছে। তাই এই সম্মানকে একটি গবেষণা-দলের দীর্ঘমেয়াদি কাজের স্বীকৃতি হিসেবে দেখা বেশি যথাযথ। গবেষণায় সহলেখক, শিক্ষার্থী, তাত্ত্বিক সহযোগী এবং পরীক্ষাগারের অবকাঠামো—সবই ফলাফলের অংশ। সায়েন্স-এ প্রকাশিত ২০১৫ সালের গবেষণাটিও একাধিক গবেষকের যৌথ কাজ।

### সম্ভাবনার পাশাপাশি সীমাবদ্ধতা

টপোলজিক্যাল পদার্থ নিয়ে আগ্রহের একটি কারণ হলো, তাদের বিশেষ পৃষ্ঠগত বা প্রান্তগত বৈশিষ্ট্য ভবিষ্যতে স্পিনট্রনিক্স, কোয়ান্টাম সেন্সিং কিংবা নতুন ধরনের ইলেকট্রনিক উপাদান তৈরিতে কাজে লাগতে পারে। কিন্তু সম্ভাব্য ব্যবহার আর বাস্তব প্রযুক্তি এক জিনিস নয়। উপযুক্ত পদার্থ তৈরি, তার বৈশিষ্ট্য স্থিতিশীল রাখা, নমুনার বিশুদ্ধতা ও ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ, এবং পরীক্ষাগারের ফলকে যন্ত্রে রূপ দেওয়া—এসব ক্ষেত্রে এখনও গবেষণার প্রয়োজন আছে। সমসাময়িক পর্যালোচনাগুলোও সম্ভাব্য প্রয়োগের পাশাপাশি উপাদান তৈরি ও নিয়ন্ত্রণের চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে।

সুতরাং হাসানের পুরস্কারকে “কোয়ান্টাম কম্পিউটারের নতুন যুগ শুরু” বলে বর্ণনা করা প্রমাণের চেয়ে এগিয়ে যাবে। বরং এটি এমন মৌলিক অনুসন্ধানের স্বীকৃতি, যা ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির উপাদান ও ধারণা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে—যদিও সেই পথের সময়সীমা বা ব্যবহারিক ফল এখনই নিশ্চিত নয়।

### ঢাকা থেকে প্রিন্সটন

প্রিন্সটনের তথ্য অনুযায়ী, হাসান ঢাকায় জন্মেছেন ও বেড়ে উঠেছেন। স্নাতক পর্যায়ে পদার্থবিজ্ঞান পড়তে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট অস্টিন থেকে স্নাতক ডিগ্রি নেন। পরে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ও ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি করেন; গবেষণার সময় কাজ করেছেন এসএলএসি ন্যাশনাল অ্যাক্সিলারেটর ল্যাবরেটরিতেও। ২০০২ সালে প্রিন্সটনে যোগ দেওয়ার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের টপোলজিক্যাল কোয়ান্টাম ম্যাটার অ্যান্ড অ্যাডভান্সড স্পেকট্রোস্কোপি গবেষণাগারের নেতৃত্ব দেন।

বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস (বিএএস) তাঁকে তাদের প্রবাসী ফেলো হিসেবে উল্লেখ করে অভিনন্দন জানিয়েছে। এটি বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক সমাজে তাঁর পরিচিতির একটি প্রাতিষ্ঠানিক দিক; তবে পুরস্কারের মূল্যায়নের ভিত্তি এপিএসের নির্দিষ্ট গবেষণা-উদ্ধৃতি, জাতীয় পরিচয় নয়। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-পুরস্কারটি গবেষণার অবদানকে স্বীকৃতি দেয়—আর তাঁর ঢাকায় বেড়ে ওঠার গল্প সেই স্বীকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে একটি ব্যক্তিগত ও প্রবাসী-বাংলাদেশি মাত্রা।





ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

# পাঁচ বছরে ৫০০ বারের বেশি বিনা মূল্যে বাজার দিলেন দোকানদার, সম্মানটুকু রাখলেন অটুট



PRINGLES

# RELAXING WITH EVERY BITE.



চীনের জিয়াংসি প্রদেশের পিংশিয়াং শহরের একটি ছোট মুদিদোকানে প্রতিবারই একই দৃশ্য: এক নারী প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস নিয়ে কাউন্টারে আসেন, দোকানদার স্ক্যানার হাতে পণ্যগুলো স্ক্যান করার ভঙ্গি করেন, তারপর ব্যাগটি তাঁর হাতে তুলে দেন। কিন্তু কোনো টাকা নেন না।

দোকানদার চেন হুইয়ের এই নীরব সহায়তা চলছে ২০২১ সালের আগস্ট থেকে। চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম সিএনআরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাঁচ বছরে এমন ঘটনা ঘটেছে ৫০০ বারেরও বেশি। খাবার ও পানীয়ের পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি নারীটিকে পোশাকসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসও দিয়েছেন।

চেন জানান, নারীটি প্রথম দিকে নিয়মিত দাম দিতেন। পরে একদিন জিজ্ঞেস করেন, জিনিসগুলো বাকিতে নেওয়া যাবে কি না। তাঁর পরিস্থিতি বুঝে চেন সম্মতি দেন। তবে নারীটির বিব্রত বোধ হতে পারে ভেবে সরাসরি দান করার বদলে তিনি স্ক্যান করার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি বজায় রাখেন। তাঁর ভাষ্যে, এতে নারীটি অন্য ক্রেতাদের মতোই কেনাকাটা করতে পারেন এবং নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর অনেকে নারীটির খোঁজ নিতে শুরু করেন; কেউ কেউ খাবার ও পোশাক পাঠিয়েছেন চেনের দোকানে, যাতে তিনি সেগুলো পৌঁছে দিতে পারেন। চেনের সহায়তার ভিডিও ছড়ালেও তিনি নারীটির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বাড়তি প্রচার চান না। তাঁর কথায়, সাহায্যটি কোনো বোঝা নয়—নারীটিকে তিনি বন্ধুর মতোই দেখেন।

এই গল্পের মর্ম শুধু ৫০০ বার বিনা মূল্যে বাজার দেওয়ায় নয়। চেন সাহায্য করেছেন এমনভাবে, যাতে সহায়তা পাওয়া মানুষটি নিজেকে করুণার পাত্র মনে না করেন। কাউন্টারের ওপারের সেই ছোট্ট অভিনয় তাই একসঙ্গে হয়ে উঠেছে সহমর্মিতা, মর্যাদা আর নীরব মানবিকতার গল্প।

সম্পাদনা-নোট: চীনা প্রতিবেদনে দোকানদারের নাম 陈辉—বাংলায় চেন হুই। একটি প্রতিবেদনে নামের ভিন্ন প্রতিবর্ণীকরণ দেখা গেলেও সিএনআর ও জিয়াংসি ডেইলির প্রতিবেদনে 陈辉 ব্যবহৃত হয়েছে।





# ১৯০৪ সালের নোবেল

## সাহিত্য পুরস্কার

# West Cliff Holiday Outdoor Market



**Nov 27–28, 2026**

**10 AM–4 PM**

**Steamer Lane at Lighthouse Point**

*700 W Cliff Dr, Santa Cruz, CA 95060*

**FREE**

*Oceanfront holiday market featuring local artisans, handcrafted gifts and shopping overlooking Steamer Lane.*

পূর্ণ প্রতিবেদন

# ফ্রেদেরিক মিস্ত্রাল ও হোসে এচেগারাই: ভাষার স্মৃতি, নাটকের বিবেক



লেখকঃ মাঈন আহমেদ

সাহিত্যের ইতিহাসে কিছু পুরস্কার একই সঙ্গে দুই ভিন্ন জগতের দরজা খুলে দেয়। ১৯০৪ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ছিল তেমনই এক ঘটনা। পুরস্কারটি ভাগ করে পান ফ্রান্সের প্রোভঁসের কবি ও ভাষাতাত্ত্বিক ফ্রেদেরিক মিস্ত্রাল এবং স্পেনের নাট্যকার হোসে এচেগারাই। তাঁদের সাহিত্যভুবন ছিল আলাদা—একজন কবিতায় তুলে ধরেছেন দক্ষিণ ফ্রান্সের ভূপ্রকৃতি, ভাষা ও লোকজ জীবন; অন্যজন মঞ্চে এনেছেন বিবেক, কর্তব্য ও সামাজিক গুজবের অভিঘাত।

সুইডিশ একাডেমির মূল্যায়নেও এই ভিন্নতা স্পষ্ট। মিস্ত্রালকে সম্মানিত করা হয় তাঁর কবিতার মৌলিকতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মানুষের স্বদেশচেতনার প্রতিফলন এবং প্রোভঁসীয় ভাষা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য। এচেগারাইকে পুরস্কার দেওয়া হয় তাঁর স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল নাট্যরচনার মাধ্যমে স্প্যানিশ নাটকের মহান ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার স্বীকৃতি হিসেবে। ১৯০৪ ছিল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার যৌথভাবে দেওয়ার প্রথম বছর।

## প্রোভঁসের মাটি থেকে বিশ্বসাহিত্যে

ফ্রেদেরিক মিস্ত্রাল জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রোভঁস অঞ্চলের মাইয়ানে। তাঁর শৈশব কেটেছে কৃষিজীবনের কাছাকাছি—ঋতুর বদল, ক্ষেতের কাজ, গ্রামীণ রীতি ও প্রোভঁসীয় কথ্যভাষার মধ্যে। পরবর্তী জীবনে এই অভিজ্ঞতাই হয়ে ওঠে তাঁর সাহিত্যিক কল্পনার প্রধান উৎস।

তাঁর সময়ে ফরাসি ভাষা ছিল শিক্ষা, প্রশাসন ও জাতীয় জীবনের প্রধান ভাষা। প্রোভঁসীয়—যা বৃহত্তর অক্সিতাঁ ভাষাপরিবারের একটি রূপ—ক্রমে জনজীবনের প্রান্তে সরে যাচ্ছিল। মিস্ত্রাল বুঝেছিলেন, ভাষার সঙ্গে হারিয়ে যেতে পারে একটি জনগোষ্ঠীর স্মৃতি, কল্পনা ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ও। তাই তাঁর কাছে কবিতা ছিল শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যম নয়; ছিল নিজস্ব ভাষাকে মর্যাদা দেওয়ার এক সাংস্কৃতিক উদ্যোগ।

১৮৫৪ সালে মিস্ত্রাল ও আরও ছয়জন কবি Félibrige নামে একটি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এর লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ ফ্রান্সের অক্সিতাঁ ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসার। তবে মিস্ত্রালের অবদান কেবল আন্দোলন সংগঠনে সীমিত ছিল না। তিনি দেখিয়েছিলেন, স্থানীয় ভাষায় লেখা সাহিত্যও বিষয়, শিল্পমান ও আবেগের গভীরতায় আন্তর্জাতিক পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারে।

## মিরেইয়ো: প্রেমের আখ্যান, এক ভূখণ্ডের কণ্ঠ

১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয় মিস্ত্রালের বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা Mirèio—ফরাসি অনুবাদে Mireille। বারোটি গানে বা কান্তোতে বিন্যস্ত এই কাব্যের কেন্দ্রে রয়েছে মিরেইয়ো ও ভিনসাঁর প্রেম। তাদের সম্পর্কের পথে দাঁড়ায় সামাজিক অবস্থানের ব্যবধান। কিন্তু বইটি কেবল প্রেমের কাহিনি নয়। এর ভেতর দিয়ে মিস্ত্রাল পাঠককে নিয়ে যান প্রোভঁসের গ্রাম, মাঠ, নদী, উৎসব, বিশ্বাস ও কৃষিজীবনের ভেতরে।

প্রকৃতি এখানে নিছক দৃশ্যপট নয়—কাহিনির আবহ ও মানুষের জীবনের অংশ। ভূদৃশ্যের আলো, ঋতুর পরিবর্তন, লোকাচার ও মানুষের পরিশ্রম মিলে কবিতাটিকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অভিজ্ঞতায় গভীরভাবে প্রোথিত করেছে। সেই স্থানীয়তা সত্ত্বেও প্রেম, আকাঙ্ক্ষা ও বিচ্ছেদের অনুভূতি পাঠকের কাছে অপরিচিত থাকে না। এ কারণেই মিরেইয়ো প্রোভঁসের কবিতা হয়েও বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করতে পেরেছিল।

কাব্যটি প্রকাশের পর ইউরোপে পরিচিতি পায়; পরে ফরাসি সুরকার শার্ল গুনো এর কাহিনি অবলম্বনে Mireille অপেরা রচনা করেন। মিস্ত্রালের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পেছনে মিরেইয়োর ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে তাঁর নোবেল স্বীকৃতির পরিসর কেবল এই একটি কাব্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। একাডেমি তাঁর সামগ্রিক কবিকর্মের পাশাপাশি প্রোভঁসীয় ভাষা নিয়ে তাঁর বিদ্বৎকর্মকেও গুরুত্ব দিয়েছিল।

## কবির হাতে অভিধান, ভাষার জন্য প্রতিষ্ঠান

মিস্ত্রালের ভাষা-সংরক্ষণের কাজের অন্যতম বড় নিদর্শন Lou Tresor dóu Félibrige—প্রোভঁসীয় ও ফরাসি ভাষার একটি বিস্তৃত অভিধান। ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে এটি প্রকাশিত হয়। নানা অক্সিতাঁ উপভাষার শব্দ ও ভাষারূপ সংগ্রহ করে সাজানোর এই কাজ ছিল দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফল।

কবির পরিচয়ের পাশাপাশি মিস্ত্রাল তাই ছিলেন ভাষা-সংগ্রাহক ও অভিধানপ্রণেতা। তাঁর কাজের মধ্যে ছিল একটি স্পষ্ট বিশ্বাস: ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে হলে তাকে শুধু ঘরের কথায় সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না; কবিতা, অভিধান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় তার ব্যবহার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আজ বিশ্বের নানা প্রান্তে বহু ভাষা ও উপভাষা টিকে থাকার সংগ্রাম করছে। মিস্ত্রালের জীবন সেই আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত—স্থানীয় ভাষাকে ভালোবাসা মানে বৃহত্তর সংস্কৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া নয়। বরং ভাষার বৈচিত্র্যকে সাহিত্য ও জ্ঞানের পরিসরে নিয়ে এলে বিশ্বসাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়।

## এচেগারাই: বিজ্ঞান, রাষ্ট্র ও মঞ্চ

হোসে এচেগারাই জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩২ সালের ১৯ এপ্রিল, মাদ্রিদে। তাঁর জীবনপথ ছিল মিস্ত্রালের চেয়ে অনেক বেশি বহুমুখী। তিনি প্রকৌশলবিদ্যা পড়েন, গণিতের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন, অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন এবং স্পেনের সরকারি দায়িত্ব পালন করেন। পরে অর্থমন্ত্রীও হন। স্পেনের জাতীয় গ্রন্থাগারের জীবনীতে তাঁকে নাট্যকার, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও গণিতবিদ—এই চার পরিচয়েই তুলে ধরা হয়েছে।

নাটকের প্রতি আগ্রহ তাঁর তরুণ বয়স থেকেই ছিল, কিন্তু নাট্যকার হিসেবে তাঁর উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসে জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে। ১৮৭০-এর দশক থেকে তিনি ধারাবাহিকভাবে নাটক লিখতে শুরু করেন। তাঁর নাটকে প্রায়ই মুখোমুখি হয় ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক দায়, কর্তব্য ও বিবেক, সত্য ও জনমতের চাপ। যুক্তিবিদ্যা ও গণিতের চর্চা তাঁর নাটকের গঠনকে শৃঙ্খলিত করেছিল—যদিও মঞ্চে তাঁর শক্তি ছিল আবেগ ও নৈতিক সংঘাতেও।

এচেগারাইয়ের নাটকের জনপ্রিয়তা তাঁর সময়ে স্পেন ছাড়িয়ে ইউরোপেও পৌঁছায়। স্পেনের জাতীয় গ্রন্থাগারের তথ্য অনুযায়ী, তিনি ৬৭টি নাটক লিখেছিলেন; তাঁর নাটকগুলো ইউরোপের বিভিন্ন মঞ্চেও অভিনীত হয়। তবে পুরস্কারপ্রাপ্তির পর তাঁর সাহিত্যিক মর্যাদা নিয়ে স্পেনের লেখকসমাজে বিতর্কও তৈরি হয়েছিল। এই প্রতিক্রিয়া মনে করিয়ে দেয়, নোবেল স্বীকৃতি পেলেই সমকালীন সাহিত্যসমাজে কোনো লেখককে নিয়ে মতভেদ থেমে যায় না।

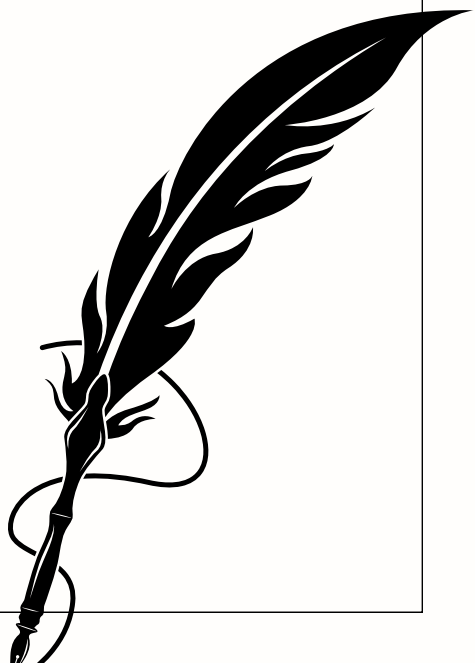

পূর্ণ প্রতিবেদন

# ফ্রেদেরিক মিস্ত্রাল ও হোসে এচেগারাই: ভাষার স্মৃতি, নাটকের বিবেক



লেখকঃ মাঈন আহমেদ

## দ্য গ্রেট গ্যালিওটো: গুজব যখন নাটকের চালিকাশক্তি

এচেগারাইয়ের বহুল আলোচিত নাটক El gran Galeoto—ইংরেজিতে The Great Galeoto—প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে। নাটকটির কেন্দ্রে রয়েছে গুজব ও অপবাদের ক্ষমতা: মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া সন্দেহ কীভাবে একটি সম্পর্ককে ঘিরে সামাজিক বিচার তৈরি করে এবং সেই বিচার কীভাবে সংশ্লিষ্ট মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করতে পারে।

শিরোনামের “গ্যালিওটো” শব্দটি মধ্যযুগীয় কাহিনির এক চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করে, যার ভূমিকা দুই প্রেমিকের মিলনে মধ্যস্থতাকারীর মতো। এচেগারাইয়ের নাটকে সমাজের কথাবার্তা, ইঙ্গিত ও পরচর্চাই যেন সেই মধ্যস্থতাকারীর জায়গা নেয়। মানুষের সম্পর্কের ওপর সমাজের দৃষ্টি কীভাবে চাপ সৃষ্টি করে, নাটকটি তা অনুসন্ধান করে।

গুজবের এই বিষয় আজকের পাঠকের কাছেও পরিচিত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাচাইহীন বক্তব্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে; ব্যক্তিগত জীবনকে জনসমক্ষে বিচার করার প্রবণতাও বাড়তে পারে। এচেগারাইয়ের নাটককে সেই বাস্তবতার সঙ্গে পাশাপাশি পড়া যায়—যদিও নাটকটি লেখা হয়েছিল আধুনিক ডিজিটাল যোগাযোগের বহু আগে।

তাঁর আরেকটি আলোচিত নাটক O locura o santidad—শিরোনামের আক্ষরিক অর্থ, “পাগলামি না পবিত্রতা?”—নৈতিক আদর্শ, ব্যক্তিগত আচরণ ও সামাজিক স্বীকৃতির টানাপোড়েনকে সামনে আনে। স্পেনের জাতীয় গ্রন্থাগারের তথ্য অনুযায়ী, নাটকটি স্টকহোমেও মঞ্চস্থ হয়েছিল; এচেগারাইয়ের কাজ ইউরোপীয় নাট্যমঞ্চে যে পরিচিতি পেয়েছিল, তা তারই একটি দৃষ্টান্ত।

## দুই সাহিত্যিক, দুই উত্তরাধিকার

১৯০৪ সালের নোবেল পুরস্কারের তাৎপর্য ছিল দুই আলাদা সাহিত্যিক প্রকল্পকে একই মঞ্চে স্বীকৃতি দেওয়া। মিস্ত্রাল কবিতা, ভাষা ও লোকজ সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে একটি আঞ্চলিক পরিচয়কে বিশ্বসাহিত্যের আলোচনায় এনেছিলেন। এচেগারাই নাটকের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক সংকট ও সামাজিক সম্পর্কের দ্বন্দ্বকে মঞ্চে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তাঁদের লেখার ভাষা ও শিল্পরীতি এক নয়। তবু দুজনের কাজেই সাহিত্য সংস্কৃতির স্মৃতি বহন করে, আবার সমকালীন পাঠককে প্রশ্নও করে। মিস্ত্রাল জিজ্ঞেস করান—কোন ভাষায় একটি জনগোষ্ঠী নিজেকে চিনতে শেখে? এচেগারাই দেখান—সমাজের বিচার, গুজব ও কর্তব্যবোধ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে কীভাবে প্রবেশ করে?

তাঁদের উত্তরাধিকারকে কেবল “একজন ভাষা বাঁচিয়েছেন, অন্যজন নাটককে পুনর্জীবিত করেছেন”—এভাবে সংক্ষেপ করলে তার জটিলতা কমে যায়। মিস্ত্রালের কাজ কবিতার শিল্পমূল্য ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিশ্রমকে একত্র করেছিল; এচেগারাইয়ের নাটক একদিকে সমকালীন দর্শকের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল, অন্যদিকে সাহিত্যিক মূল্য নিয়ে বিতর্কও উসকে দিয়েছিল। দুই ক্ষেত্রেই সাহিত্যিক স্বীকৃতি ছিল বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আলোচনার অংশ।

## উপসংহার

এক শতাব্দীরও বেশি আগে ১৯০৪ সালের নোবেল পুরস্কার যে দুই লেখককে পাশাপাশি এনেছিল, তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে আজও দুটি জরুরি প্রশ্ন ফিরে আসে: একটি ভাষা ও সংস্কৃতিকে কীভাবে ভবিষ্যতের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়? আর মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে সমাজের বিচার ও গুজব কত দূর পর্যন্ত প্রভাবিত করতে পারে?

ফ্রেদেরিক মিস্ত্রাল প্রোভঁসের ভাষা, ভূদৃশ্য ও লোকজ অভিজ্ঞতাকে কবিতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হোসে এচেগারাই নাট্যমঞ্চে এনেছিলেন বিবেক, কর্তব্য ও সামাজিক সম্পর্কের সংঘাত। তাঁদের সাহিত্যপথ আলাদা, কিন্তু দুজনেরই রচনায় স্থানীয় অভিজ্ঞতা বৃহত্তর মানবিক প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই কারণেই তাঁদের কাজ কেবল পুরস্কারের ইতিহাসে নয়, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দীর্ঘ আলোচনাতেও স্মরণীয়।

সম্পাদনাগত নোট: মূল খসড়ায় মিস্ত্রালের কাব্যকে “বারো খণ্ড” বলা হয়েছিল; তথ্যটি সংশোধন করে “বারোটি গান/কান্তো” করা হয়েছে। ১৯০৪ সালকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার যৌথভাবে দেওয়ার প্রথম বছর বলা হয়েছে—নোবেল পুরস্কারের সব বিভাগ মিলিয়ে প্রথম যৌথ পুরস্কার নয়। এচেগারাইয়ের নাট্যরচনা নিয়ে সমকালীন স্পেনীয় লেখকদের সমালোচনার কথাও যোগ করা হয়েছে, যাতে তাঁর সাহিত্যিক উত্তরাধিকারের বিতর্কিত দিকটি বাদ না পড়ে।

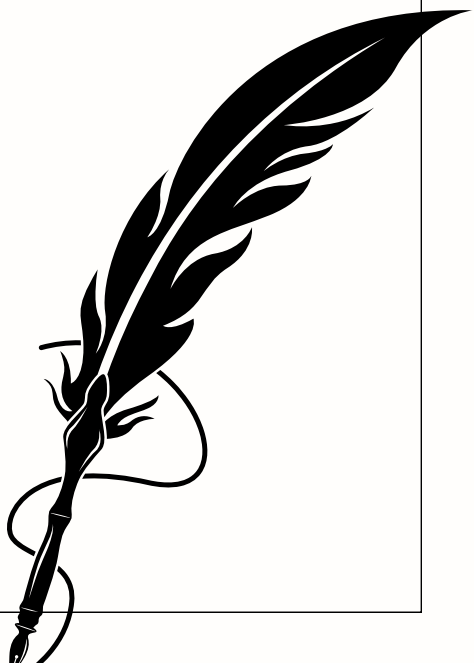

# জে কে হাউসের দাম কত?

## গৌতম সিংহানিয়ার মুম্বাইয়ের আবাসন

মিডিয়া-অনুমান:
**প্রায় ₹৬,০০০ কোটি**
নিশ্চিত মাজারদর নয়




ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

# একটি বাড়ি, যেন আকাশছোঁয়া টাওয়ার

জে কে হাউস • ব্রিচ ক্যান্ডি, মুম্বাই

প্রায়
**৩০ তলা**

প্রায়
**১৪৫ মিটার**

ব্যক্তিগত আবাসন
ও সংগ্রহশালা




ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিস্ময় সত্যের মুখোমুখি

# মুম্বাইয়ের আকাশে দুই ব্যক্তিগত সাম্রাজ্য

JK House ও অ্যান্টিলিয়া—বিলাসী আবাসন, স্থাপত্য আর মূল্য-অনুমানের গল্প

মুম্বাইয়ে জমি দুষ্প্রাপ্য, আর আকাশ যেন নতুন ঠিকানা। এই শহরেই ব্যক্তিগত আবাসন কখনো রূপ নিয়েছে আকাশছোঁয়া টাওয়ারে—যেখানে বাড়ির ধারণা ছাড়িয়ে আসে স্থাপত্য, সম্পদ, গোপনীয়তা এবং সামাজিক বৈপরীত্যের প্রশ্ন। JK House ও অ্যান্টিলিয়া সেই উল্লম্ব বিলাসের দুই আলোচিত নাম।

## JK House: বাড়ির ভেতর আরেক শহর

রেমন্ড গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম সিংহানিয়ার আবাসন JK House মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি এলাকায়। Council on Tall Buildings and Urban Habitat ভবনটির উচ্চতা ১৪২.৬ মিটার এবং তলার সংখ্যা ৩৬ হিসেবে নথিভুক্ত করেছে।

এই ভবনটি কেবল পরিবারের থাকার জায়গা হিসেবে পরিকল্পিত নয়। সংবাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিচের দিকের কয়েকটি তলা দোকান ও গাড়ি রাখার জন্য নির্ধারিত; ১৫ থেকে ১৮ তলা জুড়ে ২৬,৫০০ বর্গফুটের একটি সংগ্রহশালা করার পরিকল্পনাও ছিল। সেটি জনসাধারণের জন্য খোলার কথা নিয়ে মুম্বাইয়ের পৌর কর্তৃপক্ষ ও রেমন্ডের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। তবে প্রস্তাবিত সংগ্রহশালার উল্লেখকে চালু ও নিয়মিত জনসাধারণের জন্য খোলা জাদুঘর বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না।

JK House-এর দাম নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রায় ₹৬,০০০ কোটির অঙ্কটি ঘোরে। কিন্তু এটি নিশ্চিত বিক্রয়মূল্য নয়। সাম্প্রতিক কোনো প্রকাশ্য লেনদেন এই অঙ্ককে নির্দিষ্ট বাজারদর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেনি—তাই এটিকে অনুমান হিসেবেই দেখা উচিত।

এখানেই বড় বাড়ির গল্পের সঙ্গে বড় প্রশ্নটি আসে: একটি ভবনের মূল্য কি শুধু তার নির্মাণব্যয় ও জমির দামে মাপা যায়? মুম্বাইয়ের অভিজাত ঠিকানা, ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা, সংগ্রহ এবং পরিচিতি—সব মিলিয়েই এমন সম্পত্তিকে ঘিরে মূল্য-আলোচনা তৈরি হয়। কিন্তু সুনির্দিষ্ট বিক্রয় বা যাচাইকৃত মূল্যায়ন না থাকলে প্রচারিত অঙ্ককে নিশ্চিত মূল্য বলা যায় না।

## অ্যান্টিলিয়া: ব্যক্তিগত আকাশচুম্বীর পরিচয়

অ্যান্টিলিয়া মুকেশ আম্বানির পরিবারের মুম্বাইয়ের আবাস। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস একে বিশ্বের বৃহত্তম ও উচ্চতম ব্যক্তিগত বাড়ি হিসেবে নথিভুক্ত করেছে। সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, বাড়িটি ২৭ তলা ও ১৭৩ মিটার উঁচু; এর মোট বসবাসযোগ্য আয়তন প্রায় ৩৭ হাজার বর্গমিটার। ভবনটিতে ১৬৮টি গাড়ি রাখার জায়গা, তিনটি হেলিপ্যাড, একাধিক সুইমিং পুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও থিয়েটারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

অ্যান্টিলিয়ার নির্মাণব্যয় নিয়েও একাধিক অঙ্ক প্রকাশিত হয়েছে। তবে গিনেসের বিবরণেই বলা হয়েছে, প্রকৃত ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট অঙ্ক পরিষ্কার নয়। ফলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত উচ্চ মূল্যকে নিশ্চিত চূড়ান্ত খরচ হিসেবে না দেখে অনুমান হিসেবে ধরাই যুক্তিসংগত।

JK House ও অ্যান্টিলিয়াকে প্রায়ই একসঙ্গে আলোচনা করা হয়—কোনটি বেশি দামি, কোনটি বেশি উঁচু, কোনটিতে কত তলা। কিন্তু ব্যক্তিগত বাড়ির মূল্যায়ন প্রকাশ্য বাজার-লেনদেনের মতো স্বচ্ছ নয়। জমির অবস্থান, নির্মাণের ধরন, ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা এবং মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি বদলালে অনুমানও বদলে যায়। তাই একটি অঙ্ক ধরে নিশ্চিতভাবে "সবচেয়ে দামি" বলার আগে তার উৎস ও ভিত্তি জানা জরুরি।

## সম্পদের প্রদর্শন, না শহরের নতুন স্থাপত্য?

দুটি ভবনই দেখায়, মুম্বাইয়ে বিলাসী জীবনযাপন কীভাবে বিস্তৃত জমির বদলে উল্লম্ব স্থাপত্যে জায়গা করে নিচ্ছে। একটি ব্যক্তিগত বাড়ির ভেতরে পার্কিং, বাগান, বিনোদন, সংগ্রহশালা ও আবাসন—সবকিছুকে স্তরে স্তরে সাজানো হয়েছে। এ যেন ভবনের উচ্চতার সঙ্গে বাড়ির ধারণাকেও নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা।

তবে শহরের আকাশরেখায় এমন টাওয়ার শুধু বিস্ময় তৈরি করে না; ব্যক্তিগত সম্পদ, জমির ব্যবহার এবং নাগরিক পরিসরের সম্পর্ক নিয়েও ভাবায়। JK House-এর ক্ষেত্রে ভবনের অনুমোদন ও নির্মাণের কিছু দিক নিয়ে মুম্বাই পৌর কর্তৃপক্ষের আপত্তি এবং নির্মাণকাজে স্থগিতাদেশের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে এই স্থাপত্যের গল্পে বিলাসের পাশাপাশি নগর-নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বার্থের প্রসঙ্গও রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত "JK House-এর দাম কত?"—এর একক, নিশ্চিত উত্তর নেই। ₹৬,০০০ কোটির অঙ্কটি সংবাদমাধ্যমে প্রচলিত অনুমান; অ্যান্টিলিয়ার ক্ষেত্রেও নির্মাণব্যয়ের নির্দিষ্ট হিসাব সর্বজনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত নয়। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মুম্বাইয়ের এই দুই ব্যক্তিগত আবাস শুধু ধনসম্পদের প্রতীক নয়—এগুলো এমন এক শহরের ছবি, যেখানে আকাশের দিকে উঠতে উঠতে বাড়ি কখনো নিজেই হয়ে ওঠে এক ক্ষুদ্র জগৎ।



মুম্বাই • মুকেশ আম্বানির আবাস

# অ্যান্টিলিয়া: বাড়ি যখন ব্যক্তিগত আকাশচুম্বী

গিনেসের নথিতে বিশ্বের বৃহত্তম ব্যক্তিগত বাড়ি

২৭ তলা • মুল্য-অনুমান সুত্রভেদে ভিন্ন



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

চট্টগ্রামের
মেজবানি রান্না
খেয়েছেন
কি কখনো?






হলিউড

# জেমস বন্ডের একাল-সেকাল: সাম্রাজ্যের ছায়া থেকে অ্যামাজনের ০০৭



১৬ নভেম্বর ২০২৬—জেমস বন্ডের ভক্তদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওজ ঘোষণা করেছে, ড্যানিয়েল ক্রেগের উত্তরসূরি হচ্ছেন ব্রিটিশ অভিনেতা রবার্ট প্যাটিনসন। পরবর্তী ছবিতে তাঁকে পরিচালনা করবেন ডেনি ভিলনভ; চিত্রনাট্য লিখছেন Peaky Blinders-এর স্রষ্টা স্টিভেন নাইট। প্রযোজনায় অ্যামি পাসকাল ও ডেভিড হেইম্যান, নির্বাহী প্রযোজনায় তানিয়া লাপোয়েন্ট। ঘোষণাটি শুধু নতুন কাস্টিংয়ের খবর নয়—বন্ড-সিরিজের ইতিহাসে একটি নতুন ক্ষমতা-পর্বের সূচনাও।

প্যাটিনসন হবেন আনুষ্ঠানিক EON চলচ্চিত্র-সিরিজে জেমস বন্ড চরিত্রে অভিনয় করা সপ্তম অভিনেতা। তবে পর্দায় বন্ডের ইতিহাস আরও বিস্তৃত: ১৯৫৪ সালের মার্কিন টেলিভিশন নাট্যরূপে ব্যারি নেলসনও বন্ড হয়েছিলেন, আর ১৯৬৭ সালের ব্যঙ্গাত্মক Casino Royale-এ অভিনয় করেন ডেভিড নিভেন। এই দুটিকে সাধারণত ২৫-ছবির আনুষ্ঠানিক EON ধারার অংশ ধরা হয় না। তাই “সপ্তম বন্ড” কথাটি মূলত সেই ধারার হিসাবেই।

কেন একটি কাল্পনিক গুপ্তচরের নতুন অভিনেতা নির্বাচন বিশ্বজুড়ে এত আলোড়ন তোলে? কারণ জেমস বন্ড কেবল একজন নায়ক নন। ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি ব্রিটেনের আত্মপরিচয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, পুরুষত্বের ধারণা, প্রযুক্তির আকর্ষণ এবং বৈশ্বিক বিনোদন-ব্যবসার সঙ্গে বদলে যাওয়া এক সাংস্কৃতিক চরিত্র।

## বইয়ের পাতা থেকে ০০৭

জেমস বন্ডের স্রষ্টা ইয়ান ফ্লেমিং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করেন। তিনি ছিলেন নৌ-গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক অ্যাডমিরাল জন গডফ্রির সহকারী; যুদ্ধকালীন গোয়েন্দা পরিকল্পনা ও নানা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগের অভিজ্ঞতা তাঁর লেখায় ছাপ ফেলেছিল। যুদ্ধের পর সাংবাদিকতায় ফেরার পাশাপাশি তিনি গুপ্তচর-উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করেন। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত Casino Royale পাঠকের সামনে আনে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কর্মকর্তা জেমস বন্ডকে—কোড নম্বর ০০৭।

বন্ডের জন্ম হয়েছিল এমন এক সময়ে, যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পুরোনো ক্ষমতা দ্রুত কমছিল। ভারত স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে; এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলোতেও স্বাধীনতার দাবি জোরালো। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে নতুনভাবে সাজাচ্ছিল। পারমাণবিক অস্ত্র, গোপন তথ্য, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকা সাধারণ মানুষের কল্পনাতেও প্রবেশ করছিল।

এই প্রেক্ষাপটে বন্ডকে দেখা যায় ব্রিটেনের হারানো বৈশ্বিক ক্ষমতার এক কল্পিত পুনর্নির্মাণ হিসেবে। বাস্তব ব্রিটেনের প্রভাব সংকুচিত হচ্ছিল; কিন্তু ফ্লেমিংয়ের কাহিনিতে ব্রিটিশ এজেন্ট পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছুটে গিয়ে সংকটের কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারতেন। এই দ্বন্দ্বই চরিত্রটির একটি স্থায়ী আকর্ষণ: বন্ড একই সঙ্গে ব্রিটিশ আত্মবিশ্বাসের প্রতীক, আবার সাম্রাজ্য-উত্তর উদ্বেগের কাল্পনিক সমাধান।

## Dr. No: পর্দায় নতুন ধরনের নায়ক

প্রযোজক অ্যালবার্ট “কাবি” ব্রকোলি ও হ্যারি সল্টজম্যান প্রথমে Thunderball দিয়ে সিরিজ শুরু করতে চেয়েছিলেন। স্বত্বসংক্রান্ত জটিলতার কারণে পরিকল্পনা বদলে ১৯৬২ সালে তাঁরা নির্মাণ করেন Dr. No। শন কনারি অভিনীত ছবিটি শুধু একটি নতুন চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ছিল না; এর সঙ্গে তৈরি হয় বন্ড-সিনেমার পরিচিত দৃশ্যভাষা—শুরুর বন্দুকের নল, শিরোনাম-সিকোয়েন্স, মন্টি নরম্যানের সুর, জন ব্যারির সংগীতায়োজন, কেন অ্যাডামের নকশা করা বৃহৎ সেট এবং দ্রুতগতির অ্যাকশন। ছবিটি ৫ অক্টোবর ১৯৬২-তে যুক্তরাজ্যে মুক্তি পায়।

কনারির বন্ড ছিলেন সংযত, আত্মবিশ্বাসী এবং বিপদের মুখে শীতল। তাঁর পোশাক, উচ্চারণ, খাবার-পানীয়ের রুচি, গাড়ি ও অস্ত্র—সবই চরিত্রটির অভিজাত ভাবমূর্তির অংশ হয়ে ওঠে। From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball ও You Only Live Twice সেই ফর্মুলাকে বিস্তৃত করে। Goldfinger-এ অ্যাস্টন মার্টিন DB5-এর গোপন যন্ত্রপাতি বন্ডের প্রযুক্তিনির্ভর আকর্ষণের স্থায়ী প্রতীক হয়ে যায়।

তবে প্রাথমিক বন্ড-ছবিকে শুধু শীতল যুদ্ধের সরল প্রতিচ্ছবি বলা যাবে না। সোভিয়েত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও অনেক কাহিনিতে শত্রু ছিল কাল্পনিক অপরাধী সংগঠন SPECTRE, অস্ত্রব্যবসায়ী বা ব্যক্তিগত ক্ষমতালোভী চরিত্র। বন্ডের পৃথিবী তাই বাস্তব রাজনীতি থেকে উপাদান নিলেও তা ছিল বিনোদনের জন্য নির্মিত এক কল্পলোক—যেখানে আন্তর্জাতিক সংকটকে এক ব্যক্তির সাহস, বুদ্ধি ও সহিংসতা দিয়ে সামলানো যায়।

## এক চরিত্র, নানা যুগ

কনারির পর ১৯৬৯ সালের On Her Majesty's Secret Service-এ এক ছবির জন্য বন্ড হন জর্জ লেজেনবি। ছবিটি মুক্তির সময় তাঁর অভিনয় নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল; পরবর্তী সময়ে অনেকে ছবিটির আবেগী দিক ও বন্ডের ব্যক্তিগত ক্ষতির গল্পকে নতুন করে মূল্যায়ন করেছেন। এরপর কনারি ১৯৭১ সালে Diamonds Are Forever-এ ফিরে আসেন।

১৯৭৩ সালের Live and Let Die দিয়ে বন্ড হন রজার মুর। তাঁর বন্ডের মধ্যে ছিল হাস্যরস, আত্ম-পরিহাস ও অবাস্তব কাণ্ডের প্রতি অনায়াস সায়। ১৯৭০-এর দশক ও ১৯৮০-এর দশকের শুরুর দর্শকদের কাছে সেই হালকা ভঙ্গিই ছিল সিরিজের পরিচয়। মুর মোট সাতটি আনুষ্ঠানিক ছবিতে অভিনয় করেন—এখনও পর্যন্ত এক অভিনেতার বন্ড হিসেবে সর্বাধিক।

তারপর টিমোথি ডালটন দুটি ছবিতে চরিত্রটিকে আরও কঠোর ও সংযত করেন। The Living Daylights (১৯৮৭) ও Licence to Kill (১৯৮৯)-এ বন্ডের ব্যক্তিগত ক্ষোভ, আনুগত্য ও সহিংসতার পরিণতি বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৯৫ সালের GoldenEye দিয়ে আসেন পিয়ার্স ব্রসনান। তাঁর চার ছবির সময়ে বন্ডের প্রতিপক্ষের পরিচয়ও বদলায়: রাষ্ট্রের গুপ্তচরের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অপরাধ, অস্ত্র, সন্ত্রাস ও প্রযুক্তিনির্ভর ষড়যন্ত্র গুরুত্ব পায়।

## Octopussy: ভারতে বন্ড, আর পর্দায় কবীর বেদী

ভারতীয় দর্শকের কাছে বন্ড-সিরিজের বিশেষ স্মৃতি Octopussy (১৯৮৩)। ছবিটির ভারতীয় অংশের পটভূমি রাজস্থানের উদয়পুর; পিচোলা হ্রদ, প্রাসাদ ও ঐতিহাসিক স্থাপত্য ছবির দৃশ্যজগতে বড় ভূমিকা রাখে। ভারতীয় অভিনেতা কবীর বেদী অভিনয় করেন গোবিন্দ চরিত্রে—কামাল খানের বিশ্বস্ত সহযোগী। টেনিস তারকা বিজয় অমৃতরাজও অভিনয় করেন বন্ডের স্থানীয় সহযোগী বিজয় হিসেবে। ছবির কাহিনিতে উদয়পুর ও ভারতীয় চরিত্রগুলোর উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ক্যাটালগ।

গোবিন্দের সঙ্গে বন্ডের লড়াই এবং টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে বিজয়ের কৌতুকপূর্ণ দৃশ্য—দুটিই ছবির স্মরণীয় অংশ। কবীর বেদী তখন Sandokan টেলিভিশন সিরিজের মাধ্যমে ইউরোপে পরিচিত মুখ। তাঁর উপস্থিতি বন্ড-সিরিজে ভারতীয় দর্শকের জন্য এক পরিচিত সংযোগ তৈরি করেছিল।

তবু ছবিটির ভারত-চিত্রায়ণকে তার সময়ের দৃষ্টিতে পড়া জরুরি। এখানে ভারতকে প্রাসাদ, রাজা-রাজড়া, রঙিন পোশাক, রহস্য ও বৈচিত্র্যের দৃশ্যপটে সাজানো হয়েছে। এই ছবি ভারতীয় সমাজের পূর্ণতা বা দৈনন্দিন বাস্তবতা নয়; বরং বিদেশি দর্শকের জন্য নির্মিত এক কল্পিত, রোমাঞ্চকর স্থান। তাই Octopussy একই সঙ্গে ভারতীয় শিল্পীর আন্তর্জাতিক উপস্থিতির স্মারক এবং হলিউডি দৃষ্টিতে ভারতকে “বহিরাগত” করে দেখানোর উদাহরণ।

**২০০৬ সালে Casino Royale দিয়ে ড্যানিয়েল ক্রেগ বন্ডের ভূমিকায় আসেন। শুরুতে তাঁর নির্বাচন নিয়ে আপত্তি উঠেছিল—কেউ কেউ তাঁকে প্রচলিত চটকদার বন্ড-চেহারার সঙ্গে মেলাতে পারেননি। কিন্তু প্রথম ছবিতেই সিরিজটি বন্ডের শুরুতে ফিরে যায়: কীভাবে তিনি ০০-এজেন্ট হন, কীভাবে তাঁর আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়, এবং ব্যক্তিগত আঘাত কীভাবে তাঁর চরিত্রকে বদলে দেয়। ছবিটি ফ্লেমিংয়ের প্রথম উপন্যাসের নাম নিলেও আধুনিক সময়ের কাহিনি হিসেবে নতুন করে নির্মিত হয়।**




PRAN
JUICE
Tastes
Refreshingly
Natural!
PRAN
Jus
Mango
Flavoured Drink
ENRICHED WITH VITAMIN A & C
PRAN
Jus
Mango
Flavoured Drink

DOMINO'S PIZZA

# DOMINO'S

HOT & FRESH • FRESHLY BAKED



ORIGINAL HAND-TOSSED

চার বিবাহের অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুললেন জেনিফার লোপেজ:

# ‘কঠিন, হতাশাজনক’

মাহবুব আহমেদ। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি



বিচ্ছেদকে স্মৃতির বাইরে ঠেলে দেওয়া যায় না—কিন্তু সেই স্মৃতির সঙ্গে কীভাবে বাঁচতে হয়, তা বেছে নেওয়া যায়। গায়িকা ও অভিনেত্রী জেনিফার লোপেজ সম্প্রতি তাঁর চারটি বিয়ে ও বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এমনই এক ব্যক্তিগত হিসাবের সামনে দাঁড়িয়েছেন: সম্পর্কগুলো ছিল “কঠিন” ও “হতাশাজনক”, কিন্তু সেগুলোতে তিনি নিজের ভালোবাসা ও আচরণ নিয়ে লজ্জিত নন।

১৭ নভেম্বর প্রকাশিত Friends Keep Secrets পডকাস্টে বেনি ব্লাঙ্কো, লিল ডিকি ও ক্রিস্টিন বাতালুকোর সঙ্গে কথোপকথনে লোপেজ বলেন, জীবনের কষ্টকর সময়েও এমনভাবে আচরণ করা জরুরি, যাতে পরে ফিরে তাকিয়ে নিজের প্রতি সম্মান রাখা যায়। বিচ্ছেদের যন্ত্রণা কাউকে আঘাত করার প্ররোচনা দিতে পারে—তবু তাঁর চেষ্টা ছিল নিজের মানদণ্ড ধরে রাখা। পডকাস্টের মূল পর্ব এবং সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলোতে তাঁর বক্তব্যের এই দিকটি উঠে এসেছে।



Santa Cruz County Fairgrounds

# Holiday Lights

**A Magical Drive-Through Holiday Light Experience!**

**Starts**
**Nov 27, 2026**
Select dates through Dec 24

**5:30 – 9 PM**
(Drive-through nights)

**Santa Cruz County Fairgrounds**
2601 E Lake Ave,
Watsonville, CA 95076

**PAID**
Approx.
$11.50 – $42

Half-mile drive-through holiday light experience featuring giant Christmas trees, tunnels, Santa, reindeer and illuminated displays.




চিকেন ভুনা খিচুড়ি
চিকেন বিরিয়ানি
প্রাণ
গুঁড়া মশলা
প্রাণ
গুঁড়া মশলা

## খ্যাতির আলো, ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতা

লোপেজের ব্যাখ্যায়, তাঁর সম্পর্কগুলোর পেছনে ছিল স্থিতি ও আন্তরিক সঙ্গের আকাঙ্ক্ষা। দীর্ঘদিনের খ্যাতি তাঁকে কখনো কখনো “ভাসমান” বা দিশাহীন বোধ করিয়েছে—চারপাশে মানুষ থাকলেও তার মানে এই নয় যে নিঃসঙ্গতা থাকে না। তিনি এমন একজন সঙ্গী চেয়েছিলেন, যিনি কেবল তাঁর কাজের জগতে যুক্ত নন, সত্যিই তাঁর সঙ্গে সময় কাটাতে চান।

এই স্বীকারোক্তি তাঁর বিয়েগুলোর কারণ বা প্রতিটি সম্পর্কের ভাঙনের পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়; এটি তাঁর নিজের উপলব্ধির বিবরণ। একটি পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শোনা যায়, কিন্তু সেখান থেকে অন্য পক্ষের উদ্দেশ্য বা সম্পর্কের অন্তর্গত জটিলতা নির্ধারণ করা যায় না। লোপেজও সাবেক সঙ্গীদের বিরুদ্ধে বিস্তারিত অভিযোগ তোলেননি; বরং নিজের শেখা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেছেন।

## চার বিয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

লোপেজের প্রথম বিয়ে হয় ওজানি নোয়ার সঙ্গে, ১৯৯৭ সালে; সম্পর্কটি এক বছরেরও কম সময়ে শেষ হয়। ২০০১ সালে তিনি নৃত্যশিল্পী ক্রিস জাডকে বিয়ে করেন, বিচ্ছেদ হয় ২০০৩ সালে। ২০০৪ সালে গায়ক মার্ক অ্যান্থনিকে বিয়ে করেন; তাঁদের যমজ সন্তান ম্যাক্স ও এমি ২০০৮ সালে জন্মায়। দম্পতি ২০১১ সালে বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন, বিবাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন হয় ২০১৪ সালে।

অভিনেতা বেন অ্যাফ্লেকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গল্প ছিল আরও দীর্ঘ বিরতির পর পুনর্মিলনের। ২০০০-এর দশকের শুরুতে তাঁদের বাগদান ভেঙে যায়; প্রায় দুই দশক পর তাঁরা আবার এক হন এবং ২০২২ সালে বিয়ে করেন। লোপেজ ২০২৪ সালের আগস্টে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আদালত ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে সমঝোতা অনুমোদন করে এবং বিচ্ছেদ কার্যকর হয় ২১ ফেব্রুয়ারি।

এই তথ্যগুলো সম্পর্কের সময়রেখা প্রতিষ্ঠা করে; তবে সম্পর্ক ভাঙার ব্যক্তিগত কারণ সম্পর্কে অনুমান করার ভিত্তি দেয় না। বিশেষত অ্যাফ্লেকের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে নানা জল্পনা থাকলেও, লোপেজের সাম্প্রতিক বক্তব্যে তিনি সেই সম্পর্কের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে চাননি। তাঁর নিজের ভাষায়, শেষ সম্পর্কের অভিজ্ঞতা “সব দিক থেকেই” হতাশাজনক ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে আর গভীরে যেতে চান না। সেই সীমারেখাটিও প্রতিবেদনের অংশ—ব্যক্তিগত কষ্টের বিবরণ প্রকাশ করার অধিকার যেমন তাঁর, তেমনি কিছু কথা নিজের কাছে রাখার অধিকারও আছে।

## বিচ্ছেদকে ব্যর্থতার একমাত্র মাপকাঠি না করা

লোপেজের চারটি বিয়ে শেষ হয়েছে—এটি যাচাইযোগ্য তথ্য। কিন্তু তা থেকে তাঁর চরিত্র, ভালোবাসার সামর্থ্য বা সম্পর্কের মূল্য সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় টানা যায় না। পডকাস্টে তিনি নিজেকে একসময় “এক সম্পর্ক থেকে আরেক সম্পর্কে যাওয়া” মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেন, যিনি বারবার “সেই ঠিক জিনিসটি” খুঁজেছেন। এখন তিনি একা থাকার অভিজ্ঞতা ও নিজের আচরণগত ধরন নতুন করে বুঝতে চাইছেন।

এই বয়ানকে আত্মসমালোচনা বলা যায়, তবে আত্মদোষারোপ নয়। তিনি বলেন, কষ্টের মধ্যেও নিজের কাজের দায় নেওয়া এবং ভবিষ্যতে কী বদলানো যায় তা বোঝা জরুরি। এটি তাঁর ব্যক্তিগত শিক্ষা; বিচ্ছেদের জন্য কোনো সর্বজনীন সূত্র নয়। সম্পর্কের ভাঙন সাধারণত দুজন মানুষের জীবন, সিদ্ধান্ত ও পরিস্থিতির জটিল ফল—একজনের জনসমক্ষে বলা কথায় পুরো গল্প ধরা পড়ে না।

লোপেজ আরও জানান, তাঁর সন্তানদের সঙ্গে নতুন সঙ্গীর সন্তানদের সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তিনি ভালোবাসা ও পারস্পরিক যত্নকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সাবেক স্বামী অ্যান্থনির সঙ্গে তাঁর যমজ সন্তান এখন প্রাপ্তবয়স্কতার দ্বারপ্রান্তে; সন্তানদের ওপর যৌথ অভিভাবকত্ব ও পারিবারিক পরিবর্তনের প্রভাব তাঁর জীবনের আরেকটি বাস্তবতা। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোনো ব্যক্তিগত অভিযোগ করেননি, কিংবা সন্তানদের অভিজ্ঞতার বিস্তারিত প্রকাশ করেননি।

## এখন একা থাকার দিকে মন

এত বছর সম্পর্ক ও পরিবারকেন্দ্রিক জীবন কাটানোর পর, লোপেজ বলেছেন, তিনি এখন একা থাকার স্বাধীনতা শিখছেন। ভবিষ্যতে প্রেমের সম্ভাবনা পুরোপুরি নাকচ করছেন না, তবে আপাতত নতুন সম্পর্কে যাওয়ার তাড়া নেই। তাঁর বক্তব্যে বিয়েকে রূপকথার সমাপ্তি হিসেবে দেখার বদলে, দৈনন্দিন উপস্থিতি, ধারাবাহিকতা ও নিরাপত্তাকে ভালোবাসার মাপকাঠি হিসেবে ভাবার ইঙ্গিত আছে।

এখানে তাঁর ব্যক্তিগত গল্পের বাইরে একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক বিষয়ও আছে: তারকাদের সম্পর্ক জনসমক্ষে বিনোদনের উপাদান হয়ে ওঠে, অথচ তারকারাও ব্যক্তিগত জীবনের ভাঙন ও পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে যান। লোপেজের পরিচিতি তাঁকে সাক্ষাৎকারের মঞ্চ দিয়েছে; একই পরিচিতি তাঁর প্রতিটি সম্পর্ককে জনতার বিচার ও কৌতূহলের সামনে রেখেছে। তাই তাঁর কথাকে সংবেদনশীলভাবে পড়া জরুরি—আবেগের শিরোনাম বানিয়ে নয়, বরং নিজের জীবনের অর্থ খোঁজার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে।



## Leadership Development Series

# COMMUNITY COLLEGE

# *Leadership Symposium*















University of La Verne | LaFetra College of Education


রইদ
ROID
NAZIFA TUSHI
2026 SNOW LEOPARD AWARD | BEST ACTRESS
ASIAN WORLD FILM FESTIVAL • LOS ANGELES

# ‘রইদ’

## এ অভিনয়ের জন্য লস অ্যাঞ্জেলেসে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেন নাজিফা তুষি

লস অ্যাঞ্জেলেস, ২১ নভেম্বর ২০২৬ — বাংলাদেশের অভিনেত্রী নাজিফা তুষি ‘রইদ’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য এ বছরের এশিয়ান ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (AWFF) সেরা অভিনেত্রীর স্নো লেপার্ড অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন। উৎসবের প্রকাশিত বিজয়ী তালিকায় তাঁর নাম ও ছবিটির নাম রয়েছে। ১২তম আসরটি ১২ থেকে ১৯ নভেম্বর লস অ্যাঞ্জেলেসের কালভার সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়।

মেজবাউর রহমান সুমন পরিচালিত ‘রইদ’-এ তুষি অভিনয় করেছেন সাধুর স্ত্রীর চরিত্রে। চলচ্চিত্রটির গল্পে দেখা যায়, প্রত্যন্ত গ্রামীণ জীবনে এক কৃষক তাঁর স্ত্রীকে বারবার দূরের জায়গায় রেখে আসেন; কিন্তু প্রতিবারই তিনি ফিরে আসেন। মিসাফ (MISAFF) ও এশিয়ান ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ছবির পরিচিতিতে লোককথা, ধর্মীয় অনুষঙ্গ এবং গ্রামীণ জীবনের ছন্দকে গল্পটির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

AWFF-এর পুরস্কার তালিকায় তুষি সেরা অভিনেত্রী বিভাগে স্বীকৃতি পেয়েছেন। একই আসরে সেরা চলচ্চিত্র, সেরা অভিনেতা, জুরি পুরস্কার ও সেরা চিত্রনাট্যের জন্যও আলাদা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ফলে তুষির প্রাপ্তিটি উৎসবের অভিনয়-শাখার স্বীকৃতি—সমগ্র উৎসবের একক সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার নয়।

এটি ‘রইদ’-এর জন্য কানাডার পর আরেকটি অভিনয়-স্বীকৃতি। অক্টোবরে মিসাফের ১২তম আসরে তুষি সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পান; ছবিটি সেখানে সেরা চিত্রগ্রহণ ও সেরা সংগীতের পুরস্কারও জেতে বলে একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।

ছবিটির আন্তর্জাতিক যাত্রাও পুরস্কারের বাইরেও বিস্তৃত। ২০২৬ সালের রটারডাম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের টাইগার প্রতিযোগিতায় ‘রইদ’ নির্বাচিত হয়েছিল। উৎসবের আনুষ্ঠানিক তথ্য অনুযায়ী, এটি বাংলাদেশের ৯৯তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে জমা দেওয়া ছবি। তবে একটি দেশের আনুষ্ঠানিক জমা হওয়া মানেই অস্কারের চূড়ান্ত মনোনয়ন নয়; মনোনয়ন ও পুরস্কারের ধাপ তখনো বাকি।

তুষির অভিনয়কে ঘিরে এই ধারাবাহিক স্বীকৃতি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক উৎসবের আলোচনায় রাখছে। একই সঙ্গে ছবিটির কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র—যাকে আশপাশের মানুষ মানসিক অসুস্থতার কারণে কলঙ্কিত ভাষায় বর্ণনা করে—সেই উপস্থাপনাও গুরুত্বপূর্ণ। চলচ্চিত্রের গল্প ও অভিনয় নিয়ে আলোচনা যেন চরিত্রটির মানবিক অভিজ্ঞতাকে সামনে আনে, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কারকে পুনরাবৃত্তি না করে—এটি দর্শক ও সমালোচকের বিবেচনার বিষয়।



# Roaring Camp Holiday Tree Walk



**Nov 27–29, 2026** + select December dates

**Train departures:** 10:30 AM, 12 PM & 1:30 PM

**Roaring Camp Railroads**
5400 Graham Hill Rd, Felton, CA 95018

**PAID** — approx. $28.57–$44.47

*Ride a steam train through the redwoods to Bear Mountain, meet Santa, enjoy hot cider and seasonal activities.*






# THE BEST BREAK STARTS WITH SPACE.

# বিশ্বকে পড়ুন, বাংলায়।

বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি




সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
WEEKLY DIGITAL

californierchithi.com


grand theft auto
VI

দীর্ঘ ১৩ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বিশ্ববাজারে মুক্তি পেয়েছে বহুল প্রতীক্ষিত ভিডিও গেম Grand Theft Auto VI (GTA 6)। ২০২৬ সালের ১৯ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে গেমটি প্রকাশ করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান রকস্টার গেমস। প্লেস্টেশন ৫ এবং এক্সবক্স সিরিজ এক্স|এস ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত হওয়া এই গেমকে ঘিরে বিশ্বজুড়ে গেমারদের মধ্যে তৈরি হয়েছে ব্যাপক উন্মাদনা।

দীর্ঘ ১৩ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বিশ্ববাজারে মুক্তি পেয়েছে বহুল প্রতীক্ষিত ভিডিও গেম Grand Theft Auto VI (GTA 6)। ২০২৬ সালের ১৯ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে গেমটি প্রকাশ করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান রকস্টার গেমস। প্লেস্টেশন ৫ এবং এক্সবক্স সিরিজ এক্স|এস ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত হওয়া এই গেমকে ঘিরে বিশ্বজুড়ে গেমারদের মধ্যে তৈরি হয়েছে ব্যাপক উন্মাদনা।

## ফিরেছে ভাইস সিটি, নতুন গল্পে জেসন ও লুসিয়া

GTA 6-এর গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র জেসন ডুভাল ও লুসিয়া কামিনোস। অপরাধ, ষড়যন্ত্র এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে তাদের সম্পর্ক ও টিকে থাকার সংগ্রামকে ঘিরে এগিয়েছে গেমটির কাহিনি।
গেমটির পটভূমি কাল্পনিক অঙ্গরাজ্য লিওনিডা, যার অন্যতম প্রধান শহর ভাইস সিটি। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা ও মায়ামির পরিবেশ থেকে অনুপ্রাণিত এই শহরে আধুনিক নগরজীবন, সমুদ্রসৈকত, বিনোদনজগৎ এবং অপরাধপ্রবণ এলাকার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।

## প্রযুক্তি ও গ্রাফিকসে বড় পরিবর্তন

গেমটির অন্যতম আকর্ষণ এর বিস্তৃত উন্মুক্ত জগৎ, উন্নত ভিজ্যুয়াল এবং পরিবেশের বিস্তারিত উপস্থাপন। চরিত্রের অভিব্যক্তি, শহরের ব্যস্ততা, যানবাহন এবং চারপাশের পরিবেশকে আরও বাস্তবসম্মতভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে রকস্টার।
মুক্তির আগে গেমটির ডিজিটাল সংস্করণের জন্য সর্বোচ্চ ২১২ জিবি পর্যন্ত জায়গা প্রয়োজন হতে পারে বলে জানিয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি।

## অর্থনীতিতেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু

GTA 6 শুধু বিনোদন নয়, বৈশ্বিক ভিডিও গেম শিল্পের অর্থনৈতিক সম্ভাবনারও বড় আলোচ্য বিষয়। সংবাদমাধ্যম অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদনে গেমটির মুক্তিকে ঘিরে বিপুল প্রত্যাশা, ডিজিটাল ডাউনলোডের চাপ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের বাজারে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার কথা উঠে এসেছে।

## সামনে কী?

GTA 6-এর মুক্তি গেমিং শিল্পে নতুন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। তবে গেমটির ভবিষ্যৎ সাফল্য নির্ভর করবে খেলোয়াড়দের দীর্ঘমেয়াদি অভিজ্ঞতা, অনলাইন সুবিধা, নতুন কনটেন্ট এবং নির্মাতাদের নিয়মিত সমর্থনের ওপর।
সব মিলিয়ে, GTA 6 কেবল একটি নতুন ভিডিও গেমের প্রকাশ নয়; এটি দীর্ঘ প্রতীক্ষা, প্রযুক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আধুনিক গেমিং সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৩ বছরের অপেক্ষার পর এখন প্রশ্ন একটাই—রকস্টার গেমস কি প্রত্যাশার চেয়েও বড় কিছু উপহার দিতে পেরেছে?



# Bay Area Events

## November 2026 (Part 2)

*San Francisco • San Jose • East Bay • North Bay • Napa/Sonoma • Santa Cruz*

*major verified events & details happening in November 2026.*



**Bay Area • November 2026**

# The Carpenters Songbook: At Christmas

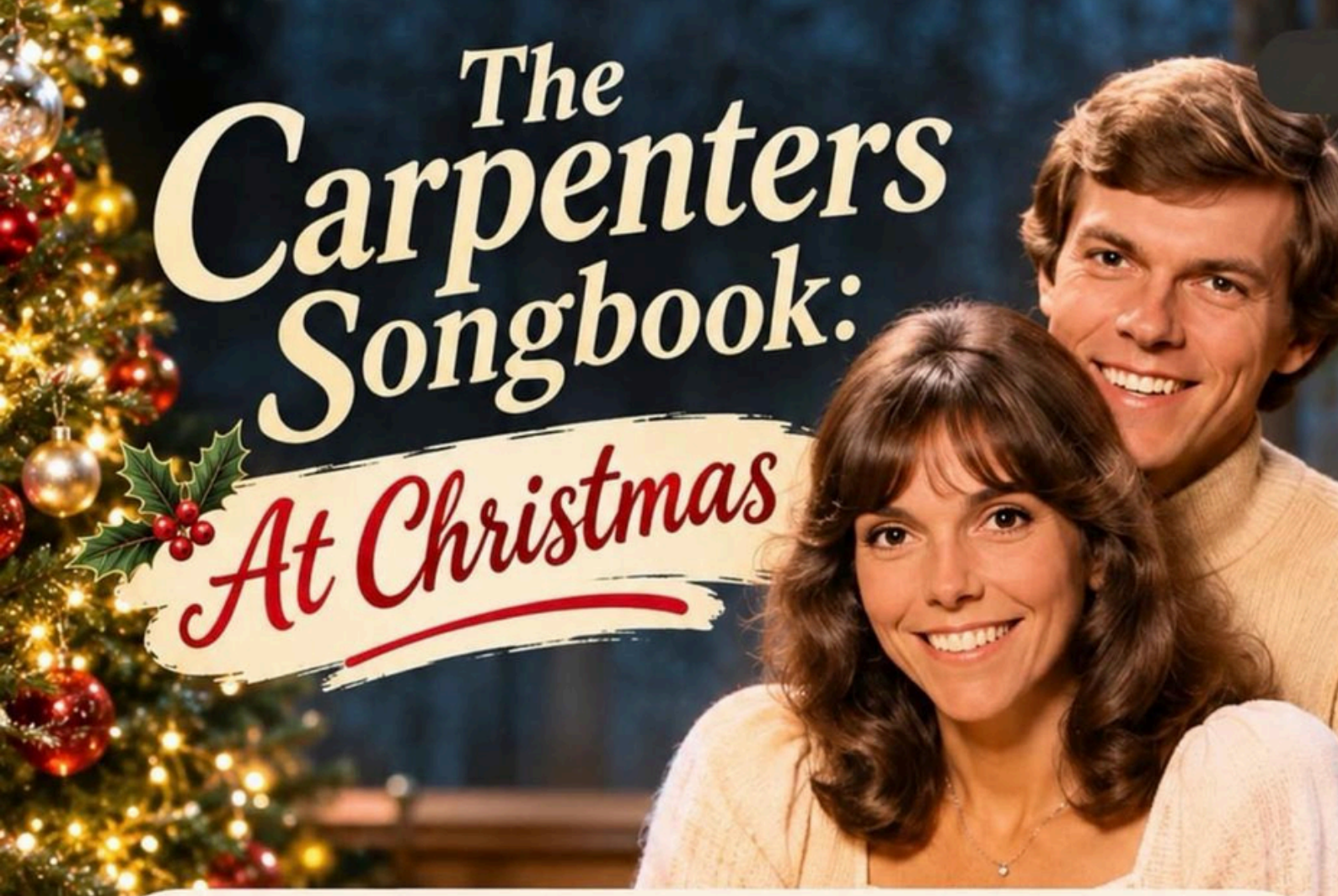

**Nov 27, 2026** | **7 PM**

**Center for the Performing Arts**
255 S Almaden Blvd,
San Jose, CA 95113

**PAID**

Live tribute celebrating The Carpenters' biggest hits plus their beloved Christmas music with a full band and storytelling.







# ক্রিকেট: পাকিস্তানের সিরিজ জয়, অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যাবর্তন —বাংলাদেশের হতাশা

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৬–২২ নভেম্বরের সপ্তাহটি ছিল নানা রকম ফলাফলে ভরপুর। টেস্ট ক্রিকেটে পাকিস্তানের দাপুটে জয়, ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডের সিরিজ নিশ্চিত করা এবং টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার ঘুরে দাঁড়ানো—সব মিলিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য ছিল ব্যস্ত সময়।

সপ্তাহের অন্যতম আলোচিত ঘটনা পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার দ্বিতীয় টেস্ট। রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ নিজেদের করে নেয় পাকিস্তান। প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কা মাত্র ৯৮ রানে অলআউট হয়ে বড় বিপদে পড়ে। পাকিস্তানের পেসার মোহাম্মদ আব্বাস দুর্দান্ত বোলিং করে ম্যাচসেরার স্বীকৃতি পান। দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কা ৩১৬ রান করলেও পাকিস্তানের সামনে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় মাত্র ৯০। স্বাগতিকরা দুই উইকেট হারিয়ে সেই লক্ষ্য পূরণ করে।

অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ানডে সিরিজে দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছে ইংল্যান্ড। ১৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত তৃতীয় ওয়ানডেতে ইংল্যান্ড ৩২৮ রান সংগ্রহ করে। জবাবে অস্ট্রেলিয়া ২৩১ রানে অলআউট হয়। ফলে ৯৭ রানের জয় নিয়ে ২–১ ব্যবধানে সিরিজ নিশ্চিত করে ইংল্যান্ড। ম্যাচে বেন ডাকেটের ১৩৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
তবে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় অস্ট্রেলিয়া। ২১ নভেম্বর মেলবোর্নে ইংল্যান্ডের ১৮৭ রানের জবাবে ১৯.৫ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় স্বাগতিকরা। তিন উইকেটের এই জয় সিরিজে নতুন উত্তেজনা তৈরি করেছে।

বাংলাদেশের জন্য সপ্তাহটি ছিল হতাশার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জোহানেসবার্গ টেস্টে ৯ উইকেটে পরাজিত হয়েছে বাংলাদেশ। প্রথম ইনিংসে তাওহিদ হৃদয়ের ১৩৭ এবং লিটন দাসের ১২০ রানের ইনিংস দলকে ৪০০ রানের সংগ্রহ এনে দিলেও দক্ষিণ আফ্রিকার ৫৫৭ রানের জবাবে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৮ রানে অলআউট হওয়ায় বড় পরাজয় এড়ানো সম্ভব হয়নি।







# ফুটবল: ইউরোপীয় লড়াইয়ে চমক, চেলসিকে হারিয়ে লিডসের বড় জয়

ইউরোপীয় ফুটবলে ব্যস্ত আরেকটি সপ্তাহ পার করল বিশ্বের শীর্ষ ক্লাবগুলো। আন্তর্জাতিক বিরতির পর ঘরোয়া লিগে ফিরেই একাধিক চমক উপহার দিয়েছে দলগুলো। বিশেষ করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে চেলসির বড় পরাজয়, আর্সেনালের পয়েন্ট হারানো এবং ম্যানচেস্টার সিটির ড্র সপ্তাহের আলোচিত ঘটনা হয়ে উঠেছে।

২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ম্যাচে সবচেয়ে বড় চমক দেখিয়েছে লিডস ইউনাইটেড। চেলসির মাঠে ৪–১ গোলের দুর্দান্ত জয় তুলে নেয় দলটি। আক্রমণাত্মক ফুটবল ও কার্যকর ফিনিশিংয়ের মাধ্যমে চেলসির রক্ষণভাগকে বারবার বিপাকে ফেলে লিডস। অন্যদিকে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে ২–২ গোলে ড্র করেছে আর্সেনাল। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে দুই দলই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও শেষ পর্যন্ত কেউ পূর্ণ তিন পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি।

এদিকে ফুলহামের বিপক্ষে ১–১ গোলে ড্র করেছে ম্যানচেস্টার সিটি। টটেনহ্যাম ২–০ গোলে ইপসউইচকে হারিয়েছে। বোর্নমাউথ ২–০ গোলে নটিংহ্যাম ফরেস্টকে পরাজিত করেছে। একই দিনে কোভেন্ট্রি ৩–২ গোলে ক্রিস্টাল প্যালেসকে হারিয়ে চমক দেখায়।
আন্তর্জাতিক ফুটবলেও ছিল বড় ব্যবধানের জয়। ১৬ নভেম্বর জার্মানি ৫–০ গোলে নেদারল্যান্ডসকে বিধ্বস্ত করে। ১৭ নভেম্বর আর্জেন্টিনা ৭–০ গোলে কোস্টারিকাকে এবং ব্রাজিল ৭–০ গোলে সিঙ্গাপুরকে হারায়। পর্তুগাল ৩–২ গোলে ওয়েলসকে পরাজিত করে।

সপ্তাহের শেষ দিন ২২ নভেম্বর লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ম্যাচ ঘিরেও সমর্থকদের আগ্রহ রয়েছে।
সব মিলিয়ে এই সপ্তাহের ফুটবল দেখিয়েছে, বড় দলের নাম কিংবা অতীত সাফল্য নয়—মাঠের পারফরম্যান্সই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে।


grand
theft
auto
VI


HEINZ
57
VARIETIES
HEINZ
EST 1869
TOMATO
KETCHUP
HEINZ
America's Favorite Ketchup™
NET WT 14 OZ-397 GRAMS
HEINZ
1869
TOMATO
KETCHUP

ভিডিও গেমের প্রতি উন্মাদনা কতটা হতে পারে, তারই এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ তৈরি করেছেন জনপ্রিয় মার্কিন ইউটিউবার ও লাইভস্ট্রিমার IShowSpeed। বহুল প্রতীক্ষিত ভিডিও গেম GTA 6 খেলতে টানা প্রায় ৫২ ঘণ্টার লাইভস্ট্রিম করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছেন তিনি। গেমটির গল্প শেষ না করা পর্যন্ত লাইভ বন্ধ না করার ঘোষণা দিয়ে শুরু করা এই আয়োজন শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় এক দীর্ঘ গেমিং ম্যারাথনে।

## ১২ ঘণ্টার পরিকল্পনা, শেষ পর্যন্ত ৫২ ঘণ্টা!

প্রথমে প্রায় ১২ ঘণ্টা গেম খেলার পরিকল্পনা করেছিলেন Speed। কিন্তু দর্শকদের বিপুল আগ্রহ এবং নিজের গেমিং উত্তেজনায় সেই সময়সীমা ছাড়িয়ে যায়। ১৮ নভেম্বর ২০২৬-এ শুরু হওয়া এই লাইভস্ট্রিম চলে দুই দিনেরও বেশি সময়।

লাইভ চলাকালে তিনি GTA 6-এর বিভিন্ন মিশন, চরিত্র এবং গেমের গল্প নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া দর্শকদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। মাঝপথে তাঁর প্লেস্টেশন ৫ কনসোল ক্র্যাশ করায় তৈরি হয় উদ্বেগ। তবে গেমের অটোসেভ সুবিধার কারণে শেষ পর্যন্ত অগ্রগতি হারাতে হয়নি তাঁকে।

## শেষ মুহূর্তে আবেগপ্রবণ Speed

দীর্ঘ সময় খেলার পর অবশেষে GTA 6-এর মূল গল্প শেষ করেন Speed। গেমের সমাপ্তি দেখার পর তাঁকে আবেগপ্রবণ হতে দেখা যায়। ৫২ ঘণ্টার এই অভিজ্ঞতা নিয়ে দর্শকদের সামনে নিজের বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি।

লাইভস্ট্রিম শেষ করার আগে আরও একটি চমক দেন Speed। সামনে বড় একটি ঘোষণা আসছে বলে ইঙ্গিত দিলেও সেটি কী বিষয়ে, তা প্রকাশ করেননি। ফলে তাঁর পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে ভক্তদের মধ্যে নতুন কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

## দর্শকসংখ্যায়ও ব্যাপক সাড়া

Speed-এর এই আয়োজন শুধু গেম খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; এটি পরিণত হয়েছে একটি বড় অনলাইন বিনোদনমূলক ঘটনায়। তাঁর GTA 6-সংক্রান্ত ইউটিউব সম্প্রচারগুলোতে কোটি কোটি ভিউ এসেছে। একটি লাইভস্ট্রিমের ভিডিও ভিউ ৬ কোটিরও বেশি ছাড়িয়েছে বলে স্ট্রিম আর্কাইভে দেখা যায়।

## লাইভস্ট্রিমিংয়ের নতুন দৃষ্টান্ত?

বর্তমান সময়ে লাইভস্ট্রিমিং শুধু গেম খেলার মাধ্যম নয়, বরং ব্যক্তিগত বিনোদন, দর্শকসম্পৃক্ততা ও ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবসার শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম। Speed-এর এই আয়োজন দেখিয়েছে, একজন কনটেন্ট ক্রিয়েটরের ব্যক্তিত্ব ও দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ কীভাবে একটি গেমের প্রচারকেও বিশ্বব্যাপী আলোচনায় পরিণত করতে পারে।

সব মিলিয়ে, ৫২ ঘণ্টার এই GTA 6 লাইভস্ট্রিম iShowSpeed-এর ক্যারিয়ারে স্মরণীয় একটি আয়োজন হয়ে থাকবে। এখন ভক্তদের অপেক্ষা তাঁর রহস্যময় পরবর্তী ঘোষণার জন্য।

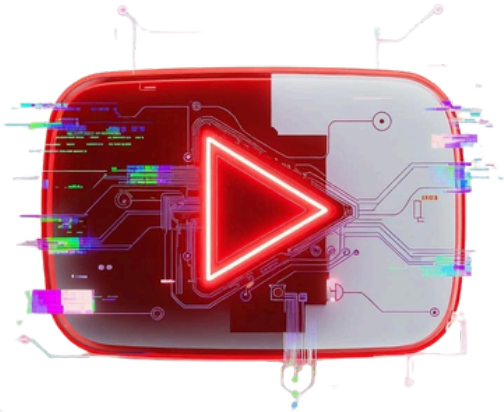



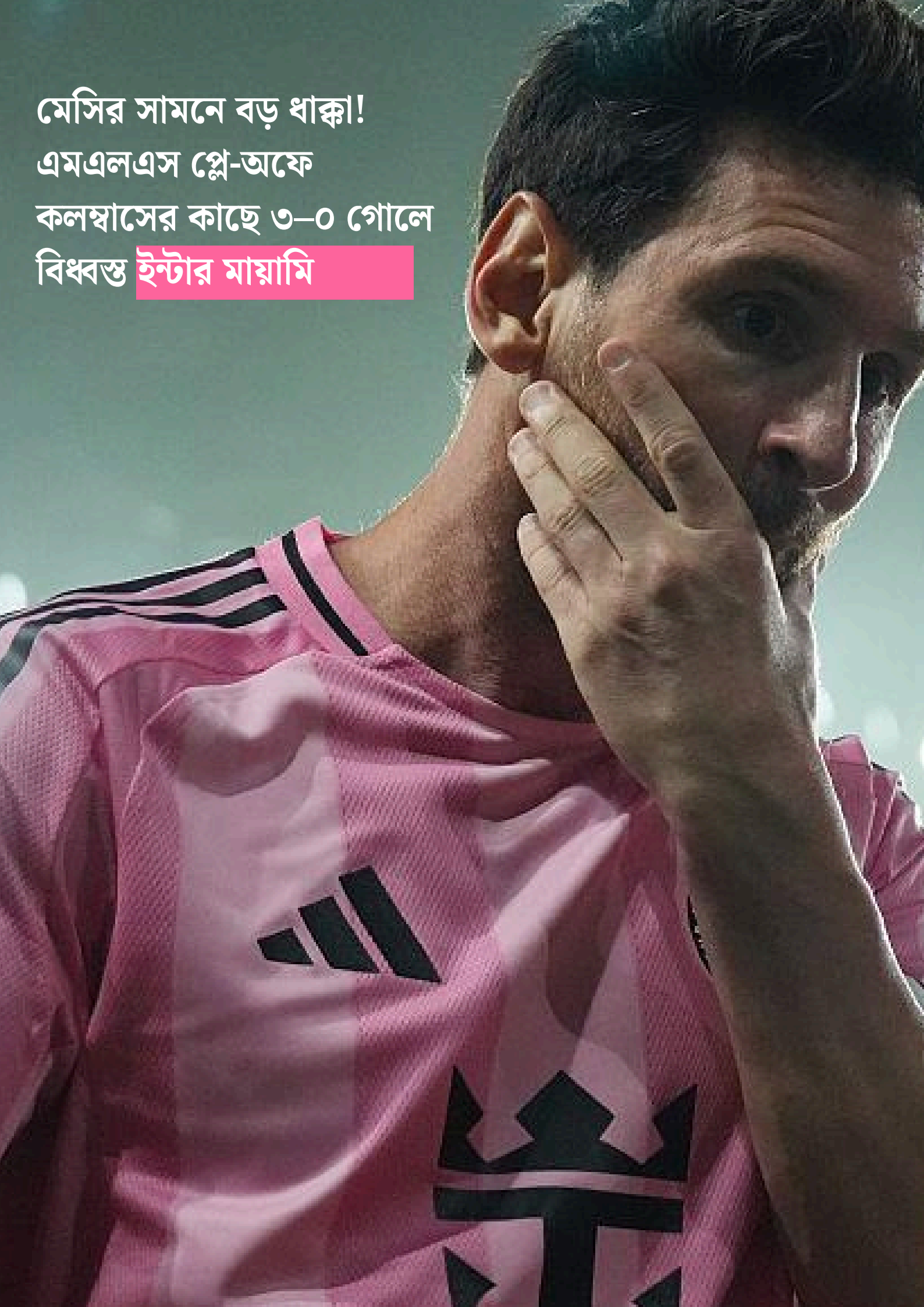

# মেসির সামনে বড় ধাক্কা! এমএলএস প্লে-অফে কলম্বাসের কাছে ৩–০ গোলে বিধ্বস্ত ইন্টার মায়ামি

Federation of Bangladeshi Associations in North America
FOBANA

# KICK OFF
# 41st FOBANA CONVENTION in HOUSTON, TX
## SEPTEMBER 3, 4 & 5, 2027

BANGLADESH-AMERICAN SOCIETY
GREATER HOUSTON

## KICK OFF MEETING
## December 5, 2026
**PROGRAM STARTS: 5:00 PM**

**Location: BASGH HOMES**
16642 Alice Foster St, Sugar Land, TX 77498

**Complimentary Dinner Will Be Served**
"Dinner Pass" Will Be Distributed by 5:30 PM

*Followed by an exciting*

## OUTDOOR CULTURAL AND MUSIC SHOW

HJS

STUDIO 71

HIGHWAY 6
SAM FAISAL AHSAN DAWOOD NAYEEM

**OUR SPONSORS**
imprint.com
Denny's
IRONCLAD REALTY GROUP
ISHFAQUE HOSSAIN
+1(832)-283-3390

**MEDIA PARTNERS**
mytv
ATN BANGLA
সময়
CHANNEL i
আমেরিকা বাংলা

**OFFICIAL AIRLINE PARTNER**
TURKISH AIRLINES
A STAR ALLIANCE MEMBER





M Rahman (Zahir)
**CHAIRPERSON**
+(561)876-2255


Dr. Pryalal Karmaker
**EXECUTIVE SECRETARY**
+(517) 225-0755


Imtiaz Ahmed (Pavel)
**CONVENER**
+(281) 827-7980


Khondkar Islam (Reaz)
**MEMBER SECRETARY**
+(832) 755-5882

www.2027.fobanaonline.com | BASGH.FOBANA2027 | BASGH.FOBANA2027/groups | fobanahouston | fobanahouston@gmail.com

যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্লে-অফে বড় অঘটনের শিকার হয়েছে লিওনেল মেসির দল ইন্টার মায়ামি। নিজেদের মাঠে কলম্বাস ক্রুর কাছে ৩–০ গোলের বড় ব্যবধানে হেরেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্লে-অফের প্রথম ম্যাচে এই জয়ে সিরিজে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা পেয়েছে কলম্বাস।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে কলম্বাস। মাত্র নবম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন গনসালো তাপিয়া। পিছিয়ে পড়ে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে মেসির ইন্টার মায়ামি। কিন্তু ৩৬ মিনিটে গনসালো লুহানের লাল কার্ড পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তোলে। একজন খেলোয়াড় কম নিয়ে বাকি ম্যাচ খেলতে হয় স্বাগতিকদের।

দ্বিতীয়ার্ধে সেই সুযোগ কাজে লাগায় কলম্বাস। ৫২ মিনিটে তাহা হাবরুনে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। এর ছয় মিনিট পর নিজের দ্বিতীয় গোল করে মায়ামির কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন তাপিয়া। শেষ পর্যন্ত ৩–০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে কলম্বাস।

ম্যাচে মেসি কয়েকবার গোলের সুযোগ তৈরি করলেও প্রতিপক্ষ গোলরক্ষক প্যাট্রিক শুল্টের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে সফল হতে পারেননি। মেসির দুটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ফিরিয়ে দেন শুল্টে। পুরো ম্যাচে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলের জয়ে বড় ভূমিকা রাখেন তিনি।

ম্যাচের আগে মেসির হাতে ২০২৬ মৌসুমের এমএলএস গোল্ডেন বুট তুলে দেওয়া হয়। নিয়মিত মৌসুমে ২৬ গোল ও ১৭টি অ্যাসিস্ট করে এই স্বীকৃতি অর্জন করেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। টানা দ্বিতীয়বার গোল্ডেন বুট জয়ের কৃতিত্বও গড়েছেন তিনি।

এখন সিরিজে টিকে থাকার কঠিন চ্যালেঞ্জ মায়ামির সামনে। আগামী ২৭ নভেম্বর কলম্বাসের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় ম্যাচ। সেরা-তিনের সিরিজে প্রথম জয় পাওয়া কলম্বাস এবার মেসিদের বিদায়ের পথে ঠেলে দিতে চাইবে। অন্যদিকে শিরোপা ধরে রাখার আশা বাঁচিয়ে রাখতে জয়ের বিকল্প নেই ইন্টার মায়ামির সামনে।

একদিকে গোল্ডেন বুটের ব্যক্তিগত অর্জন, অন্যদিকে প্লে-অফে বড় পরাজয়—মেসির জন্য সপ্তাহটি তাই আনন্দ ও হতাশার মিশেলে শেষ হলো।




SAN JOSE
Christmas
in the Park
MOVIES • TREES • HOLIDAY MAGIC
Plaza de César Chávez
SOUTH BAY
NOV 27 – JAN 1
DAILY
12:00 PM –
10:00 PM
WHAT TO EXPECT
50+ FT.
MOVIE SCREEN
ENCHANTED
FOREST OF TREES
SANTA PHOTOS &
LIVE ENTERTAINMENT
FREE
NO TICKET
REQUIRED

# গত সপ্তাহের বিশ্ব



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

১৬–২২ নভেম্বর ২০২৬ | আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিনোদন, এআই, ব্যবসা ও স্মরণীয় দিন



# আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতি

**আসিয়ান সম্মেলন, ম্যানিলা**
১৪–১৭ নভেম্বর

**এপেক নেতাদের বৈঠক, শেনজেন**
১৮–১৯ নভেম্বর

**ট্রাম্প–পুতিন বৈঠকের সম্ভাবনা, শেনজেন**
১৯ নভেম্বর

**ইইউ–যুক্তরাজ্য শীর্ষ বৈঠক, ব্রাসেলস**
২০ নভেম্বর

**হ্যালিফ্যাক্স আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ফোরাম, কানাডা**
২০–২২ নভেম্বর

**জাতিসংঘের অস্ত্রবিষয়ক চুক্তি পর্যালোচনা সম্মেলন, জেনেভা**
১৬–২০ নভেম্বর



# জলবায়ু, সমাজ ও আন্তর্জাতিক দিবস

## কপ৩১, আন্তালিয়া

COP31 ANTALYA

**৯–২০ নভেম্বর**

জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনের আলোচনা সপ্তাহর শেষ পর্যন্ত চলবে। জলবায়ু অর্থায়ন, অভিতোজন, ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ এবং নিঃসরণ কমানোর অঙ্গীকার—এগুলো আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে।

## বিশ্ব দর্শন দিবস

UNESCO

**১৯ নভেম্বর**

ইউনেস্কোর উদ্যোগে পালিত দিবসটি এ বছর ১৯ নভেম্বর।

## বিশ্ব টয়লটে দিবস



**১৯ নভেম্বর**

সবার জন্য নিরাপদ স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্ন পানির অভহের দিকে দুষ্টি ফেরানোর দিন।

## বিশ্ব শিশু দিবস



**২০ নভেম্বর**

শিশু অধিকার সনদ প্রহণের বার্ষিকী উপলক্ষে পালিত হয়। ১৯৫৯ সালে শিশু অধিকার যোষণা এবং ১৯৮৯ সালে শিশু অধিকার সনদ পুহীত হয়েছিল।

## আফ্রিকা শিল্পায়ন দিবস



**২০ নভেম্বর**

আফ্রিকার শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্ব সামনে আনে।

## বিশ্ব টেলিভিশন দিবস



**২১ নভেম্বর**

বিশ্ব সংবাদ, জনমত ও সামাজিক আলোচনায় টেলিভিশনের প্রভাবকে স্মরণ করে জাতিসংঘের এই দিবস।

## বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ



**১৮–২৪ নভেম্বর**

অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষুধের বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ার ঝুঁকি নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর সপ্তাহ।



# এআই, প্রযুক্তি, ব্যবসা ও বাণিজ্য

## Microsoft Ignite

Microsoft Ignite

**১৭–২০ নভেম্বর**

মাইক্রোসফটের বার্ষিক প্রযুক্তি সম্মেলনে ক্লাউড, সফটওয়্যার উন্নয়ন ও এআই-ভিত্তিক কাজের সরঞ্জাম নিয়ে ঘোষণা ও আলোচনা প্রত্যাশিত।

## Slush

SLUSH

**১৮–১৯ নভেম্বর**

স্টার্টআপ, বিনিয়োগকারী ও প্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের বড় আন্তর্জাতিক সমাবেশ; এ বছরের আয়োজকের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১২ হাজার প্রতিষ্ঠাতা অংশ নেবেন।

## Singapore FinTech Festival

SINGAPORE FINTECH FESTIVAL™

**১৮–২০ নভেম্বর**

সিঙ্গাপুর এক্সপোতে নীতি, অর্থায়ন ও প্রযুক্তিখাতের প্রতিনিধিরা বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার পরিবর্তন, ডিজিটাল ফাইন্যান্স নিয়ে আলোচনা করছেন।

## MLcon Berlin

MLcon Berlin

**১৬–২০ নভেম্বর**

মেশিন লার্নিং, ডেটা সায়েন্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রণিক্ষণ, বক্তৃতা ও প্রদর্শনী।

## PRICAI

PRICAI

**১৬–২০ নভেম্বর**

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এআই গবেষণা ও প্রয়োগ নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

## MEDICA

MEDICA®

**১৬–১৯ নভেম্বর**

চিকিৎসা প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা।

## Formnext

formnext

**১৭–২০ নভেম্বর**

3D প্রিন্টিং ও অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের বড় বাণিজ্যিক প্রদর্শনী।

## IBTM World

ibtm WORLD

**১৭–১৯ নভেম্বর**

সম্মেলন, ব্যবসায়িক ভ্রমণ ও ইভেন্ট-আয়োজন শিল্পের আন্তর্জাতিক মেলা।





# সিনেমা, হলিউড, বলিউড ও চলচ্চিত্র উৎসব

## স্টোকহোম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

**১১–২২ নভেম্বর**

উৎসবের শেষ দিনেরে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। পাশাপাশি Stockholm Industry Days ১৬–১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

## কায়রো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

**১১–২০ নভেম্বর**

২০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা ও চলচ্চিত্র-শিল্পের অনুষ্ঠান চলার কথা।

## হলিউডে ২০ নভেম্বরের নির্ধারিত মুক্তি

**২০ নভেম্বর**

I Play Rocky এবং Paper Tiger; একই দিনে দক্ষিণ কোরিয়ার The Host পুনর্মুক্তির তালিকাতেও রয়েছে। মুক্তির সুচি পরিবর্তন হতে পারে।

## ভারতীয় সিনেমায় ২০ নভেম্বরের উল্লেখযোগ্য মুক্তি

**২০ নভেম্বর**

Om: Chapter 1 – Udhiram (তামিল), Aakasamlo Oka Tara (তেলুগু), Kaali Kheti ও Suryaa (হিন্দি)—একই দিনে একাধিক আঞ্চলিক সিনেমা মুক্তির কথা জানানো হয়েছে।

## লাস ভেগাস গ্রা প্রি

**২০–২২ নভেম্বর**

ফর্মুলা ওয়ানের মৌসুমের শেষদিকের বড় রেস-উইকএন্ড; শহরের বিনোদন ও পর্যটন খাতেও এর প্রভাব পড়বে।





# জন্মবার্ষিকী ও স্মরণ

## ১৭ নভেম্বর



### মার্টিন স্করসেজির জন্মদিন

কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক ১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন; ২০২৬ সালে তাঁর ৮৪তম জন্মদিন।

## ১৮ নভেম্বর



### মার্গারেট অ্যাটউডের জন্মদিন

কানাডীয় ঔপন্যাসিক ও কবির জন্ম ১৯৩৯ সালে; ২০২৬ সালে তিনি ৮৭ বছরে পা দিচ্ছেন।

## ১৯ নভেম্বর



### ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ১৯১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন; এ বছর তাঁর ১০৯তম জন্মবার্ষিকী। একই দিনে অভিনেত্রী জোডি ফস্টার ও মেগ রায়নের জন্মদিনও।

## ২০ নভেম্বর



### জো বাইডেন ও রবার্ট এফ. কেনেডির জন্মদিন

বাইডেন ১৯৪২ সালে, কেনেডি ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কেনেডি ২০২৬ সালে ১০১ বছর বয়সে পৌঁছাতেন।

## ২১ নভেম্বর



### ভলতেয়ারের জন্মদিন

ফরাসি দার্শনিক ও লেখক ১৬৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন; এ বছর তাঁর ৩৩২তম জন্মবার্ষিকী।

## ২২ নভেম্বর



### জন এফ. কেনেডি, সি. এস. লুইস ও অ্যালডাস হাক্সলির মৃত্যুবার্ষিকী

তিনজনই ১৯৬৩ সালের একই দিনে মারা যান। ২০২৬ সালে সেই দিনের ৬৩ বছর পূর্ণ হবে।

## ২২ নভেম্বর



### শার্ল দ্য গলের জন্মবার্ষিকী

ফরাসি রাষ্ট্রনায়ক ১৮৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন; এ বছর তাঁর ১৩৬তম জন্মবার্ষিকী।

## ১৬ নভেম্বর



### ক্লার্ক গেরলের মৃত্যুবার্ষিকী

হলিউডের ‘কিং’খ্যাত অভিনেতা ১৯৬০ সালে মারা যান; এ বছর ৬৬ বছর পূর্ণ হচ্ছে।

## ১৮ নভেম্বর



### মার্সেল প্রুস্তের মৃত্যুবার্ষিকী

ফরাসি ঔপন্যাসিক ১৯২২ সালে মারা যান; এ বছর তাঁর মৃত্যুর ১০৪ বছর পূর্ণ হচ্ছে।

## ১৯ নভেম্বর



### ফ্রানৎস শুবার্টের মৃত্যুবার্ষিকী

অস্ট্রীয় সুরকার ১৮২৮ সালে মারা যান; এ বছর ১৯৮ বছর পূর্ণ হবে।

# এই সপ্তাহের অভিমত

“

মস্তিষ্ক হলো একটি দারুণ অস্ত্র।
এটি সকালে ঘুম থেকে ওঠার মুহূর্ত থেকে কাজ করা শুরু করে এবং ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে যতক্ষণ না আপনি অফিসে গিয়ে পৌঁছান।

”

— রবার্ট ফ্রস্ট
মার্কিন কবি

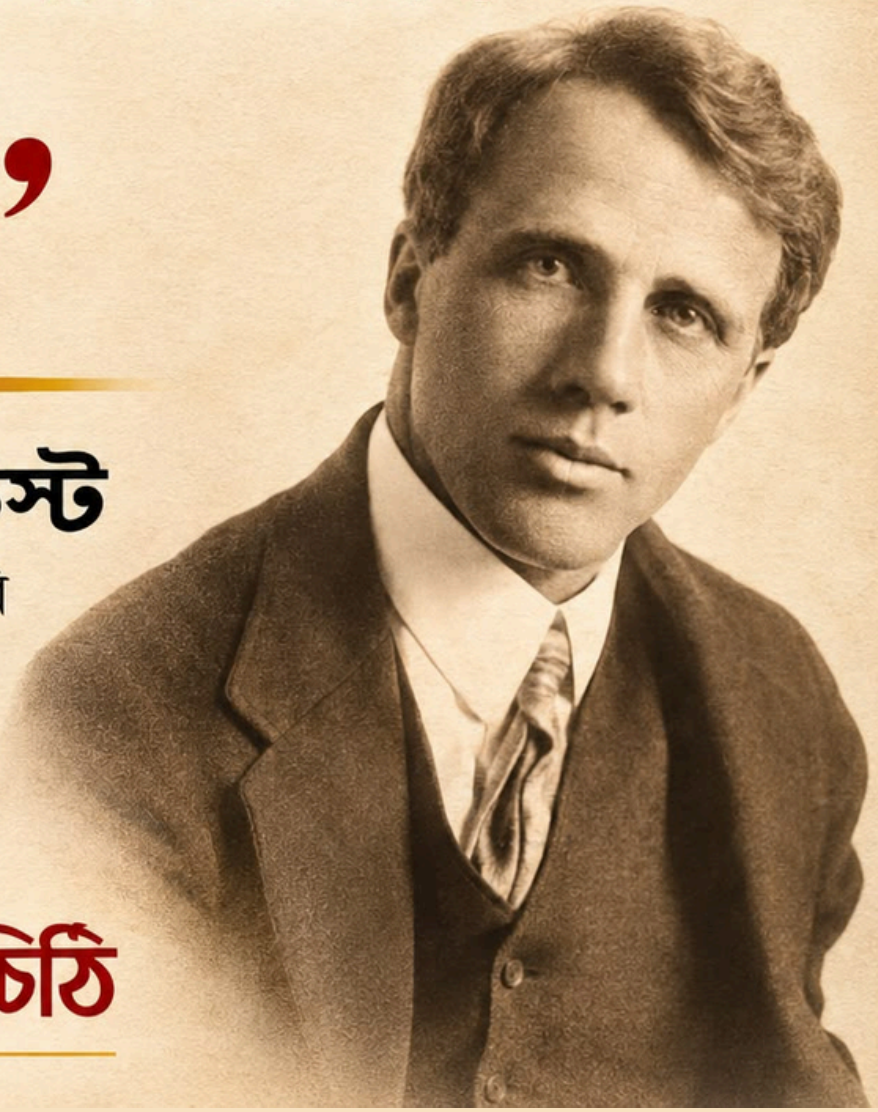

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
WEEKLY DIGITAL

“মন সবসময় গতকাল বা
আগামীকালে পড়ে থাকে,
কিন্তু জীবন কেবল আজকের
এই মুহূর্তেই সত্য।”

– ওশো

আধ্যাত্মিক গুরু, দার্শনিক ও বক্তা

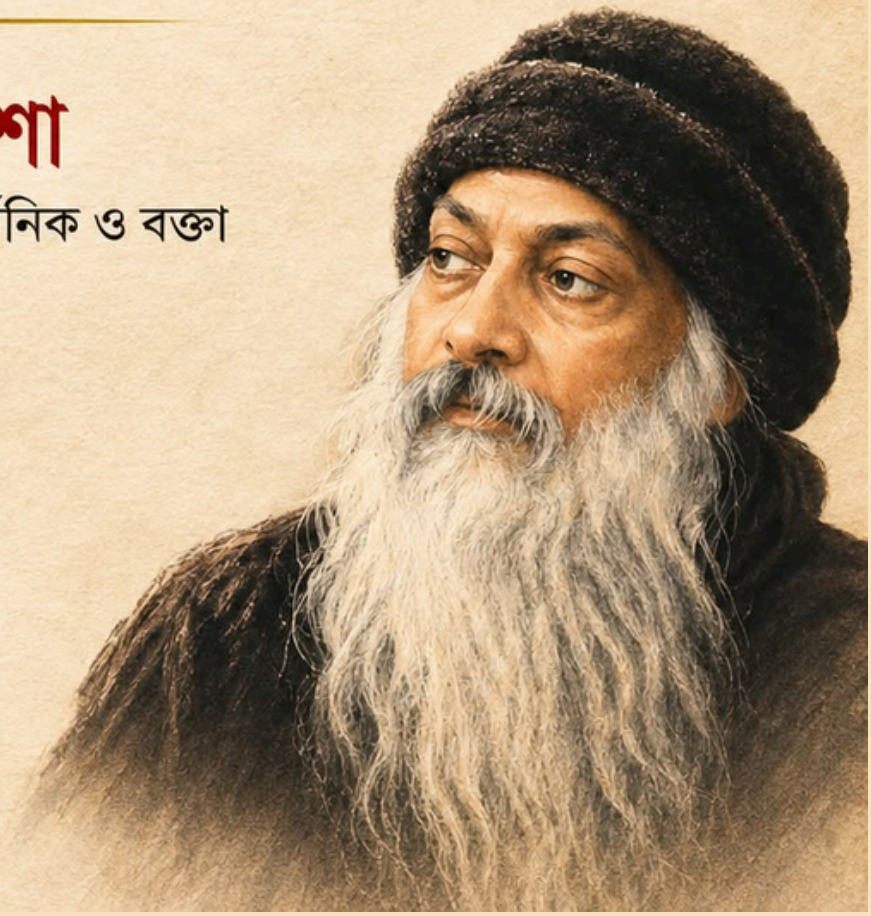

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
WEEKLY DIGITAL

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

“

আমি আহত ব্যক্তিকে
জিজ্ঞেস করি না, সে
কেমন বোধ করছে;
আমি নিজেই সেই
আহত ব্যক্তি হয়ে উঠি।

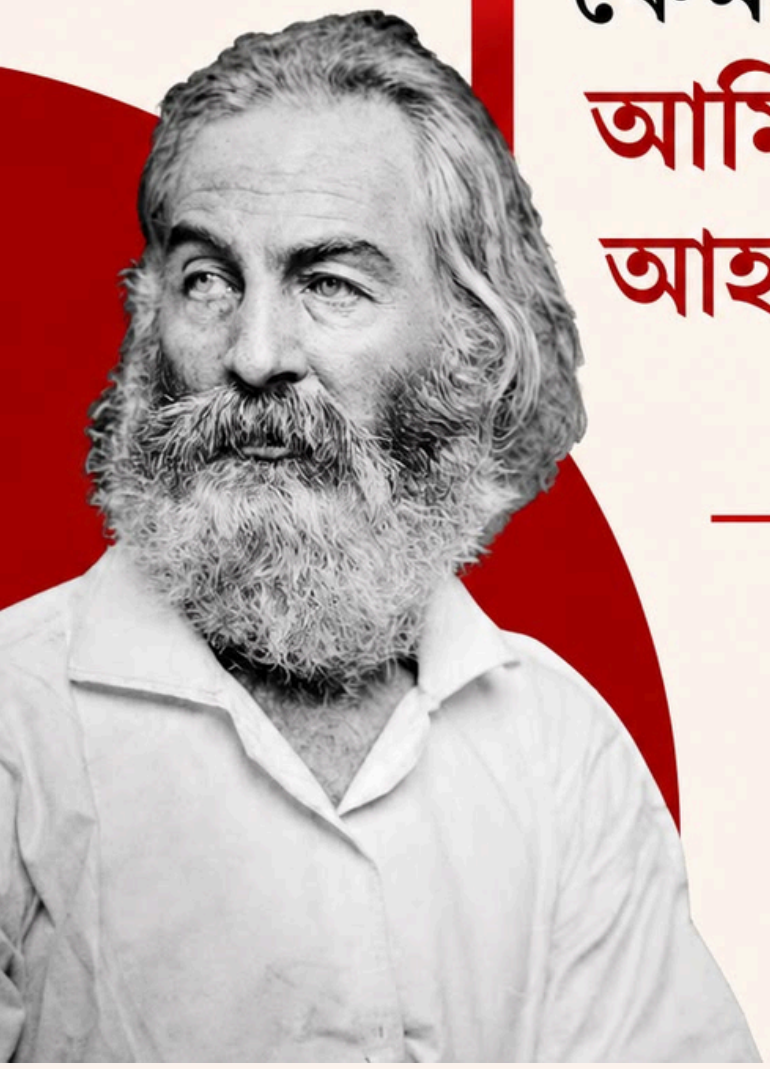

— ওয়াল্ট হুইটম্যান

“মানব মনের গহীনে”

“মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়!”

— বিনয় মজুমদার

বাংলা কবি, লেখক ও গণিতপ্রেমী প্রকৌশলী



সাপ্তাহিক

# ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

WEEKLY DIGITAL

“

তারা মুক্তিযোদ্ধাকে কবর দেবে না।
তারা কবর দিতে চায় মুক্তিযুদ্ধকে।
সেটা কীভাবে সম্ভব? মুক্তিযুদ্ধের
তো মৃত্যু নেই। যার মৃত্যু নেই,
তাকে কি কবর দেওয়া যায়?

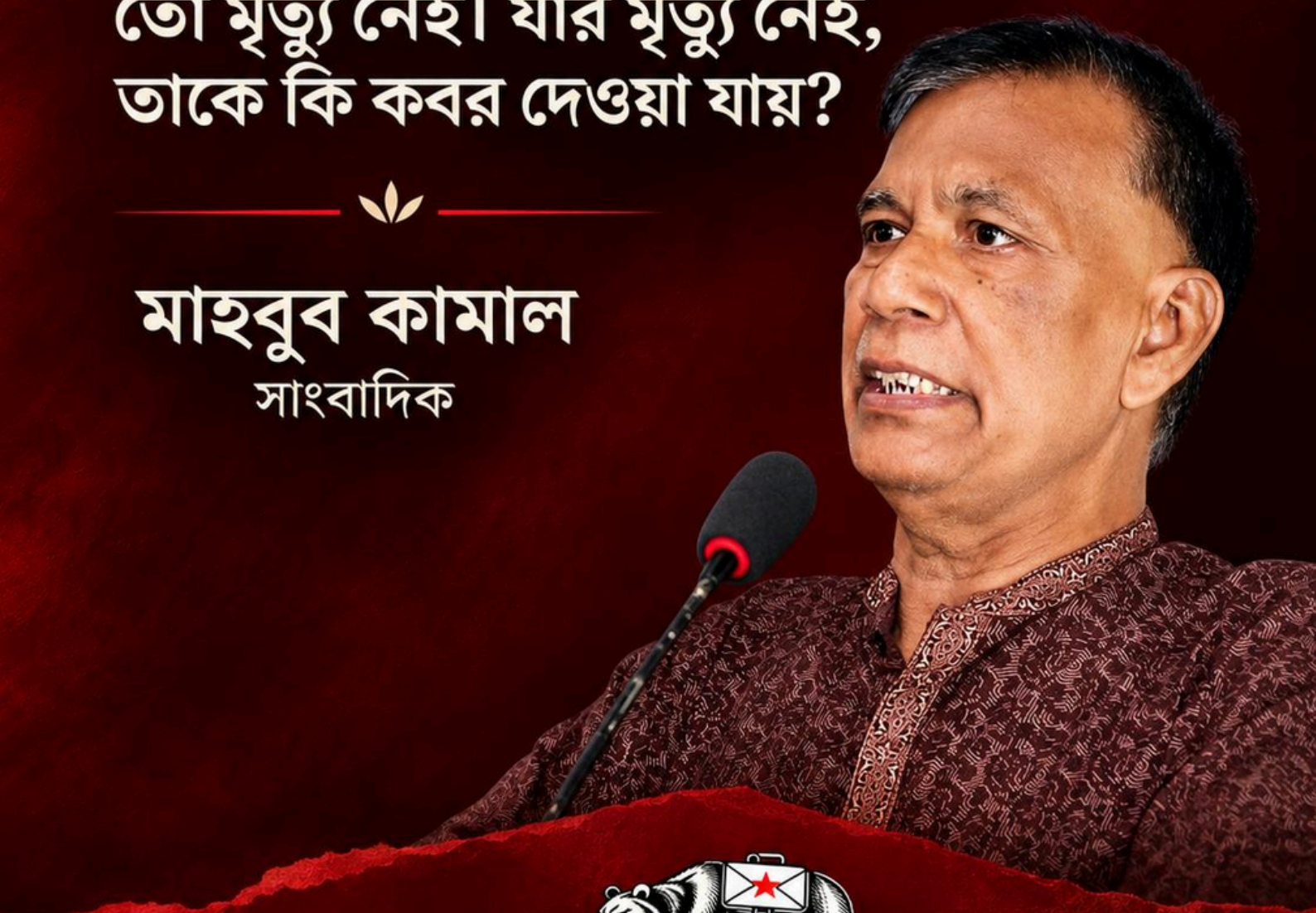

**মাহবুব কামাল**
সাংবাদিক

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
Weekly Digital



“প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হওয়ার মাধ্যমে,
আপনি ব্যর্থ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।”

— বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন

রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, কূটনীতিক ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতাদের একজন। জন্ম ১৭০৬ সালে ম্যাসাচুসেটসে; ১৭৯০ সালে ফিলাডেলফিয়ায় ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
WEEKLY DIGITAL

“সবাই পৃথিবীকে বদলাতে চায়,
কিন্তু কেউ নিজেকে বদলানোর
কথা ভাবে না।”

**লিও তলস্তয়**

রুশ সাহিত্যিক

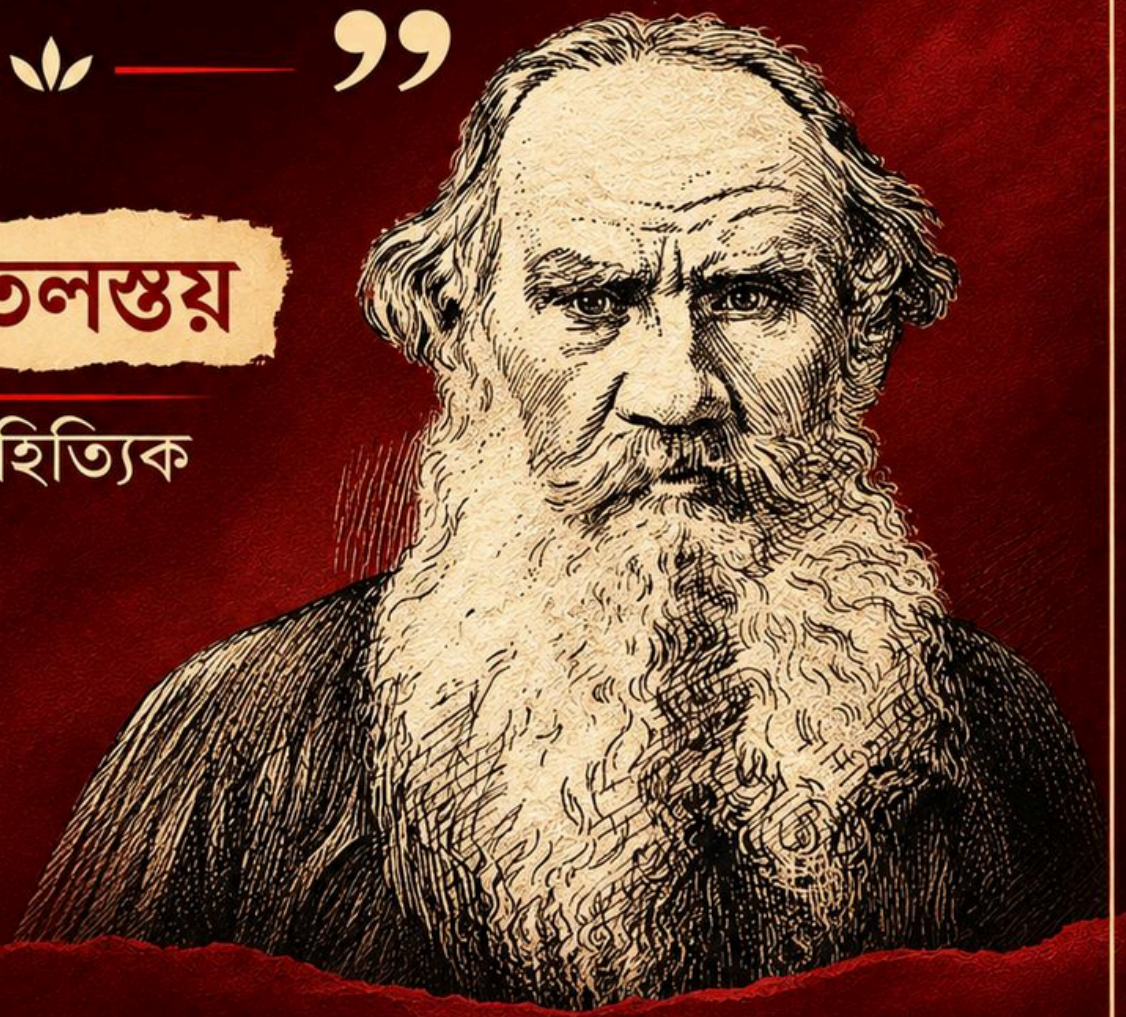

সাপ্তাহিক
**ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি**
WEEKLY DIGITAL

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

“

আপনার **মোবাইল** ফোনের দাম যদি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা টাকার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে আপনি নিজের **ভবিষ্যৎ** নিয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

— বিল গেটস

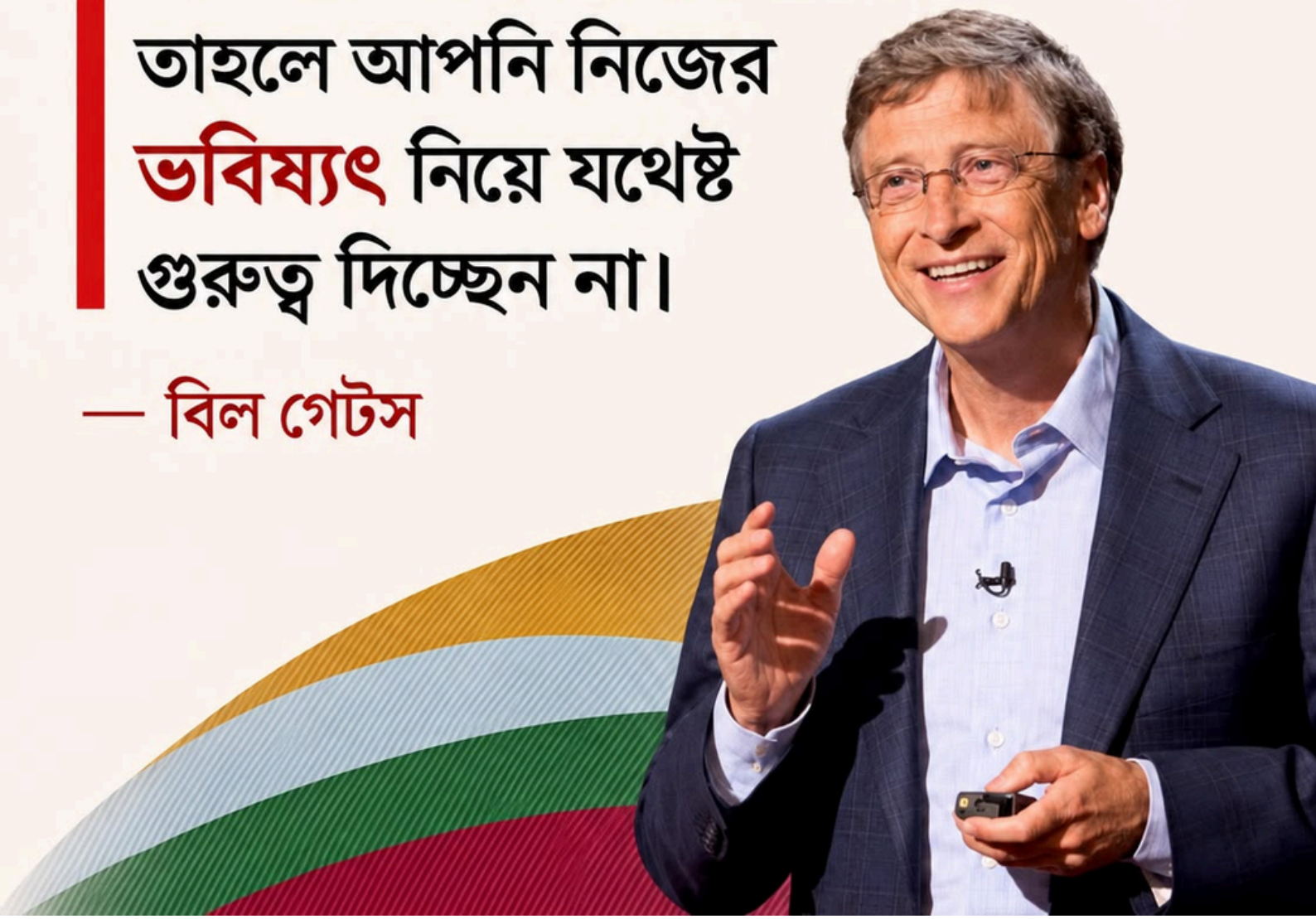

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

“

শপিংমলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে,
ফুলের দোকানে গেলে তারা বলে,
ফুল কেনার মতো ক্রেতা নেই।
পর্যটন ও পরিবহন খাতেও
ধাক্কা লেগেছে।
**বিকাশমান মধ্যবিত্তের
স্থবিরতা আটকে পড়েছে।**

— ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ

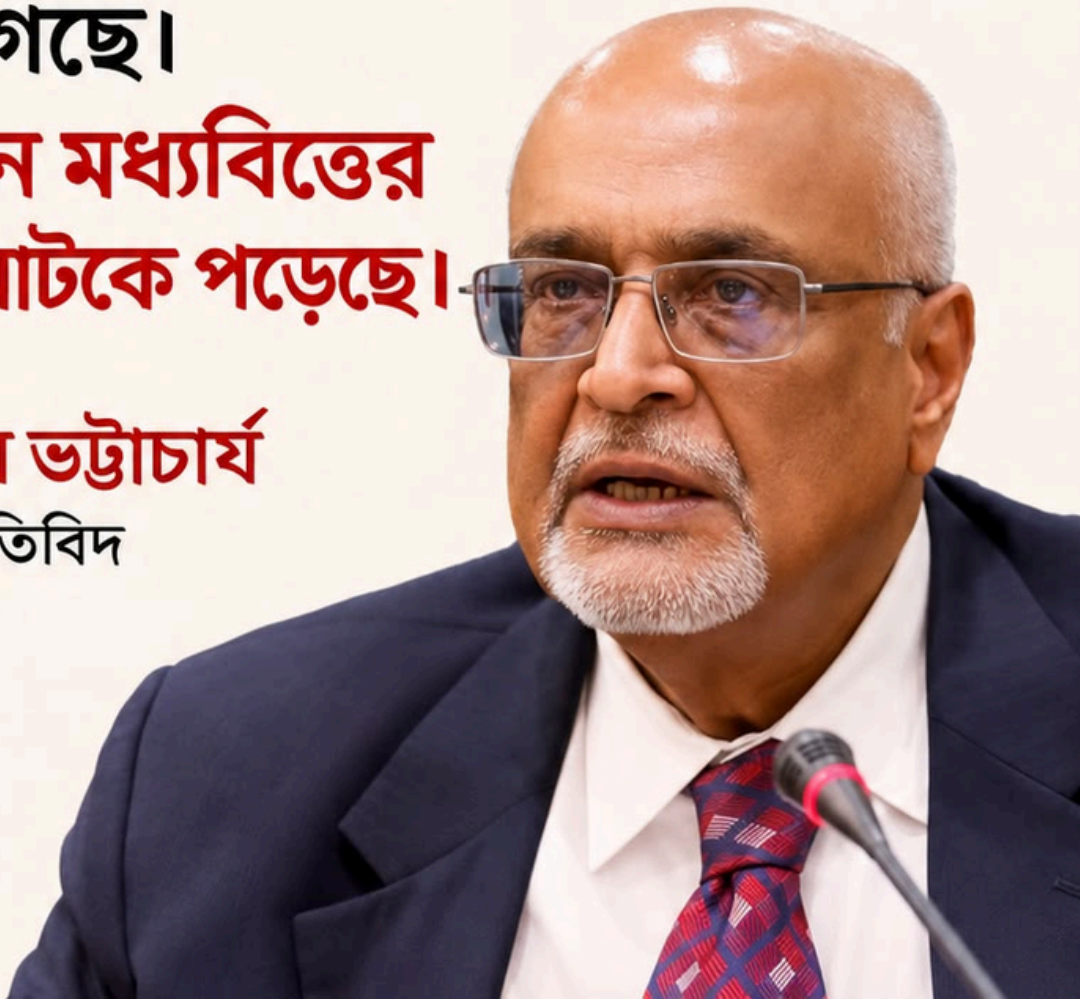


UNITED STATES OF AMERICA
250
1776
2026
ANNIVERSARY
EAGLES BOOST ®
SKYROCKET YOUR DIGITAL INFLUENCE
WEBSITES
Modern. Responsive. Powerful.
APPS
Smart. Scalable. User-Friendly.
GROWTH
Digital Strategies That Deliver.
EAGLESBOOST.COM
EAGLES BOOST.COM
EAGLES BOOST
SKYROCKET YOUR DIGITAL INFLUENCE

STAY CONNECTED

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

# Follow Us On *Social Media*

Stay updated with our latest news,
stories and updates.

Facebook

Instagram

X

LinkedIn

*Let's stay in touch*